কানযুল মাদারিস বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত

কুরআন মজীদ শুদ্ধভাবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

ফয়যানে তাজভীদ

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
(দাওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center
R&D Kanzul Madaris Board

কুরআন মজীদ শুদ্ধভাবে পাঠ করার ক্ষেত্রে সহায়ক ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাব

ফয়যানে তাজভীদ

উপস্থাপনায়ঃ

আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিস

(দাওয়াতে ইসলামী)

(পাঠ্যপুস্তক বিভাগ)

সম্পাদনায়ঃ

মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

কিতাবের নাম: **ফয়যানে তাজভীদ**

উপস্থাপনায়: আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা (পাঠ্যপুস্তক বিভাগ)

সর্বমোট পৃষ্ঠা: ১৬১

প্রথমবার: শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৫ হি:, আগস্ট ২০১৪ খ্রি:

সংখ্যা: ৫০০০ (পাঁচ হাজার)

সম্পাদনায়: মাকতাবাতুল মদীনা বাংলাদেশ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা:

☞ **হেড অফিস :** ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

☞ **ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ**, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

☞ **আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার**, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

☞ **কাশারীপট্টি**, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E.mail: ilmia@dawateislami.net

WWW.dawateislami. net

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

অধ্যয়নের মাঝখানে প্রয়োজন সাপেক্ষে আন্ডারলাইন করুন, বিষয় লিখে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করুন, اِنْ شَآءَ الله ইলম বৃদ্ধি পাবে

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা

www.dawateislami.net

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শিক্ষার্থীদের জন্য পড়ার ৩৮টি নিয়্যত	৬	সবক নম্বর ১৩ নুন সাকিন ও তানভীন ও মিম সাকিনের আলোচনা	৮৪
আল মদীনাতুল ইলমিয়্যার পরিচিতি	৯	সবক নম্বর ১৪ ইদগামের বর্ণনা	৮৯
প্রথমে এটি পড়ে নিন	১১	সবক নম্বর ১৫ গুন্নার বর্ণনা	৯৫
শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের সুসম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠবে?	১৭	সবক নম্বর ১৬ তাফখীম ও তারক্বীক এর বর্ণনা	৯৭
সবক নম্বর ১ তাজভীদের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি	১৯	সবক নম্বর ১৭ হারাকাতের বর্ণনা	১০২
সবক নম্বর ২ কুরআনে পাক তাজভীদ সহকারে পাঠ করার গুরুত্ব	২২	সবক নম্বর ১৮ সুকুনের বর্ণনা	১০৩
সবক নম্বর ৩ কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইলমে তাজভীদের প্রমাণ	২৭	সবক নম্বর ১৯ মদের বর্ণনা	১০৪
সবক নম্বর ৪ কুরআন শরীফ সুন্দর কণ্ঠে তিলাওয়াত করার গুরুত্ব	৩২	সবক নম্বর ২০ মদের কারণ সমূহের বর্ণনা	১১০
তিলাওয়াতের সুগন্ধিময় মাদানী ফুল	৩৩	সবক নম্বর ২১ ইজতিমায়ে সাকিনাইন এর বর্ণনা	১১৫
সবক নম্বর ৫ প্রয়োজনীয় পরিভাষা	৩৬	সবক নম্বর ২২ হামযার কায়দার বর্ণনা	১১৭
সবক নম্বর ৬ লাহনের বর্ণনা	৪৫	সবক নম্বর ২৩ হা-য়ে যমিরের বর্ণনা	১১৯
সবক নম্বর ৭ তাআ'উয ও তাসমিয়ার বর্ণনা	৪৭	সবক নম্বর ২৪ সাকতা ও ইমালাহ এর বর্ণনা	১২২
সবক নম্বর ৮ মাখরাজের বর্ণনা	৫৭	সবক নম্বর ২৫ ওয়াকফ এর বর্ণনা	১২৪
সবক নম্বর ৯ সিফাতের বর্ণনা	৬৬	সবক নম্বর ২৬ কুরআনী বিরাম চিহ্নের বর্ণনা	১৩১
সবক নম্বর ১০ সিফাতে লাযিমার বর্ণনা	৬৮	বিভিন্ন কায়দা	১৩৪
সবক নম্বর ১১ সিফাতে লাযিমা গায়র মুতাযাদের বর্ণনা	৭৫	আয়িম্মায়ে কেরামের বাণী ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা	১৩৯
সবক নম্বর ১২ সিফাতে আরিযার বর্ণনা	৮০	কিরাতে আশারার আয়িম্মায়ে কেরাম ও সেগুলোর রাবীদের পরিচিতি	১৪০

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শিক্ষার্থীদের জন্য ৩৮টি নিয়্যত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়।"

(আল জামেউস সগীর, ৫৫৭ পৃ:, হাদীস: ৯৩২৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ব্যতীত কোন ভালো কাজের সাওয়াব অর্জিত হয় না।
(২) ভালো নিয়্যত যতো বেশি হবে, সাওয়াবের পরিমাণও ততো বেশি হবে।

(১) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই নিয়্যতে অধ্যয়ন করবো যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله (২) ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করবো। (৩) ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে ও সুন্নাতের উপর আমল করার নিমিত্তে সুগন্ধি ব্যবহার করবো। (৪) শ্রেণিকক্ষে যাওয়ার পূর্বে অযু করে নিবো। (৫) শ্রেণিকক্ষে যাওয়ার সময় প্রতি কদমে "দ্বীনি শিক্ষার্থীর" ফযিলত অর্জন করবো। (৬) দৃষ্টিকে অবনত রাখবো। (৭) রাস্তায় সাক্ষাত হওয়া ইসলামী ভাইকে সালাম দিবো। (৮) সুযোগ পেলে নেকীর দাওয়াত দিবো। (৯) শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করার সময় সালাম দিবো। (১০) পড়ার মাঝখানে যদি কেউ আমার জায়গায় বসে যায় তবে নম্রতার সাথে সেখান

www.dawateislami.net

থেকে ওঠে যাওয়ার অনুরোধ করবো। (১১) জেনে বুঝে সুশ্রী বালকের পাশে বসবো না। (১২) শ্রেণিকক্ষে বসার দ্বারা নেককারদের সংস্পর্শের ফযিলত অর্জন করা ও সংস্পর্শের হক পূরণ করার চেষ্টা করবো। (১৩) দ্বীনি কিতাবাদি ও পাঠদানের স্থানের প্রতি আদব প্রদর্শন করবো। (১৪) সবক শুরু করার পূর্বে দরূদে পাক ও দোয়া পাঠ করবো। (১৫) ওস্তাদ সাহেবের কথা মন দিয়ে শুনবো। (১৬) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তাহলে জিজ্ঞেস করবো। (১৭) অযথা ও অনর্থক প্রশ্ন করে নিজের সহপাঠি ও শিক্ষককে বিরক্ত করবো না। (১৮) কম বুঝে আসার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ ও বেশি বুঝে আসার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করবো এবং অহংকার থেকে বেঁচে থাকবো। (১৯) যদি ওস্তাদ সাহেব বা নাযিম সাহেব ধমক দেন তাহলে চুপ থেকে ধৈর্যধারণ করবো। (২০) এক ওস্তাদের দূর্বলতা অন্য ওস্তাদকে বলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করবো না। (২১) জায়িয সুপারিশ করার সুযোগ পেলে অবশ্যই করবো। (২২) পাঠদানের রুটিনের উপর আমল করবো। (২৩) যদি কারো অভিযোগের কারণে আমার শাস্তি হয় তবে তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজবো না। (২৪) সহপাঠি কারো কথায় যদি রাগ আসে তবে রাগ সংবরণ করে সেটার ফযিলত অর্জন করবো। (২৫) পুরো শরীরের কুফলে মদীনা লাগাবো। (অর্থাৎ প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে শরীয়ত বিরোধি কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখবো) (২৬) বিনা অনুমতিতে কারো কিতাব বা খাতা, কলম ইত্যাদি ব্যবহার করবো না। (২৭) যদি সবক মুখস্ত করার ক্ষেত্রে কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে নিজের থেকে (প্রকাশ্যে) দূর্বল বা নিজের চেয়ে কম বয়সী ছোট ইসলামী ভাইয়ের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করবো না। (২৮) আর

www.dawateislami.net

যদি কেউ আমার কাছ থেকে সবকের ব্যাপারে কোন কিছু জানতে চায় তবে যথাসম্ভব সুন্দরভাবে তাকে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে মুসলমানদের উপকার করার ফযিলত অর্জন করবো। (২৯) যদি আমার দ্বারা অজান্তে কারো হক নষ্ট হয়ে যায় তবে ক্ষমা চাইতে বিলম্ব করবো না। (৩০) পেরেশানগ্রস্ত ইসলামী ভাইয়ের পেরেশান দূর করার ও অসুস্থ ইসলামী ভাইয়ের সমবেদনা জ্ঞাপন করবো। (৩১) পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য থাকা ইসলামী ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করানোর চেষ্টা করবো। (৩২) যদি ইসলামী ভাইয়ের আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন পড়ে তবে ওস্তাদ সাহেবের সাথে পরামর্শ করে অথবা তাঁর মাধ্যমে তাকে আর্থিক সহযোগিতা করে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সাওয়াব অর্জন করবো। (৩৩) ইসলামী ভাইদের (বোনদের) একক প্রচেষ্টাকরার চেষ্টা করবো। (৩৪) যদি সম্ভব হয় তবে খাবারের বিল নিজের পকেট থেকে খরচ করবো। (৩৫) যদি কখনো দারিদ্রতা এসে যায় তবে বিনা কারণে কারো নিকট কিছু চাইবো না। (৩৬) নিজের সময় অহেতুক কাজের মধ্যে নষ্ট করবো না বরং পড়া-লেখা ও মাদানী কাজে ব্যস্ত থাকবো। (৩৭) নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য নেক আমল রিসালার উপর আমল ও প্রত্যেক ইংরেজী মাসের ১ম তারিখ নিজের নেক আমল পুস্তিকা নেক আমল রিসালা যিম্মাদারের নিকট জমা দিবো। (৩৮) মাদানী মারকায প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকবো। **(সফল ছাত্র কে? অধ্যয়নের মধ্যে কি কি নিয়্যত করবেন? ১৬ থেকে ১৯ পৃঃ)**

www.dawateislami.net

আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কতৃক:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলে দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী" নেকীর দাওয়াত, সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত ও ইলমে শরীয়তকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, এসব বিষয়াদিকে সুচারুরুপে পরিচালনা করার জন্য অনেক বিভাগ গঠন করা হয়েছে যার মধ্যে একটি হলো "আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা" যেটা দাওয়াতে ইসলামীর মুফতিয়ানে কেরামগণ كَثَّرَهُمُ اللّٰه দ্বারা গঠিত, যা একনিষ্ট জ্ঞান, গবেষণা ও প্রকাশনামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সেগুলোর মধ্য হতে ছয়টি বিভাগ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(১) আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ
(২) পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
(৩) সংশোধনী কুতুব বিভাগ
(৪) কিতাব অনুবাদ বিভাগ
(৫) কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ
(৬) সংকলন বিভাগ

আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা প্রথমতো যেই কাজটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে তা হলো ,আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, আযিমুল বারাকাত, পরওয়ানায়ে শাময়ে রিসালাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত,

www.dawateislami.net

মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়ত, পীরে তরিক্বত, বাইছে খাইর ও বারকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব আল হাফিয আল ক্বারী ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কঠিন লেখনীগুলো বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী যথাসম্ভব জনসাধারণের মাঝে উপস্থাপন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এই ইলমী, গবেষণা ও প্রকাশনার দ্বীনি কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করুন এবং মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়া কিতাবাদি স্বয়ং নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অপরকেও এটার প্রতি উৎসাহিত করুন।

আল্লাহ পাক "দাওয়াতে ইসলামীর" সকল মজলিস ও "আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা" কে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন এবং আমাদের প্রতিটি আমলকে একনিষ্টতার দৌলত দ্বারা সজ্জিত করে উভয় জাহানের কল্যাণের কারণ বানিয়ে দিন।

আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের ছায়াতলে শাহাদাত, জান্নাতুল বাকীতে দাফন ও জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মুবারক ১৪২৫ হিঃ

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন

কুরআনে করীম "সহীহ মাখরাজ" সহকারে "তাজভীদ ও কিরাত" অনুযায়ী "আরবী বাচন ভঙ্গিতে" পড়ার জন্য যেসব ইলম ও শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ততা ও যেগুলো অর্জন করা জরুরী ঐসব বিষয়াদির মধ্যে "ইলমে তাজভীদ" এর একটি মৌলিক ভূমিকা রয়েছে কেননা এই ইলমের মাধ্যমে "হুরুফ সমূহকে সেগুলোর মাখরাজ থেকে সিফাতে লাযিমা ও সিফাতে আরিযা সহকারে আদায়" করার পদ্ধতি জানা যায়। এছাড়া কুরআনে করীমকে "কিরাতে ইমামে আসিম" অনুযায়ী হাফসের বর্ণনা ও শাতেবীর পদ্ধতি অনুযায়ী পড়ার যোগ্যতাও অর্জন হয়ে থাকে। ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে তাজভীদ সম্পর্কে বলেন: কুরআনের তাজভীদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত আর তা হলো হরফসমূহকে সেগুলোর হক দেয়া এবং হরফসমূহকে সেগুলোর মাখরাজ ও মূলের দিকে প্রত্যাবর্তণ করা। নিঃসন্দেহে মুসলিম জাতি যেমনিভাবে কুরআনের অর্থ অনুধাবন ও কুরআনে বিধি নিষেধের প্রতি যত্নবান তেমনিভাবে তারা কুরআনের শব্দাবলির সহীহ ও সেগুলোকে সেই পদ্ধতিতে আদায় করার প্রতিও যত্নবান যেমনিভাবে সেগুলোকে কিরাতের "ইমামগণ" আদায় করেছেন যাদের সনদের ধারা রাসূলে করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সম্পৃক্ত এবং ওলামাগণ তাজভীদ ব্যতীত কুরআন পড়াকে "লাহন" বলে আখ্যায়িত করেছেন। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/৩১৮)

www.dawateislami.net

কুরআনের শিক্ষা ও দাওয়াতে ইসলামী

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন "দাওয়াতে ইসলামী" 'র অধীনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য মাদরাসা "মাদরাসাতুল মদীনা" নামে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাজারো ছোট ছেলে ও মেয়েদেরকে বিনামূল্যে কুরআনে পাক হিফয ও নাযেরা পাঠদান করা হচ্ছে। তাজভীদ ও কিরাত শিখতে ও সেই অনুযায়ী কুরআনে পাক পড়তে এবং পড়ানোর জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের মধ্যে হুফফাযে কেরাম ও অন্যান্য ইসলামী ভাইদের জন্য বিভিন্ন কোর্স (যেমন মুদাররিস কোর্স, কায়দা ও নাযেরা কোর্স, তাজভীদ ও কিরাত কোর্স ইত্যাদি) ও করানো হয়ে থাকে। এছাড়া অসংখ্য মসজিদ ও বিভিন্ন স্থানে মাদরাসাতুল মদীনা বালেগানেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে সারাদিন কাজ কর্মে ব্যস্ত থাকা ইসলামী ভাইদেরকে সাধারণত ইশার নামাযের পর প্রায় ৪১মিনিট পর্যন্ত সঠিকভাবে কুরআন মজীদ পড়া শিখানো হয়, বিভিন্ন দোয়া মুখস্ত করানো হয় এবং সুন্নাতও শিখানো হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামী বোনদের জন্যও মাদারিসুল মদীনা বালেগাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। জেলখানার মধ্যেও কয়েদিদেরকে কুরআনে পাকের শিক্ষা দেয়া হয়। অনুরূপভাবে বহির্বিশ্বে বিদ্যমান হাজারো মুসলমান মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনের মাধ্যমে কুরআনে করীমের শিক্ষা গ্রহণ করছে।

আতা হো শৌক মাওলা মাদরেসে মে আনে জানে কা
খোদা ইয়া যৌক দে কুরআন পড়নে কা পড়হানে কা

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের আকাঙ্ক্ষা

হায়! ঘরে ঘরে যেনো কুরআন শিক্ষার সাড়া পড়ে যায়। হায়! প্রত্যেক সেই ইসলামী ভাই যারা সহীহ কুরআন শরীফ পড়তে পারে তারা যেনো অপর ইসলামী ভাইদের শেখানো শুরু করে দেয়। ইসলামী বোনেরাও এটাই করুন অর্থাৎ যারা সহীহভাবে পড়তে পারেন তারা অপর ইসলামী বোনদেরকে পড়ান আর যারা জানেন না তারা তাদের কাছ থেকে শিখে নিন। اِنْ شَآءَ الله এরপর তো চারিদিকে কুরআন শিক্ষার বাহার এসে যাবে আর পাঠদানকারী ও অধ্যয়নকারীদের اِنْ شَآءَ الله সাওয়াবের ভান্ডার অর্জিত হবে।

ইয়েহি হে আরযু তা'লিমে কুরআঁ আম হো যায়ে
তিলাওয়াত শৌক সে করনা হামারা কাম হো যায়ে

(নামাযের আহকাম, নামাযের পদ্ধতি, ২১২ পৃঃ)

উপস্থাপনকৃত "কিতাব" ও এই মহান ধারাবাহিকতা অর্থাৎ কুরআন শিক্ষাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া ও কুরআনে করীমকে সঠিক মাখরাজ সহকারে পড়া, পড়ানোর বিষয়ে একটি যথাসাধ্য প্রচেষ্টা। اِنْ شَآءَ الله এই কিতাবটি ইলমে তাজভীদের প্রতি আগ্রহীদের জন্য খুবই উপকারী হবে। এই কিতাবে "কাওয়ায়িদে তাজভীদ" কিরাতে ইমামে আসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনুযায়ী রেওয়াওয়াতে হাফস ও শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। ক্বারী সাহেবগণ শাস্ত্র অনুযায়ী যথাসম্ভব চেষ্টা করে এই কিতাবটি রচনা করেছেন। এই কিতাবটি দাওয়াতে ইসলামীর জ্ঞান ও গবেষণামূলক বিভাগ "আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা" ও "কিরাত নিরীক্ষণ বিভাগ" এর সমন্বয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

এই কিতাবটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের প্রচুর মাদানী ব্যস্ততার মধ্যেও সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে "ফয়যানে তাজভীদ" নামে নামকরণ করেছেন।

এই কিতাব দ্বারা বেশি থেকে বেশি পরিমাণে উপকৃত হওয়ার জন্য ১১টি মাদানী ফুল পেশ করা হচ্ছে:

★ প্রতিটি সবক মুখস্ত করে সেই অনুযায়ী হরফ আদায় করার অনুশীলন করুন। ★ যেই শব্দটি আপনার জন্য নতুন আর কঠিন হয় সেটার নিচে পেন্সিল দিয়ে চিহ্নিত করে বুঝার চেষ্টা করুন। ★ প্রতিটি কঠিন শব্দ বা লাইনের যে ভাবার্থ আপনি বুঝেছেন তা দক্ষ ক্বারী/ শিক্ষক মহোদয়ের সামনে উপস্থাপন করে শুদ্ধ করিয়ে নিন। ★ প্রতিটি সবক শ্রেণিকক্ষে আসার পূর্বে পড়ে এবং যেগুলো বোঝার সেগুলোর নিচে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে আনুন যাতে আপনি যখন সেই সবক নিজের ওস্তাদ সাহেবের কাছে পড়বেন তখন সেই কঠিন ইবারতগুলো বুঝতে পারেন। ★ ভালো থেকে ভালোভাবে মুখস্ত করতে ও ভাবার্থ ও ইবারত বুঝার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন বানিয়ে সেগুলোর পরিক্ষা করে নিন এবং শিক্ষার হালকার মধ্যে চর্চা অর্থাৎ পূনরাবৃত্তি অবশ্যই করবেন। ★ কুরআন মজীদ থেকে উদাহরণ খুঁজুন। এক একটি হরফের উপর গভীর দৃষ্টি দিন যেমন এই হরফের মাখরাজ কি, এতে কয়টি ও কি কি সিফাত পাওয়া যায় আর কোন সিফাতটি নেই, কাওয়ায়িদ ইত্যাদি বিষয়ে মনযোগ দিন। ★ প্রতিটি সবকের ব্যাপারে ব্যাখ্যা ও হরফকে সেটার মাখরাজ ও সিফাত থেকে

www.dawateislami.net

আদায় করার পদ্ধতি সম্মানিত ওস্তাদের কাছ থেকে শিখতে থাকুন। ★ যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে না আসে ওস্তাদের কাছ থেকে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করুন। ★ ওস্তাদকে অযথা ও অহেতুক প্রশ্ন করবেন না। আর না উত্তর নিতে তাড়াহুড়ো করবেন। আপনার প্রশ্নে ওস্তাদের নিরব থাকাটা আর উত্তর না দেয়াটা এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, ★ হয়তো আপনার প্রশ্নের উত্তর সামনের সবকে আসবে। ★ অথবা সেই প্রশ্নের উত্তর বুঝার সেই যোগ্যতা এখনো আপনার মধ্যে হয়নি। ★ হয়তো বা এই প্রশ্নের সাথে আপনার সবকের কোন সম্পর্ক নেই অথবা সেটার উত্তর দেয়া জরুরী নয়। ★ আপনি যেসব সবক পড়ে নিয়েছেন সেগুলো ভালোভাবে মুখস্ত করে নিবেন اِنْ شَآءَ الله এর বরকত আপনি নিজেই দেখতে পাবেন। ★ ক্লাসের পরও ওস্তাদ সাহেবের কাছ থেকে নির্দেশনা নিতে থাকুন এবং যেই কিতাবাদি আপনি ক্লাসে পড়েছেন সেগুলো পড়তে ও পড়াতে থাকুন। যদি আপনি অধ্যয়ন করা ছেড়ে দেন তবে "কাওয়াদে তাজভীদ" মনে রাখা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে।

মাদানী অনুরোধঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের এই কিতাবটিতে যেই সৌন্দর্যতা ও বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হবে তা কুরআনের ফয়যান ও শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আর যেখানে কোন ভুলত্রুটি হবে তা আমাদের অবহেলার কারণে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ ও শাস্ত্রবীদদের নিকট দ্বীনি অনুরোধ হলো যদি কোন শরয়ী, শাস্ত্রীয় বা লেখার ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হয় তবে মেইলের মাধ্যমে অথবা লিখিতভাবে জানিয়ে আমাদের সহযোগিতা করবেন, اِنْ شَآءَ الله ভবিষ্যতে সংযুক্তিকরণে শুদ্ধ করে নেয়া হবে।

www.dawateislami.net

আল্লাহর পাকের নিকট দোয়া হলো তিনি যেন শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রদত্ত মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله" অনুযায়ী নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের উপর আমল করার ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টার জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হতে থাকার তাওফিক দান করেন এবং দাওয়াতে ইসলামীর সকল বিভাগ ও মজলিসকে উত্তরোত্তর উন্নতি দান করেন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা

মজলিস ও কিরাত নিরীক্ষণ মজলিস

দাওয়াতে ইসলামী

www.dawateislami.net

শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীদের সুসম্পর্ক কিভাবে গড়ে উঠবে?

ওস্তাদ ও শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক খুবই পবিত্র হয়ে থাকে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের উচিত তারা যেনো নিম্নোল্লেখিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখে:

আ'লা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নির্ভরযোগ্য কিতাবের ব্যাপারে ওস্তাদের অধিকারসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আলিমের অজ্ঞের উপর আর ওস্তাদের শিষ্যের উপর এক সমান হক রয়েছে আর তা হলো:

★ তাঁর আগে কথা শুরু না করা। ★ তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর আসনে না বসা। ★ হাঁটার সময় তাঁর আগে অগ্রসর না হওয়া। ★ নিজের সম্পদ থেকে যেকোন জিনিস ওস্তাদের হক আদায়ে কৃপণতা না করা অর্থাৎ যা কিছু তাঁর প্রয়োজন হয় খুশিমনে তা পেশ করা এবং তিনি কবুল করাতে তাঁর অনুগ্রহ ও নিজের সৌভাগ্য মনে করা। ★ তাঁর হককে নিজের মা-বাবা ও সমস্ত মুসলমানের আগে মনে করা। ★ আর যদি তাঁর কাছ থেকে একটি অক্ষরও পড়ে থাকেন তবুও তাঁর সামনে বিনয়তা প্রকাশ করুন। ★ যদি সে ঘরের ভিতর থাকে বাহির থেকে দরজা করাঘাত করবেন না, বরং স্বয়ং নিজে তিনি বাহিরে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। ★ যার দ্বারা তার ওস্তাদ কোন প্রকার কষ্ট পেয়েছে সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে।

শিক্ষার্থীর উচিত নিজের শিক্ষকের সামনে বিশেষ করে অন্যান্য মুসলমানদের সামনে সাধারণত সত্যই বলা। অন্যান্য শিক্ষকদেরও সম্মানের দিকে খেয়াল রাখা, এমন যেনো না হয় যে, শুধুমাত্র ঐসব ওস্তাদদের সম্মান করা যারা ক্লাস নেয়। **(কামিয়াব ত্বালিবে ইলম কওন? ৫৮, ৫৯ পৃ:)**

www.dawateislami.net

আশিকে কুরআনের কেমন শান

হযরত সায়্যিদুনা সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন একবার খতমে কুরআনে পাক আদায় করতেন। তিনি সর্বদা দিনে রোযা রাখতেন আর পুরো রাত কিয়াম (ইবাদত) করতেন, যেই মসজিদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করতেন সেটাতে দুই রাকাত (তায়্যিয়াতুল অযু) অবশ্যই পড়তেন। নিয়ামত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমি জামে মসজিদের প্রতিটি স্তম্ভের পাশে কুরআনে পাকের খতম আদায় ও আল্লাহ পাকের দরবারে কান্নাকাঁটি করেছি। নামায ও তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিশেষ ভালোবাসা ছিলো, তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপর এমন দয়া হয়েছে যে, ঈর্ষা চলে আসে, যেমন ওফাতের পর দাফনের মধ্যখানে হঠাৎ একটি ইট পিছলে ভিতরে চলে গেলো, লোকেরা ইট নেয়ার জন্য যখন ঝুঁকলো তখর এটা দেখে অবাক হয়ে গেলো যে, তিনি কবরে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করছেন! তাঁর পরিবারের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তাঁর শাহজাদী সাহেবা বললেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতিদিন দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ পাক! যদি তুমি কাউকে ওফাতের পর কবরে নামায পড়ার সৌভাগ্য দান করে থাকো তবে আমাকেও সেই সৌভাগ্য নসীব করো।" বর্ণিত আছে: যখনই লোকেরা হযরত সাবিত বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযারে আনওয়ারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে তখন কবরে আনওয়ার থেকে কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পায়।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৩৬২-৩৬৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

ফয়যানে তাজভীদ

সবক নং: ১

তাজভীদের প্রাথমিক জরুরী বিষয়াদি

যেকোন ইলম বা বিষয় শুরু করার পূর্বে এসব বিষয়াদি জানা জরুরী: ইলমের নাম, সেটার সংজ্ঞা, বিষয়, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, বিধান ও উপকারিতা যাতে এই ইলম অর্জনকারী শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সেই ইলম করা সহজ হয়ে যায়। সুতরাং তাজভীদের প্রাথমিক জরুরী বিষয়াদি বর্ণনা করা হচ্ছে।

তাজভীদের সংজ্ঞা

তাজভীদের আভিধানিক অর্থ:

"اَلتَّحْسِيْنُ وَالْاِتْيَانُ بِالْجَيِّد" "সজ্জিত করা, সুন্দর করা এবং কোন কাজকে সুচারুরূপে করা।

তাজভীদের পারিভাষিক অর্থ:

"هُوَ عِلْمٌ يُّبْحَثُ فِيْهِ عَنْ مَّخَارِجِ الْحُرُوْفِ وَصِفَاتِهَا وَعَنْ طُرُقِ تَصْحِيْحِ الْحُرُوْفِ وَتَحْسِيْنِهَا" অর্থাৎ "ইলমে তাজভীদ" হলো সেই ইলমের নাম যেটার মধ্যে

www.dawateislami.net

হুরুফের মাখরাজ ও সেগুলোর সিফাত এবং হরুফের শুদ্ধিকরণ (সঠিক আদায়) ও সুন্দর করার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়ে থাকে।

ইলমে তাজভীদের বিষয়

ইলমে তাজভীদের বিষয় হলো "হুরুফে তাহাজ্জী"। "আলিফ" থেকে শুরু করে "ইয়া" পর্যন্ত সমস্ত হুরুফ যার সংখ্যা উনত্রিশটি।

ইলমে তাজভীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইলমে তাজভীদের "উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য" হলো, কুরআন মজীদকে আরবি বাচন ভঙ্গিতে তাজভীদ সহকারে সঠিকভাবে পাঠ করা এবং ভুল ও অশুদ্ধ উচ্চারণ থেকে বিরত থাকা। আর যদি এসব বিষয়াদি আদায় করার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে তবে উভয় জাহানের সফলতার মাধ্যম হবে।

ইলমে তাজভীদের বিধান

তাজভীদের জ্ঞান অর্জন করা ফরযে কিফায়া এবং কুরআন মজীদ তাজভীদ সহকারে পাঠ করা "ফরযে আইন।" হযরত আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ثُمَّ هٰذَا الْعِلْمُ لَا خِلَافَ فِيْ اَنَّهٗ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَّ الْعَمَلُ بِهٖ فَرْضُ عَيْنٍ এই জ্ঞান অর্জন করা বিনা মতানৈক্যে "ফরযে কিফায়া" আর সেটা অনুযায়ী আমল করা (অর্থাৎ তাজভীদ সহকারে পাঠ করা) "ফরযে আইন।" আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এতটুকু তাজভীদ (শেখা) যে, প্রতিটি হরফ অন্য হরফ থেকে পৃথক হয় "ফরযে আইন"। এটা ব্যতীত নামায অকাট্যভাবে বাতিল। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩/২৫৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

প্রশ্ন সবক নং ১

(১) যেকোন ইলম বা বিষয় শুরু করার পূর্বে কোন কোন বিষয়গুলো জানা জরুরী?

(২) তাজভীদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(৩) ইলমে তাজভীদের বিষয় কী?

(৪) ইলমে তাজভীদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী?

(৫) তাজভীদের শরয়ী বিধান ব্যাখ্যা সহকারে আলোচনা করুন?

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ফখরুদ্দীন আরসাবন্দী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মরু শহরের সবচেয়ে বড় ইমামের আসনে আসীন ছিলেন এবং সেই সময়ের বাদশাহ তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। তিনি বলতেন যে "আমার এই মর্যাদা আমার ওস্তাদের খেদমত করার কারণে মিলেছে আমি আমার ওস্তাদের খেদমত করতাম এমনকি আমি তাঁর জন্য ৩ বছর পর্যন্ত খাবার রান্না করেছি এবং ওস্তাদের সম্মান বজায় রাখতে কখনো সেই খাবার থেকে একটুও আহার করিনি।" (রাহে ইলম, ৩১ পৃ:)

www.dawateislami.net

সবক নং ২:

কুরআনে পাককে তাজভীদ সহকারে পড়ার গুরুত্ব

কুরআন মজীদ, ফুরকানে হামীদ আল্লাহ পাকের সেই সর্বশেষ ও পরিপূর্ণ কিতাব যা আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। এটা সেই পবিত্র কিতাব যেটা পথহারা মানুষদেরকে সঠিক রাস্তা দেখিয়েছে এবং অসংখ্য খোদাদ্রোহী ও রাসূলদ্রোহী এই কালামের বদৌলতে ইসলাম কবুল করে জগতের মহান পথপ্রদর্শক হয়ে গেছেন। এটাই হলো সেই আসমানি সহিফা, যেটার কোটি কোটি হাফিয রয়েছে। কুরআনে মজীদই সেই স্পষ্ট কিতাব যেটা প্রত্যেক প্রকারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা ব্যতীত বিদ্যমান রয়েছে। এটাকে দেখা, স্পর্শ করা, পাঠ করা ইবাদত। এটার উপর আমল করা উভয় জাহানের সৌভাগ্য ও সফলতার মাধ্যম। কিন্তু আফসোস! বর্তমান মুসলমান এই নশ্বর দুনিয়ায় নিজের দুনিয়াবি উন্নতি ও সুখের জন্য নতুন নতুন জ্ঞান ও বিজ্ঞান শেখার, শেখানোর মধ্যে সর্বক্ষণ মশগুল থাকতে দেখা যায় পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের নাযিলকৃত কুরআনে পাক পড়ার, শেখার, অনুধাবন করার ও সেটার উপর আমল করার ক্ষেত্রে উদাসীন ও অবহেলার শিকার। অথচ এটার শিক্ষার গুরুত্বের ব্যাপারে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

(১) "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ" তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে যে কুরআন (নিজে) শিখে ও অপরকে শেখায়। হযরত সায়্যিদুনা আবু

www.dawateislami.net

আব্দুর রহমান সুলামা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদে কুরআনে পাক পড়াতেন আর বলতেন: এই হাদীসে মুবারকাটি আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছে। (বুখারী, কিতাবুল ফাযায়িলিল কুরআন, বাবু খইরুকুম মান তায়াল্লামাল কুরআনা ওয়াআল্লামাহু, ৩/৪১০ পৃ:, হাদীস: ৫০২৭)

ইলাহী খুব দে দে শৌক কুরআঁ কি তিলাওয়াত কা
শরফ দে গুম্বদে খাযরা কে সায়ে মে শাহাদাত কা

(২) "اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ" সর্বোত্তম ইবাদত হলো কুরআন তিলাওয়াত। (মু'জামুস সাহাবাতি লি ইবনিল ক্বানি',বাবুল আলিফ, ১/৫৬ পৃ:, হাদীস: ৫১)

(৩) "مَنْ قَرَءَ مِنَ الْقُرْاٰنِ حَرْفًا فَلَهٗ عَشْرُ حَسَنَاتٍ" যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের একটি হরফ পাঠ করলো তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে। (মুসনাদুর রুয়ানী, মুসনাদু আউফ বিন মালিকুল আশজায়ী, ১/৩৯৭ পৃ:, হাদীস: ৬০৫)

(৪) "مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَهٗ وَأَخَذَ بِمَا فِيْهِ كَانَ لَهٗ شَفِيْعاً" যে (ব্যক্তি) কুরআন মজীদ শিখলো আর যা কিছু কুরআনে পাকে রয়েছে তার উপর আমল করলো, কুরআন শরীফ তার জন্য সুপারিশ করবে এবং তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। (আল মু'তালিফ ওয়াল মুখতালিফ লিদদারে কুতনী, বাবুল খা, ২/৮৩০ পৃ:)

তাজভীদের বিপরীত কুরআন পড়ার পরিণাম

কুরআন শিক্ষার ফযিলতের উপর অসংখ্য হাদীসে মুবারকা কিতাবের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন, এই ফযিলত ও সাওয়াব তখন অর্জিত হতে পারে যখন কুরআনে করীমকে শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণ এবং সহীহ মাখরাজ সহকারে পড়া হবে। কেননা ভুল পদ্ধতিতে পড়া সাওয়াবের পরিবর্তে শাস্তি ও আযাবের কারণ। যেমন;

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: رُبَّ قَارِیٍ لِّلۡقُرۡاٰنِ وَالۡقُرۡاٰنُ یَلۡعَنُہٗ, কুরআনের অনেক পাঠক রয়েছে যে, (অশুদ্ধ পড়ার কারণে) কুরআন তাদের উপর অভিশাপ দেয়। **(ইহয়াউল উলুমিদ্দীন, কিতাবে আদাবু তিলাওয়াতুল কুরআন, বাবুল আওয়াল, ফি যামে তিলাওয়াতিল গাফিলিন, ১/৩৬৪)**

ইলমে তাজভীদের গুরুত্বের উপর আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ 'র বাণী

আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: "এতটুকু তাজভীদ (শেখা) যে, প্রতিটি হরফ অন্য হরফ থেকে পৃথক করা যায় ফরযে আইন। এটা ব্যতীত নামায অকাট্যভাবে বাতিল হয়ে যাবে। সাধারণ লোকদের কথা তো বাদ দিন বিশেষ লোকদের মধ্যে কয়জন লোক এই ফরযের উপর আমল করে। আমি স্বচক্ষে দেখেছি এবং নিজের কানে শুনেছি, কাদেরকে? ওলামাদের, মুফতিদের, মুদাররিসদের, লিখকদেরকে قُلۡ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ এর মধ্যে اَحَد কে اَھَد পড়তে আর সূরা মুনাফিকুনের মধ্যে یَحۡسَبُوۡنَ کُلَّ صَیۡحَۃٍ عَلَیۡھِمۡ এর মধ্যে یَعۡسَبُوۡنَ পড়ে, ھُمُ الۡعَدُوُّ فَاحۡذَرۡھُمۡ এর স্থলে فَاعۡذَرۡ পড়তে, وَھُوَ الۡعَزِیۡزِ এর স্থলে وَھُوَ الۡعَزِیۡزِ পড়তে। বরং এক ব্যক্তিকে আলহামদু শরীফের মধ্যে صِرَاطَ الَّذِیۡنَ এর স্থলে صِرَاطَ الَّظِیۡنَ পড়তে শুনেছি। কার কার অভিযোগ করবেন? আকাবিরদের এই অবস্থা অতঃপর সাধারণ লোকেরা কোন গণনায় আসবে? এখন কি শরীয়ত তাদের উদাসীনতার কারণে নিজের বিধান রহিত করে দিবে? নয় নয়। اِنِ الۡحُکۡمُ اِلَّا لِلّٰہِ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হুকুম নেই তবে আল্লাহর।)

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৩/২৫৩, কিছুটা পরিবর্তন সহকারে)

www.dawateislami.net

যে (ব্যক্তি) হুরুফ শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে না সে কি করবে?

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ৪৯৯ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "নামাযের আহকাম" এ রয়েছে: যে ব্যক্তি হুরুফ সহীহভাবে আদায় করতে পারে না তার জন্য কিছুক্ষণ শিখে নেয়া যথেষ্ট নয় বরং আবশ্যক হলো সেগুলো শেখার জন্য তাকে রাতদিন চেষ্টা করতে থাকা আর সহীহ তিলাওয়াতকারীদের পেছনে নামায পড়া, সম্ভব হলে ফরয হলো (তাদের) পেছনে নামায আদায় করা, অথবা ঐসব আয়াত পড়া যেগুলোর হুরুফ সে শুদ্ধ করে আদায় করতে পারে আর এই উভয় পদ্ধতি সম্ভব না হলে চেষ্টা অব্যাহত থাকা অবস্থায় তার নামায হয়ে যাবে। আজকাল অনেক লোক এই রোগের মধ্যে ভুগছে যে, না তারা সহীহভাবে কুরআন পড়তে পারে আর না শেখার চেষ্টা করে। মনে রাখবেন! এইভাবে নামায বিনষ্ট হয়ে যায়। (নামাযের আহকাম, নামাযের পদ্ধতি, ২১০ পৃ:)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাণী

আপনি হয়তো কিরাতের গুরুত্ব খুবই ভালো করে অনুধাবন করেছেন। "আসলেই সেই মুসলমান বড়ই হতভাগা যে সহীহভাবে কুরআন শরীফ পড়তে পারে না।" (নামাযের আহকাম, নামাযের পদ্ধতি, ২১১ পৃ:)

পনের শতাব্দির মহান ইলমী ও রুহানী ব্যক্তিত্ব, আশিকে আ'লা হযরত, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ফিতনা ফ্যাসাদের এই যুগে নেকী করার ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার পদ্ধতি সম্বলিত শরীয়ত ও তরিকতের সমষ্টি "নেক আমল"

www.dawateislami.net

এর পুস্তিকা প্রশ্নাকারে প্রদান করেছেন। তাঁর দানকৃত ৭২টি নেক আমলের মধ্য হতে নেক আমল নম্বর (৬৪, ৭০) এর আলোকে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে নিন।

নেক আমল নম্বর ৬৪: আপনি কি আযান ও তার পরের দোয়া, কুরআন শরীফের শেষের দশটি সূরা, দোয়ায়ে কুনূত, আত্তাহিয়্যাতু, দরূদে ইব্রাহীম এবং যেকোন একটি দোয়ায়ে মা'সূরা, এসবকিছু মাখরাজ সহকারে সঠিক হুরুফ উচ্চারণ সহকারে মুখস্ত করে নিয়েছেন?

নেক আমল নম্বর ৭০: আপনি কি মাখরাজ সহকারে হুরুফের সঠিক উচ্চারণ আদায়ের সাথে কমপক্ষে একবার কুরআন নাযেরা খতম করে নিয়েছেন? আর এটাকে এই বছর পূনরাবৃত্তি করে নিয়েছেন?

প্রশ্নাবলি সবক নং ২

(১) কুরআন মজীদের ফযিলতের উপর হাদীসে মুবারকা অনুবাদসহ বলুন?
(২) কুরআন মজীদ তাজভীদ ব্যতীত পাঠ করার পরিণাম বর্ণনা করুন?
(৩) কতটুকু তাজভীদ শেখা ফরযে আইন?
(৪) যে সঠিকভাবে হরফসমূহ আদায় করতে পারে না সে কি করবে?

www.dawateislami.net

সবক নং ৩:

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইলমে তাজভীদের প্রমাণ

কুরআন মজীদে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِیْلًا

(পারা: ২৯, সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কুরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলিউল মুরতাদ্বা, শে'রে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে "তারতীল মানে কি? তিনি বললেন: "تَجْوِیْدُ الْحُرُوْفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوْفِ" তারতীল হলো হরফ সমূহকে ভালোভাবে (মাখরাজ ও সিফাত সহকারে) আদায় করা এবং ওয়াকফের জায়গাগুলো জানার নাম।

(শরহে তাইবাতুন নাশরি ফিল কিরাআত লি ইবনিল জাযারী, মাবহাছুত তাজভীদ, ২৪ পৃ:)

আল্লাহ পাক বলেন:

اَلَّذِیْنَ اٰتَیْنٰهُمُ الْكِتٰبَ یَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ

(পারা: ১, সূরা বাকারা, আয়াত: ১২১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা যেমনি উচিত, তা পাঠ করে।

তাফসীরে জালালাইন শরীফে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে: "اَیْ یَقْرَءُوْنَه كَمَا اُنْزِلَ" অর্থাৎ তারা সেটাকে এমনভাবে পাঠ করে যেমনটি সেটাকে অবতীর্ণ করা হয়েছে।

(তাফসীরে জালালাইন মাআ হাশিয়া আনওয়ারুল হারামাইন, বাকারা, আয়াতের পাদটিকা: ১২১, ১/৫৮)

www.dawateislami.net

হাদীসে মুবারকা থেকে প্রমাণিত

হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন সাবিত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنۡ يُّقۡرَءَ الۡقُرۡاٰنُ كَمَا اُنۡزِلَ" নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক পছন্দ করেন কুরআনকে সেইভাবে পাঠ করা হোক যেভাবে সেটাকে নাযিল করা হয়েছে।

(আল জামেউস সগীর, হারফুল হামযা, ১১৭ পৃ:, হাদীস: ১৮৯৭)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হতে বর্ণিত, রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: "اَلۡمَاهِرُ بِالۡقُرۡاٰنِ مَعَ السَّفَرَةِ الۡكِرَامِ الۡبَرَرَةِ" কুরআনে করীমকে দক্ষতার সাথে পাঠকারী অনেক সম্মানিত ও নৈকট্যশীল ফেরেশতাদের সাথে থাকবে।

(মুসলিম, কিতাবুস সালাতিল মুসাফিরিন, বাবু ফদলুল মাহির ফিল কুরআন, ৪০০ পৃ:, হাদীস: ৭৯৮)

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেন: "اِقۡرَءِ والۡقُرۡاٰنَ بِلُحُوۡنِ الۡعَرَبِ وَاَصۡوَاتِهَا" "কুরআনে পাককে আরবদের বাচন ভঙ্গি এবং তাদের সুরে পড়ো।

(নাওয়াদিরুল উসুল, আল আসলুল খামিস ওয়াল খামসুন ওয়াল মিয়াতান, ২/১০৪২ পৃ:, হাদীস: ১৩৪৫)

ইলমে তাজভীদের ব্যাপারে ইমাম জাযারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কবিতা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জাযারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর কিতাব "আল মুকাদ্দামাতুল জুযারিয়াত" এ বলেন:

وَالۡاَخۡذُ بِالتَّجۡوِيۡدِ حَتۡمٌ لَّازِم

مَنۡ لَّمۡ يُجَوِّدِ الۡقُرۡاٰنَ اٰثِم

www.dawateislami.net

তাজভীদের জ্ঞান অর্জন জরুরী ও আবশ্যক, যে কুরআনে করীম তাজভীদ সহকারে পড়ে না সে গুনাহগার।

لِاَنَّهٗ بِهِ الْاِلٰهُ اَنْزَلَا

وَهٰكَذَا مِنْهُ اِلَيْنَا وَصَلَا

এজন্য যে, কুরআনকে আল্লাহ পাক তাজভীদ সহকারে অবতীর্ণ করেছেন আর এইভাবে (অর্থাৎ তাজভীদ সহকারে) আল্লাহ পাকের কাছ থেকে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। (আল মুকাদ্দামাতুল জুযারিয়াত, বাবুত তাজভীদ, ৩ পৃ:)

অন্য এক জায়গায় ইরশাদ করেন:

اِذْ وَاجِبٌ عَلَيْهِم مُحَتَّم

قَبْلَ الشُّرُوْعِ اَوَّلَا اَنْ يَّعْلَمُوْا

কুরআন মজীদ পাঠকারীদের উপর এই বিষয়টি ফরয যে, কুরআনে করীমের কিরাত শুরু করার পূর্বে জেনে নেয়া।

مَخَارِجَ الْحُرُوْفِ وَالصِّفَاتِ

لِيَلْفِظُوْا بِاَفْصَحِ اللُّغَاتِ

হুরুফে তাহাজ্জীর মাখরাজ ও সিফাত যাতে সে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করতে পারে। (আল মুকাদ্দামাতুল জুযারিয়াত, মানজুমাতুল মুকাদ্দামাত, ১ পৃ:)

হুরুফ সহীহভাবে উচ্চারণ করা ফরযে আইন ও তাজভীদ অস্বীকার করা কুফরি

আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিঃসন্দেহে এতটুকু তাজভীদ যা দ্বারা হুরুফ সহীহভাবে উচ্চারিত হয় এবং ভুল উচ্চারণ থেকে বাঁচা যায় তা

www.dawateislami.net

"ফরযে আইন"। বাযারিয়া ইত্যাদিতে রয়েছে "اَللَّحْنُ حَرَامٌ بِلَا خِلَافٍ" (লাহন সকলের দৃষ্টিতে হারাম) যারা এটাকে বিদআত বলে তারা যদি অজ্ঞ হয় তবে বুঝিয়ে দিবেন আর জেনে বুঝে (তাজভীদ ফরয হওয়াকে জানার পরও যদি) বলে তবে কুফর কেননা ফরযকে বিদআত বলছে।

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/৩৪৩ পৃ:)

অপর এক স্থানে আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: তাজভীদ কুরআনে পাকের অকাট্য দলিল ও আখবার (হাদীসে) মুতাওয়াতিরা সায়্যিদুল ইনস ওয়াল জান عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ও সাহাবী ও তাবেয়ী নে কেরামদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِين ঐক্যমতে সত্য ও ওয়াজিব এবং ইলমে দ্বীন শরয়ী ইলাহী। قَالَ اللهُ تَعَالٰى (অর্থাৎ পাকের বাণী)

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

(পারা: ২৯, সূরা মুযযাম্মিল, আয়াত: ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কুরআন খুব থেমে থেমে পাঠ করুন।

সুতরাং এটাকে সাধারণত মিথ্যা বলা কুফরি বাক্য, والعیاذ باللہ تعالٰی। হ্যাঁ যে না বুঝে কোন নির্দিষ্ট কায়দাকে অস্বীকার করে (তবে) সে সেটার ব্যাপারে অজ্ঞ তাকে অবগত ও সতর্ক করে দেয়া দরকার। وَاللهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ

(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/৩২২)

জানা গেলো ইলমে তাজভীদ হক, ওয়াজিব ও পবিত্র শরীয়তের ইলম। "তাজভীদ" কুরআনে করীমের অকাট্য দলিল, হাদীসে মুতাওয়াতিরা, তাবেয়ী ন ও আয়িম্মায়ে কেরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) এর ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত।

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক ৩

(১) তাজভীদের প্রমাণ কি কুরআন ও হাদীসে রয়েছে, বর্ণনা করুন?

(২) আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তারতীলের অর্থ কি বয়ান করেছেন?

(৩) তাজভীদের ব্যাপারে আল্লামা জাযারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর কবিতাগুলো অনুবাদসহ বর্ণনা করুন?

(৪) আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাজভীদ অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে কি বলেছেন?

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম জা'ফর সাদিক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরি رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কে বললেন "নিজের কার্যাদির ব্যাপারে ঐসব লোকদের সাথে পরামর্শ করো যারা খোদাভীতি সম্পন্ন।" (রাহে ইলম, ২৪ পৃ:)

www.dawateislami.net

সবক নং ৪:

কুরআনে পাককে সুন্দর সুর দিয়ে পড়ার গুরুত্ব

কুরআনে মজীদ, ফুরকানে হামীদকে সুন্দর আওয়াজে পড়া আমরে যায়িদ মুসতাহসান (পছন্দনীয়, ভালো) কাজ। কুরআনে করীমকে সুন্দর সুর দিয়ে পাঠ করার দ্বারা কুরআন পাঠের সৌন্দর্য আরও বেড়ে যায়। তবে স্মরণ রাখবেন, সুন্দর সুর দ্বারা তাজভীদের কায়দা যেনো বিকৃত না হয় কেননা এমন সুর যা দ্বারা তাজভীদের কায়দা বিকৃত সেটা নিষেধ। লাহনে খফি হয়ে হলে মাকরুহ আর যদি লাহনে জলি হয় তবে হারাম। পাঠকারী ও শ্রবণকারীদের একই বিধান। **(ফাওয়ায়িদে মক্কীয়া, ২৩ পৃ:)**

সুন্দর আওয়াজে কুরআনে করীম পাঠ করার ব্যাপারে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী পেশ করা হচ্ছে:

(১) রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "زَيِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ" কুরআনকে নিজেদের আওয়াজ দ্বারা সৌন্দর্যমন্ডিত করো। **(আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবু ইসতিহবাবিত তারতীল ফিল কিরাত, ২/১০৫ পৃ:, হাদীস: ১৪৬৮, বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু ক্বওলুন নবী, আল মাহির বিল কুরআন মাআল কারামুল বারিরা, ৪/৫৯২ পৃ:)**

(২) নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ وَّحِلْيَةُ الْقُرْاٰنِ حُسْنُ" প্রতিটি জিনিসের জন্য অলংকার রয়েছে আর কুরআনে করীমের অলংকার হলো সুন্দর সুর (এ সেটাকে তিলাওয়াত করা)। **(আল মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৩৯ পৃ:, হাদীস: ৭৫৩১)**

(৩) হযরত সায়্যিদুনা বারা বিন আযিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "حَسِّنُوا الْقُرْاٰنَ بِاَصْوَاتِكُمْ فَاِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْاٰنَ حُسْناً" কুরআনে করীমকে নিজেদের আওয়াজ দ্বারা সুন্দর

www.dawateislami.net

করে পাঠ করো কারণ সুন্দর সুর কুরআনের সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করে। (দারামী, কিতাবু ফাযায়িলিল কুরআন, বাবুত তাগাননী বিল কুরআন, ২/৫৬৫ পৃ:, হাদীস: ৩৫০১)

(৪) হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "لَیۡسَ مِنَّا مَنۡ لَّمۡ یَتَغَنَّ بِالۡقُرۡاٰنِ" যে কুরআন মজীদকে সুন্দর সুর দিয়ে পাঠ করে না সে আমাদের দলভূক্ত নয়। (বুখারী, কিতাবুত তাওহীদ, বাবু ক্বওলুল্লাহ, ৪/৫৮৬ পৃ:, হাদীস: ৭৫২৭)

তিলাওয়াতের সুবাসিত মাদানী ফুল

★ আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রতিদিন সকালে কুরআন মজীদ চুম্বন করতেন আর বলতেন: "এটি আমার রবের অঙ্গীকার ও তাঁর কিতাব।"

★ কুরআন মজীদ পাঠ করার পূর্বে মিসওয়াক করে নিন কেননা মিসওয়াক হরফসমূহ পরিপূর্ণ আদায়ের ক্ষেত্রে ও মুখের পবিত্রতার জন্য অনেক উপকারী।

★ তিলাওয়াতের শুরুতে তাআ'উয পাঠ করা মুস্তাহাব ও সূরার শুরুতে بِسۡمِ اللّٰہ বলা সুন্নাত, নতুবা মুস্তাহাব।

★ অযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে, উত্তম কাপড় পরিধান করে (সুগন্ধি লাগিয়ে) তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। হযরত ইমাম শাফেয়ী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ভালো সুগন্ধি লাগানোর দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

★ কুরআন মজীদ দেখে পড়াটা মুখস্ত পড়ার চেয়ে উত্তম কেননা এর দ্বারা পড়া ও দেখা এবং হাত দ্বারা স্পর্শ করা হয় আর এসব কাজ ইবাদত।

★ কুরআন মজীদ অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা উচিত যদি ভালো কণ্ঠ না হয় তবে ভালো কণ্ঠ বানানোর চেষ্টা করুন। তবে লাহন সহকারে

www.dawateislami.net

পড়া যে, হরফ সমূহের মধ্যে কম বা বেশি হয়ে যায় যেমন গায়করা করে থাকে এটা নাজায়িয বরং পড়ার ক্ষেত্রে তাজভীদের কায়দার প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

★ কুরআন মজীদ উঁচু আওয়াজে পড়া উত্তম তবে কোন নামাযী বা অসুস্থ ব্যক্তি অথবা ঘুমন্ত ব্যক্তির যেনো কষ্ট না হয়।

★ গোসলখানা ও অপবিত্র স্থানে কুরআন মজীদ পাঠ করা নাজায়িয।

★ তিলাওয়াত করার সময় যদি কোন ধর্মীয় সম্মানিত ব্যক্তি যেমন ইসলামী বাদশাহ বা আলীমে দ্বীন অথবা পীর সাহেব বা পিতা আগমন করেন তবে তিলাওয়াতকারী তাঁদের সম্মানার্থে দাড়াতে পারবে।

★ কুরআন মজীদ জুযদান ও গিলাফের মধ্যে রাখাটা হলো আদব, সাহাবী ও তাবেয়ী নগণের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ اَجۡمَعِین যুগে এটার উপর মুসলমানদের আমল ছিলো।

★ কুরআনে করীমের খতম আদায় করার পর দোয়া করা উচিত কারণ তখন দোয়া কবুল হয়ে থাকে।

★ যখন কুরআনে পাক খতম হয় তখন তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করা উত্তম যদিওবা তারাবীর মধ্যে হয় অবশ্য যদি ফরয নামাযের মধ্যে খতম করা হয় তবে একবারের চেয়ে বেশি পড়বে না।

(তিলাওয়াতের ফযিলত, ১৬ পৃঃ)

কুরআনে পাকের খতমের পদ্ধতি হলো, সূরা নাস পড়ার পর সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারা থেকে "وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۵﴾" পর্যন্ত পাঠ করা এবং সেটার পর দোয়া করা এটি সুন্নাত। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, নবীয়ে পাক, হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন "قُلۡ اَعُوۡذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿۱﴾" পড়তেন তখন সূরা ফাতিহা শুরু করে দিতেন

www.dawateislami.net

এরপর সূরা বাকারার শুরু থেকে "وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾" পর্যন্ত পড়তেন অতঃপর খতমে কুরআনের দোয়া পাঠ করে দাঁড়াতেন। (তিলাওয়াতের ফযিলত, ১৬ পৃঃ)

মাদানী মাশওয়ারা

প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ আয়াত কুরআনে পাক তিলাওয়াত (অনুবাদ ও তাফসীরসহ) এর নেক আমলের উপর আমল করুন اِنْ شَآءَ الله এর বরকত আপনি স্বয়ং নিজেই দেখতে পাবেন।

তিলাওয়াতের আরও বিস্তারিত বিধান জানার জন্য "তিলাওয়াতের ফযিলত" পুস্তিকাটি অধ্যয়ন করুন।

"কানযুল ঈমান" হে খোদা! হায় আমি যদি! প্রতিদিন পড়তাম এটাকে, আর পড়ে এটার উপর আমল করতাম।

প্রশ্নাবলি সবক নং ৪

(১) সুন্দর কণ্ঠে কুরআন পাঠ করার বিধান বলুন?

(২) সুন্দর সুরে কুরআন মজীদ পাঠ করা কখন মাকরুহ ও কখন হারাম? ব্যাখ্যা সহকারে বর্ণনা করুন।

(৩) সুন্দর কণ্ঠের গুরুত্বের উপর কোন একটি হাদীসে মুবারকা অনুবাদসহ বর্ণনা করুন?

(৪) তিলাওয়াতের আদব থেকে যেকোনো তিনটি মাদানী ফুল পেশ করুন?

(৫) খতমে কুরআনের সুন্নাত পদ্ধতি বর্ণনা করুন?

একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কথা "যে ব্যক্তি কোন ইলমী কথাকে হাজারবার শোনার পরও সেটার এমন সম্মান করলো না যেমন সম্মান সে এই মাসআলাটিকে প্রথমবার শোনার সময় করেছিলো তাহলে এমন ব্যক্তি জ্ঞানের যোগ্য নয়।"

www.dawateislami.net

সবক নং ৫:

প্রয়োজনীয় পরিভাষা

(১) ইসতিআ'যা: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ পাঠ করা

(২) বাসমালা: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া

(৩) লাহন: তাজভীদের কায়দার পরিপন্থি পড়া

(৪) হুরুফ: আলিফ থেকে শুরু করে ইয়া পর্যন্ত সমস্ত হুরুফ যেগুলোর সংখ্যা ২৯টি সেগুলোকে "হুরুফে তাহাজ্জী" বলা হয় ।

(৫) হুরুফে মুতাশাব্বা: ঐসব হুরুফ যেগুলোর আকৃতি একটার অপরটার সাথে মিলে শুধুমাত্র নুকতার পার্থক্য রয়েছে যেমন ب, ت

(৬) হুরুফে গায়রে মুতাশাব্বা: ঐসব হুরুফ যেগুলোর আকৃতি একটার অপরটার সাথে মিলে না যেমন ب, ج

(৭) হুরুফে করীবুস সউত: ঐসব হুরুফ যেগুলোর আওয়াজ একটার অপরটার সাথে মিলে যেমন (ت, ط) (ث, س, ص) (ذ, ز, ظ) (ض, د) (ح, ه) (ع, ء) (ق, ك)

(৯) হুরুফে বয়ীদুস সউত: যেগুলোর আওয়াজ অন্য হরফের সাথে মিলে না যেমন ح, د, ج

(৯) হুরুফে মু'জামা বা মানকুতা: নুকতা ওয়ালা হুরুফ যেমন ب, ج

(১০) হুরুফে মুহমালা বা গায়রে মানকুতা: যেগুলোতে নুকতা থাকে না যেমন ح, د, ر

(১১) হুরুফে ফাওক্বানী: ঐসব হুরুফ যেগুলোর উপর নুকতা থাকে যেমন ت, خ

www.dawateislami.net

(১২) হুরুফে তাহতানী: ঐসব হুরুফ যেগুলোর নিচে নুকতা থাকে যেমন ب

(১৩) হুরুফে মুতাওয়াসসিতা: ঐসব হুরুফ যেগুলোর মাঝখানে নুকতা থাকে যেমন ج

(১৪) হরকত: যবর...যের...পেশ...থেকে প্রত্যেকটিকে "হরকত" বলে। হরকতের বহুবচন হলো হারাকাত। যবর ও পেশ হরফের উপরে আর যের হরফের নিচে থাকে। এই তিনটির উদহারণ নিম্নে উল্লেখিত শব্দে রয়েছে خُلِقَ

(১৫) মুতাহাররিক: যেই হরফের উপর হরকত হয় সেটাকে "মুতাহাররিক" বলে থাকে যেমন بُ بِ بَ

(১৬) ফাতাহ: যবরকে "ফাতাহ" বলা হয়, যেই হরফের উপর ফাতাহ হয় সেটাকে "মাফতুহ" বলে যেমন بَ

(১৭) কাসরা: যেরকে "কাসরা" বলে। যেই হরফের নিচে কাসরা হয় সেটাকে "মাকসুর" বলে যেমন بِ

(১৮) যম্মা: পেশকে "যম্মা" বলে যেই হরফের উপর যম্মা হয় সেটাকে "মাযমুম" বলে থাকে যেমন بُ

(১৯) তানভীন: দুই যবর (ً) দুই যের (ٍ) দুই পেশ (ٌ) কে তানভীন বলে যেই হরফের উপর তানভীন হয় সেটাকে "মুনাওওয়ান" বলে। তানভীন নুন সাকিন হয়ে থাকে যা শব্দের শেষে আসে এজন্য তানভীনের আওয়াজ নুন সাকিনের আওয়াজের মতো হয়ে থাকে।

(২০) হুরুফে মাদ্দাহ বা হাওয়াইয়া: বাতাসের উপর শেষ হওয়া হুরুফ তিনটি যথা: ا, و, ى সাকিনের পূর্বের হরকত অনুযায়ী যেমন اُوْذِيْنَا।

www.dawateislami.net

(২১) হুরুফে লীন: নম্রতার সাথে আদায় হওয়া হুরুফ এর সংখ্যা হলো দুইটি: و , ى সাকিনের পূর্বে মাফতুহ যেমন بَيْ , بَوْ

(২২) ফাতাহ ইশবায়ী: খাড়া যবর (ˈ) কে বলে।

(২৩) কাসরা ইশবায়ী: খাড়া যের (ˌ) বলে।

(২৪) যম্মায়ে ইশবায়ী: উল্টো পেশকে বলে যেমন ‘।

(২৫) সুকুন: সুকুন "জযম" (ْ) কে বলে। যেসব হরফের উপর সুকুন হয় সেটাকে "সাকিন" বলে যেমন اَنْ

(২৬) তাশদীদ: শাদ (ّ) কে বলে যেই হরফের উপর তাশদীদ হয় সেটাকে "মুশাদ্দাদ" বলে যেমন اَسَّ

(২৭) মাখারিজ: মুখের সেই অংশ যেখান থেকে হুরুফ আদায় হয়ে থাকে যেমন হলক, জিব্বাহ ইত্যাদি

(২৮) হুরুফে মুত্তাহিদুল মাখরাজ: ঐ হরফ যেগুলোর মাখরাজ এক যেমন ت , د , ط

(২৯) হুরুফে মুখতালিফুল মাখরাজ: ঐসব হরফ যেগুলোর মাখরাজ আলাদা যেমন ب , ج

(৩০) হুরুফে হালকী: ঐসব হরফ যা হলক থেকে আদায় হয়ে থাকে ء , ه , ع , ح , غ , خ

(৩১) হুরুফে লাহাতিয়া: ঐসব হরফ যা ছোট জিহ্বা (গলার মাঝে যে জিহ্বাটি থাকে)'র সাথে মিলিত জিহ্বার গোড়া ও তালু থেকে উচ্চারণ হয়ে থাকে ق , ك

www.dawateislami.net

(৩২) হুরুফে শাজারিয়া: ঐসব হরফ যা জিহ্বার মধ্যবর্তী ও তালুর মধ্যবর্তী জায়গা থেকে উচ্চারণ হয় ج, ش, ى (এসব হরফসমূহকে মাখরাজের ভিত্তিতে "শাজারিয়া" বলা হয়ে থাকে। শাজার তালুর সেই অংশকে বলা হয় যা উভয় মাড়ির মাঝখানে উপরে রয়েছে)

(৩৩) হুরুফে হাফিয়া: ঐ হরফ যা জিহ্বার পার্শ্ববর্তী কিনারা থেকে উচ্চারণ হয়ে থাকে ض

(৩৪) হুরুফে তারফিয়া বা যালকিয়া: ঐ হরফ যা জিহ্বার কিনারা থেকে উচ্চারণ হয়ে থাকে ر, ن, ل

(৩৫) হুরুফে নিতইয়া: ঐ হরফ যা তালুর সামনের অংশ থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে ط, د, ت (نِطْعٌ: তালুর রুক্ষ ডোরাকাটা চামড়াকে বলা হয়ে থাকে যার সমাপ্তি মাড়ির সাথে হয়)

(৩৬) হুরুফে লিছাবিয়া: ঐ হরফ যা "লাস্‌সা" অর্থাৎ মাড়ির পার্শ্ব থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে ظ, ذ, ث

(৩৭) হুরুফে আসলিয়া বা সফিরিয়া: ঐ হরফ যা জিহ্বার মাথা থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে ص, ز, س ("اَسَلَةٌ" জিহ্বার শেষ চিকন কিনারাকে বলে এজন্য এগুলোকে হুরুফে আসলিয়া বলে। সফির বাঁশিকে বলা হয়ে থাকে যেহেতু এই হুরফের মধ্যে বাঁশির মতো আওয়াজ পাওয়া যায় এজন্য এগুলো হুরুফে সফিরিয়াও বলে থাকে)

(৩৮) হুরুফে শাফাভিয়া: ঐসব হরফ যা ঠোঁট থেকে আদায় হয়ে থাকে: ب, ف, م, و

(৩৯) হুরুফে বাহরী: ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে উচ্চারিত হয়: ب

(৪০) হুরুফে বাররী: ঠোঁটের শুকনো অংশ থেকে উচ্চারিত হয়ে থাকে: م

www.dawateislami.net

(৪১) সিফাত: হরফের ঐ অবস্থা যা হরফকে আদায় করার সময় হরফের সাথে কায়েম থাকে

(৪২) সিফাতে লাযিমা: যা হরফের জন্য সব সময় জরুরী হয়ে থাকে যেমন হুরুফে মুস্তা'লিয়ার মধ্যে সিফাতে ইসতি'লা'

(৪৩) সিফাতে আরিযা: যা হরফের মধ্যে কখনো থাকে আবার কখনো থাকে না যেমন (ر) কখনো পুর আবার কখনো বারিক হওয়া

(৪৪) হুরুফে মুত্তাহিদুল মাখরাজ ওয়া মুত্তাহিদুস সিফাত: ঐ হরফ যেগুলোর মাখরাজ ও সিফাত একই যেমন مَدَدَ এর মধ্যে দাল

(৪৫) হুরুফে মুখতালিফুল মাখরাজ ওয়া মুখতালিফুস সিফাত: ঐ হুরুফ যা মাখরাজ ও সিফাতের দিক দিয়ে পৃথক থাকে যেমন ث, ط

(৪৬) হুরুফে মুত্তাহিদুল মাখরাজ ও মুখতালিফুস সিফাত: ঐ হুরুফ যেগুলোর মাখরাজ তো এক কিন্তু সিফাত আলাদা আলাদা যেমন ث, ظ ইত্যাদি

(৪৭) তারক্বীক: হরফকে বারিক পড়া যেমন قَالَ এর আলিফ

(৪৮) তাফখীম: হরফকে পুর পড়া যেমন قَالَ এর আলিফ

(৪৯) ইযহার: নুন সাকিন, তানভীন ও মীম সাকিনকে জাহির করে পড়া যেমন اَنْعَمْتَ

(৫০) ইক্বলাব: নুন সাকিন ও তানভীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে ইখফা করা যেমন مِنْۢ بَعْدِ

(৫১) ইখফা: ইদগাম ও ইযহারের মধ্যবর্তী অবস্থা যেমন اَنْتَ

(৫২) ইদগাম: দু'টি হরফকে মিলিয়ে দেয়া

www.dawateislami.net

(৫৩) মুদগাম: ঐ হরফ যেটাকে অন্য হরফের সাথে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে যেমন عَبَدْتُّمْ O এর মধ্যে د কে ت এর মধ্যে মিলিয়ে দেয়া হয়েছে।

(৫৪) মুদগাম ফি: যেই হরফের মধ্যে মিলানো হয়েছে।

(৫৫) মিছলাইন: এমন দু'টি হরফ যা মাখরাজ ও সিফাতের ক্ষেত্রে সমমান হয় যেমন اِذْذَّهَبَ এর ذ

(৫৬) মুতাজানিসাইন: এমন দু'টি হরফ যেগুলোর মাখরাজ একই যেমন قَدْتَّبَيَّنَ এর মধ্যে د ও ت

(৫৭) মুতাক্বারিবাইন: এমন দু'টি হরফ যা মাখরাজ ও সিফাতের দিক দিয়ে সম পর্যায়ের হয়ে থাকে। যেমন مَنْ يَّنْظُرُ এর মধ্যে নূন ও ইয়া

(৫৮) খাইছুম: নাকের বাঁশি

(৫৯) গুন্নাহ: নাকের মধ্যে আওয়াজ নিয়ে যাওয়া

(৬০) ইদগামে শাফাভী: মীম সাকিনের পর দ্বিতীয় মীম এসে যাওয়া অবস্থায় মীম সাকিনকে দ্বিতীয় মীমের মধ্যে মুদগাম করা যেমন فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ O

(৬১) ইখফায়ে শাফাভী: মীম সাকিনের পর (ب) এসে যাওয়া অবস্থায় মীম সাকিনকে সেটার মাখরাজের মধ্যে গোপন করে উচ্চারণ করা যেমন عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ O

(৬২) ইযহারে শাফাভী: মীম সাকিনের পর (ب) ও (م) ব্যতীত অন্য কোন হরফ আসা অবস্থায় মীম সাকিনকে সেটার মাখরাজ দ্বারা প্রকাশ করে পড়া যেমন اَلَمْ نَشْرَحْ

(৬৩) ইছবাত: হরফকে বাকী রাখা

(৬৪) হযফ: হরফকে বিলীন করা

www.dawateislami.net

(৬৫) তাসহীল: তাহকীক এবং ইবদালের মাঝখানের অবস্থা ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ

(৬৬) তাহকীক: হামযাকে সেটার আসলী মাখরাজ থেকে সমস্ত সিফাতের সাথে আদায় করা যেমন ءَاَنْذَرْتَهُمْ

(৬৭) ইবদাল: দ্বিতীয় হামযাকে পূর্বের হরকতের অনুরুপ হরফে মাদ্দাহ দ্বারা পরিবর্তন করা যেমন ءَاللّٰهُ থেকে اٰللّٰهُ

(৬৮) ইমালাহ: যবরকে যেরের দিকে আলিফকে ইয়ার দিকে ঝুকিয়ে পড়া

(৬৯) সাকতা: কোনো হরফে শ্বাস ছেড়ে দেয়া ব্যতীত কিছুক্ষণের জন্য আওয়াজ বন্ধ করে নেয়া

(৭০) হুরুফে মামদুদা: ঐ হরফ যেগুলোতে মদ হয় যেমন جَآءَ

(৭১) মদ: হরফকে তার মূল পরিমাণ থেকে লম্বা করে পড়া।

(৭২) কসর: হরফকে তার মূল পরিমাণ অনুযায়ী পড়া

(৭৩) মা কবল: হরফের পূর্বেকার হরফকে "মা কবল " বলা হয়।

(৭৪) মা বা'দ: হরফের পরবর্তী হরফকে "মা বা'দ" বলা হয়।

(৭৫) ওসল: মিলিয়ে পড়া

(৭৬) ওয়াকফ: শব্দের শেষের হরফে শ্বাস ও আওয়াজ উভয়টি বন্ধ করে থেমে যাওয়া

(৭৭) মাওকুফ আলাইহি: যেই হরফে ওয়াকফ করা হয়ে থাকে

(৭৮) ইবতিদা: যেই শব্দের উপর ওয়াকফ করেছে সেটা থেকে সামনে পড়া

(৭৯) ইআ'দাহ: যেই শব্দের উপর ওয়াকফ করা হয়েছে, বাক্যের সংযুক্তিকরণের জন্য সেটার সাথে অথবা এর পূর্বেকার শব্দের সাথে পড়া

www.dawateislami.net

(৮০) ওয়াকফ বিল ইসকান: যেই শব্দের শেষ হরফের উপর ওয়াকফ করা হয় সেটাকে সাকিন করে দেয়া। এই ওয়াকফ তিনটি হরকতের উপর হয়ে থাকে।

(৮১) ওয়াকফ বির রোম: যেই শব্দের শেষ হরফের উপর ওয়াকফ করা হয় সেই হরফের হরকতের তৃতীয়াংশ পড়া। এটা যের, বা পেশ এর মধ্যে হয়ে থাকে।

(৮২) ওয়াকফ বিল ইশমাম: যেই শব্দের শেষের হরফে ওয়াকফ করা হয়েছে সেটাকে সাকিন করে ঠোঁট দ্বারা পেশ এর দিকে ইশারা করা। এটা শুধুমাত্র পেশ (ُ) এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

(৮৩) হুরুফে কামারিয়া: যেসব হরফের পূর্বে লাম তা'রীফ পড়া হয় যেমন اَلْبَدِيْنَه, اَلْكِتَابُ ইত্যাদি (এগুলো চৌদ্দটি হরফ যার সমষ্টি হলো اَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَهٗ)

(৮৪) হুরুফে শামসিয়া: যেসব হুরুফের পূর্বে লাম তা'রীফ পড়া হয় না যেমন اَلنَّجْمُ, اَلثَّاقِبُ ইত্যাদি (হুরুফে সামসিয়াও চৌদ্দটি যা হুরুফে কামারিয়া ব্যতীত। নোট: লাম তা'রীফের পর আলিফ আসে না এজন্য হুরুফে কামারিয়া ও সামসিয়ার মধ্যে সেটা অন্তর্ভূক্ত নয়)

(৮৫) তারতীল: তাজভীদের কায়দা অনুযায়ী খুব থেমে থেমে পড়া।

(৮৬) হাদর: তাজভীদের কায়দা অনুযায়ী দ্রুত পড়া যেটার দ্বারা হরফ বিকৃত হয় না।

(৮৭) তাদভীর: তারতীল ও হাদরের মধ্যবর্তী গতিতে পড়া।

(৮৮) ইজরা: কুরআন তিলাওয়াত করার সময় তাজভীদের কায়দা কুরআনী শব্দাবলির মধ্যে বাস্তবায়ন করা।

www.dawateislami.net

(৮৯) তাজভীদের কায়দা: কাওয়ায়িদ হলো কায়দার বহুবচন এর আভিধানিক অর্থ "মূল"। তাজভীদের কায়দা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "সেই নিয়মনীতি যেগুলোর মাধ্যমে হরফকে তাজভীদ ও কিরাত অনুযায়ী আরবি বাচনভঙ্গিতে পড়ার পদ্ধতি জানা যায়।

(৯০) কিরাত ও রেওয়ায়েত: সাধারণত কুরআনে করীম পড়াকে "কিরাত" বলে। ক্বারীদের পরিভাষায় সেই মতানৈক্যের শব্দাবলি (কোন শব্দকে পাঠ করার বিভিন্ন পদ্ধতি) যেটা আয়িম্মায়ে আশারা (অর্থাৎ দশজন ইমাম) দ্বারা প্রমাণিত সেটাকে "কিরাত" বলা হয় আর যেসব মতানৈক্যের শব্দাবলি রাবী (ইমামের কিরাতকে উদ্ধৃতকারী) এর দিকে সম্পৃক্ত হয়েছে সেটাকে "রেওয়ায়েত" বলে।

(৯১) তুরুক্ব: তুরুক্ব "তরীক" এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থ "রাস্তা" আর ক্বারীদের পরিভাষায় রুআত (রাবী) এর পর ক্বারীদের মাশায়িখদের মধ্যে যেসব শাখাগত মতবিরোধ হয়েছে সেগুলোকে "তুরুক্ব" দ্বারা আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। কিরাতে ইমামে আসিম বারেওয়াতে হাফসের মধ্যে দুইটি তুরুক্ব প্রসিদ্ধ রয়েছে:

তরীকে ইমাম শাতেবী তরীকে ইমামে জাযারী

পাকিস্তান ও ভারত উপমহাদেশের মধ্যে রেওয়ায়েতে হাফস বা শাতেবী পদ্ধতিতে পড়া হয় আর পড়ানো হয়ে থাকে।

(৯২) বানান: হরফসমূহকে পরস্পর জোড়া লাগানোকে "বানান" বলে।

www.dawateislami.net

সবক নং ৬:

লাহন এর বর্ণনা

লাহনের শাব্দিক অর্থ: ভুল বাচন ভঙ্গি

পারিভাষিক অর্থ: ক্বারীদের পরিভাষায় "লাহন" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো "কুরআনে করীমকে তাজভীদের পরিপন্থি পড়া"।

লাহনের প্রকারভেদ:

লাহন মৌলিকভাবে দুই প্রকার: (১) লাহনে জলী (২) লাহনে খফী

(১) লাহনে জলীর সংজ্ঞা ও বিধান

লাহনে জলী বড় ও প্রকাশ্য ভুলকে বলা হয়। আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ফাতাওয়ায়ে বাযাযিয়্যা"র সনদে বলেন: اَللَّحْنُ حَرَامٌ" (লাহন সকলের দৃষ্টিতে হারাম)। (ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, ৬/৩৪৩ পৃ:)

লাহনে জলীর প্রকারভেদ

(১) একটি হরফকে অন্য হরফ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া। যেমন "جَمْعًا" কে "وَالتِّيْن" "وَالطِّيْن" পড়া। (২) সাকিনকে মুতাহাররাক যেমন "جَمَعًا" কে "جَمْعًا" আর মুতাররাককে সাকিন "كَتَبَ اللهُ" কে "كَتْبَ اللهُ" পড়া। (৩) হরকতকে হরকত দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া যেমন "اَرَءَيْتَ" কে "اَرَءَيْتُ" পড়া। (৪) কোনো হরফকে বৃদ্ধি করে দেয়া যেমন "خَلَقَ" কে "خَلَقَا" অথবা কম করে দেয়া যেমন "لَمْ يُوْلَدْ" কে "لَمْ يُلَدْ" পড়া।

www.dawateislami.net

(২) লাহনে খফীর সংজ্ঞা ও বিধানঃ

লাহনে খফী বলা হয় ছোট ও অপ্রকাশ্য ভুল ত্রুটিকে অর্থাৎ ঐসব কায়দা ছেড়ে দেয়া যা হরফের সৌন্দর্যতার সাথে সম্পৃক্ত, লাহনে খফী দ্বারা অর্থ ফাসিদ অর্থাৎ বিকৃত হয় না। লাহনে খফী মাকরুহ, শরয়ীভাবে এই ভুল থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব।

লাহনে খফীর অবস্থাদি

লাহনে খফী সিফাতে আরিযার মধ্যে ভুল করার দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমনঃ ইদগাম, ইক্বলাব, ইখফা, মদ ইত্যাদির মধ্যে ভুল করা।

প্রশ্নাবলি সবক নং ৬

(১) লাহনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?
(২) মৌলিকভাবে লাহন কয় প্রকার?
(৩) লাহনে জলীর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ ও বিধান বর্ণনা করুন?
(৪) লাহনে জলী কোন কোন অবস্থায় হয়ে থাকে? উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন?
(৫) লাহনে খফীর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ও বিধান বর্ণনা করুন?
(৬) লাহনে খফী কোন কোন অবস্থায় হয়ে থাকে? কোনো উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ৭:

তাআ'উয ও তাসমিয়ার আলোচনা

তাআ'উয এর সংজ্ঞা:

"তাআ'উয" ঐসব শব্দাবলিকে বলে যেসব শব্দাবলির মাধ্যমে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় যেমন "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ"। এটাকে "ইস্তেআ'যা" ও বলা হয়ে থাকে।

তাআ'উয এর স্থান ও বিধান:

কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুরু করার পূর্বে "ইস্তেআ'যা" পড়া শরয়ীভাবে মুস্তাহাব এবং এটার পছন্দনীয় শব্দাবলি হলো "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ"। তাআ'উযের স্থান অর্থাৎ পড়ার জায়গা হলো কিরাতের প্রারম্ভে। যদি কিরাতের মাঝখানে কোন অপরিচিতবাক্য (অর্থাৎ ঐ বাক্য যার সাথে কুরআন পাঠের কোন সম্পর্ক নেই) হয়ে যায় যদিওবা সালামের উত্তরই কাউকে দেয়া হোক না কেনো তাহলে পূনরায় তাআ'উয পড়া উচিত।

তাসমিয়া এর সংজ্ঞা:

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পড়াকে তাসমিয়া বলা হয়।

তাসমিয়ার স্থান ও বিধান:

সূরা তাওবা ব্যতীত প্রতিটি সূরার শুরুতে তাসমিয়া অবশ্যই পাঠ করা উচিত কারণ এটি মুস্তাহাব। ইমাম আসিম কুফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি

www.dawateislami.net

কুররায়ে সাবআ' অর্থাৎ সাতজন প্রসিদ্ধ ক্বারীদের অন্তর্ভূক্ত) 'র মতে সূরা বারাআত ব্যতীত প্রতিটি সূরার শুরুতে তাসমিয়া অবশ্যই পাঠ করা উচিত।[১] **(ফাউয়ায়িদে মক্কীয়া মাআ হাশিয়া লামআ'তে শামসিয়া, ২৭ পৃ:)**

তিলাওয়াত করার পূর্বে তাআ'উয ও তাসমিয়া পাঠ করার অবস্থাদি:

যখন আল্লাহ পাকের কালাম আরম্ভ করা হয়ে থাকে তখন কিরাতের শুরু, সূরার শুরু থেকে হবে অথবা সূরার মাঝখান থেকে অথবা কিরাতের মাঝখানে কোন অন্য সূরা শুরু হবে। এই দিক দিয়ে এগুলোর নিম্নোল্লেখিত তিনটি অবস্থা রয়েছে:

★ কিরাতের শুরু, সূরার শুরু।

★ কিরাতের মাঝখানে, সূরার শুরুতে।

★ কিরাতের শুরু, সূরার মাঝখানে।

প্রথম অবস্থার বিধান:

তিলাওয়াতের শুরু সূরা শুরুর দ্বারা হলে তাআ'উয ও তাসমিয়া উভয়টি পড়া উচিত। এজন্য যে, উভয়টির (যথা) স্থান, সুতরাং উভয়টি জরুরী এবং পড়ার ক্ষেত্রে ওয়াছল অর্থাৎ মিলিয়ে পড়া এবং ফছল অর্থাৎ ওয়াকফ করে পড়া উভয়টি জায়িয।

---

১. বাহারে শরীয়তে এই মাসআলাটি এইভাবে রয়েছে: সূরা বারাআত দ্বারা যদি তিলাওয়াত শুরু করে তবে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ, "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" বলবে আর যে এটার পূর্বে তিলাওয়াত শুরু করেছে আর করতে করতে সূরা বারাআত এসে গেছে তবে তাসমিয়ার প্রয়োজন নেই।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৫৫১ পৃ:)

www.dawateislami.net

দ্বিতীয় অবস্থার বিধানঃ

তিলাওয়াতের মাঝখানে যদি একটি সূরা শেষ করে অন্য সূরা শুরু করা হয় তবে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ শরীফ পড়বেন।

তৃতীয় অবস্থার বিধানঃ

যদি সূরার মাঝখান থেকে তিলাওয়াত শুরু করেন তবে তাআ'উয পড়া জরুরী (মুস্তাহাব হিসেবে) তাসমিয়া চাইলে পড়ুন বা না পড়ুন।

(বারাকাতুত তারতীল, ৭৩ পৃঃ)

শুরুর প্রকারভেদ

কিরাতের শুরু সূরার শুরু	কিরাতের মাঝখানে সূরার শুরু	কিরাতের শুরু সূরার মাঝখান
তাউআ'য ও তাসমিয়া উভয়টি জরুরী	শুধুমাত্র তাসমিয়া পড়বে	তাআ'উয ও তাসমিয়া চাইলে পড়ুক বা না পড়ুক

তাআ'উয ও তাসমিয়ার ফছল ও ওয়াছলের ব্যাখ্যা

প্রথম অবস্থা ও সেটার বিধানঃ

তিলাওয়াতের শুরু সূরার শুরু দ্বারা হলে اَعُوْذُ بِا لله ও بِسْمِ الله'র ওয়াছল (অর্থাৎ মিলিয়ে পড়ার) আর ফছল (অর্থাৎ আলাদা পড়ার) দিক দিয়ে চারটি অবস্থা রয়েছে আর চারটি অবস্থাই জায়িযঃ

- ★ ওয়াছলে কুল
- ★ ফছলে কুল
- ★ ওয়াছলে আউয়াল ফছলে সানী
- ★ ফছলে আউয়াল ও ওয়াছলে সানী

www.dawateislami.net

ওয়াছলে কুল (সবগুলোকে মিলানো)

তাআ'উয ও তাসমিয়াকে সূরার সাথে মিলিয়ে একই নিশ্বাসে পড়া। যেমন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O

ফছলে কুল (অর্থাৎ সবকিছুকে আলাদা করে পড়া)

তাআ'উয ও তাসমিয়া এবং সূরা আলাদা করে পড়া অর্থাৎ প্রতিটির ক্ষেত্রে ওয়াকফ করা যেমন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ O بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ O

ওয়াছলে আউয়াল ও ফছলে সানী (প্রথমটিকে মিলানো আর দ্বিতীয়টিকে আলাদা করা)

তাআ'উয ও তাসমিয়াকে একই নিশ্বাসে পড়া ও সূরাকে দ্বিতীয় নিশ্বাসে পড়া اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ O

ফছলে আউয়াল ও ওয়াছলে সানী (প্রথমটিকে আলাদা করা ও দ্বিতীয়টিকে মিলানো)

তাআ'উযকে আলাদা করা , তাসমিয়া ও সূরাকে একই নিশ্বাসে মিলিয়ে পড়া যেমন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ O بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ O

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শামসুল আয়িম্মা হালুয়ানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন "আমি ইলমের ভান্ডারের তা'যিম ও সম্মান করার কারণে অর্জন করেছি তা হলো এইভাবে যে আমি কখনো অযু ছাড়া খাতায় হাত লাগাইনি।" (রাহে ইলম, ৩৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

(প্রথম অবস্থায় তাআ'উয ও তাসমিয়ার ফছল ও ওয়াছলের নকশা)

১... কিরাতের শুরু, সূরার শুরু

(তাআ'উয ও তাসমিয়া উভয়টি জরুরী এর চারটি অবস্থা রয়েছে আর চারটিই জায়িয)

ফছলে কুল	ফছলে আউয়াল ওয়াছলে সানী	ওয়াছলে আউয়াল ফছলে সানী	ওয়াছলে কুল

দ্বিতীয় অবস্থা ও সেটার বিধানঃ

যদি সূরার শুরু, তিলায়াতের মাঝখানে হয় তবে সেটার চারটি অবস্থা রয়েছে এর মধ্য হতে তিনটি জায়িয ও একটি নাজায়িয।

জায়িয অবস্থাসমূহ

★ ওয়াছলে কুল।

★ ফছলে কুল। اذا حسد بسم الله

★ ফছলে আউয়াল ওয়াছলে সানী।

(১) ওয়াছলে কুল (সবগুলোকে মিলানো)

পূর্বের সূরার শেষ আয়াত ও তাসমিয়া এবং সামনের সূরার প্রথম আয়াত এই তিনটিকে মিলিয়ে একই নিশ্বাসে পড়া। যেমন

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ O

(২) ফছলে কুল (অর্থাৎ সবগুলোকে আলাদা আলাদা করে পড়া)

পূর্বের সূরার শেষ আয়াত ও তাসমিয়া ও সামনের সূরার প্রথম আয়াত এই তিনটিকে আলাদা আলাদা করে পড়া। যেমন-

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ O

www.dawateislami.net

(৩) ফছলে আউয়াল ওয়াছলে সানী
(প্রথমটিকে আলাদা ও দ্বিতীয়টিকে মিলানো)

প্রথম সূরার শেষ আয়াতকে আলাদা ও তাসমিয়া এবং দ্বিতীয় সূরার প্রথম আয়াতকে মিলিয়ে এক নিশ্বাসে পড়া।

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ O

নাজায়িয অবস্থা

ওয়াছলে আউয়াল ফছলে সানী
(প্রথমটিকে মিলানো আর দ্বিতীয়টিকে পৃথক করা)

সূরার শেষ আয়াত ও তাসমিয়াকে মিলিয়ে একই নিশ্বাসে পড়া ও সামনের সূরার প্রথম আয়াতকে আলাদা করা অর্থাৎ অন্য শ্বাসে পড়া যেমন-

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ O

জায়িয না হওয়ার কারণ

এই অবস্থাটি নাজায়িয এই কারণে যে بِسْمِ اللّٰه এর সম্পর্ক ও স্থান অর্থাৎ পড়ার জায়গা হলো সূরার শুরুতে আর بِسْمِ اللّٰه কে পূর্বের সূরার সাথে মিলানো আর সামনের সূরাকে আলাদা করে পড়ার দ্বারা بِسْمِ اللّٰه এর সম্পৃক্ততা আর স্থান পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ সেটার সম্পর্ক পূর্বের সূরার সাথে হয়ে যাবে এজন্য এই অবস্থাটি নাজায়িয। অর্থাৎ শাস্ত্রবীদদের দৃষ্টিতে এরকম করা ঠিক নয়। (বারাকাতুত তারতীল, ৭২, ৭৩ পৃঃ, ফাওয়ায়িদে মক্কীয়া, ৩০ পৃঃ)

www.dawateislami.net

(দ্বিতীয় অবস্থায় তাসমিয়ার ফছল ও ওয়াছলের নকশা)

(২) কিরাতের মধ্যখানে সূরার শুরু

(শুধুমাত্র তাসমিয়া পড়বে এটার চারটি অবস্থা হয় তার মধ্যে তিনটি জায়িয, একটি নাজায়িয)

ফছলে কুল	ফছলে আউয়াল ওয়াছলে সানী	ওয়াছলে কুল	ওয়াছলে আউয়াল ফছলে সানী
জায়িয	জায়িয	জায়িয	নাজায়িয

তিলাওয়াতের মধ্যবর্তী, সূরা তাওবা শুরু করার অবস্থাদি

সূরা আনফাল অথবা অন্য কোন সূরা শেষ করে যখন সূরা তাওবা শুরু করা হয় তখন তিনটি জায়িয অবস্থা হয়:

★ ওয়াকফ ★ ওয়াছল ★ সাকতা

★ ওয়াকফ: যেমন اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (وقف) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

★ ওয়াছল: যেমন اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

★ সাকতা: যেমন اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ (سكته) بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ

তৃতীয় অবস্থা ও সেটার বিধান:

যদি তিলাওয়াতের শুরু, সূরার মাঝখান থেকে হয় তবে তাআ'উয পড়া জরুরী (মুস্তাহাব) তাসমিয়া চাইলে পড়ুক বা না পড়ুক। যদি তাসমিয়া পড়া হয় তবে সেটারও চারটি অবস্থা রয়েছে যেগুলোর মধ্য হতে দুইটি জায়িয ও দুইটি নাজায়িয, সেগুলোর বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো।

জায়িয অবস্থা: (১) ফছলে কুল (২) ওয়াছলে আউয়াল ফছলে সানী

নাজায়িয অবস্থাদি: (১) ওয়াছলে কুল (২) ফছলে আউয়াল ওয়াছলে সানী

www.dawateislami.net

জায়িয অবস্থাদি

(১) **ফছলে কুল:** তাআ'উয ও তাসমিয়া এবং আয়াতকে আলাদা আলাদা তিনটি শ্বাসে পড়া যেমন-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ O بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

(২) **ওয়াছলে আউয়াল ফছলে সানী:** তাআ'উয ও তাসমিয়াকে মিলিয়ে দেয়া আর আয়াতকে আলাদা দেয়া।

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ O هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ

নাজায়িয অবস্থাদি

(১) ওয়াছলে কুল: তাআ'উয ও তাসমিয়া এবং আয়াতকে মিলিয়ে দেয়া। যেমন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

(২) ফছলে আউয়াল ওয়াছলে সানী: তাআ'উযকে আলাদা করা আর তাসমিয়া ও আয়াতকে মিলিয়ে একই নিশ্বাসে পড়া। যেমন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ O بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

জায়িয না হওয়ার কারণ:

মিলানোর দ্বারা সম্ভাবনা রয়েছে যে, কখনো যেনো আল্লাহ পাকের নামের সাথে কোন এমন জিনিস না এসে যায় যেটা আল্লাহ পাকের নামের সাথে আসাটা বেয়াদবি যেমন; উপরোল্লেখিত উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট। নাজায়িয হওয়ার একটি কারণ এটাও যে, মিলানোর দ্বারা কখনো যেনো অর্থের বিকৃতি আবশ্যক না হয়ে যায়।

যদি بِسْمِ اللّٰه শরীফ তিলাওয়াতের মাঝখানে পড়া না হয় তবে সেটার দুইটি অবস্থা হয়: (১) ফছল (২) ওয়াছল

www.dawateislami.net

(১) ফছল: অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰه ও আয়াতকে আলাদা করে পড়া যেমন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ O اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .....

(২) ওয়াছল: তাআ'উয ও আয়াতকে মিলিয়ে একই শ্বাসে পড়া যেমন

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا .....

এর মধ্যে প্রথম অবস্থা "ফছল" উত্তম কেননা ইস্তিআ'যা কিরাতের অংশ। যেখানে ইস্তিআ'যাকে আয়াতের সাথে মিলানোর মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে বিকৃতি আবশ্যক না হয় অথবা বেয়াদবি হওয়ার সম্ভাবনা না হয় সেখানে "ওয়াছল" জায়িয আর "ফছল" উত্তম এবং যেখানে অর্থের মধ্যে বিকৃতি হওয়াটা আবশ্যক হয় যেমন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ অথবা আয়াতের শুরুতে আল্লাহ পাক বা প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্তাগত বা গুণবাচক নামের মধ্য হতে কোন নাম থাকে যেমন اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى O তবে সেখানে "ফছল" করা জরুরী। **(ফাওয়ায়িদে মক্কীয়া মাআ লুমআত শামসিয়া, ৩০, ৩১ পৃ:)**

(তৃতীয় অবস্থায় তাআ'উয ও তাসমিয়ার ফছল ওয়াছলের নকশা)

(৩) কিরাতের শুরু সূরার মধ্যখান

<table>
<tr><th colspan="2">তাআ'উয জরুরী</th><th colspan="4">তাসমিয়া পড়ুক বা না পড়ুক</th></tr>
<tr><td colspan="2">যদি শুধুমাত্র তাআ'উয পড়তে চান তবে সেটার দুই অবস্থা</td><td colspan="4">যদি তাসমিয়া পড়তে চান তবে সেটার চারটি দিক রয়েছে</td></tr>
<tr><td>ফছল
জায়িয</td><td>ওয়াছল
শর্ত সাপেক্ষে
জায়িয</td><td>ফছলে কুল
জায়িয</td><td>ওয়াছলে আউয়াল
ফছলে সানী
জায়িয</td><td>ওয়াছলে কুল
নাজায়িয</td><td>ফছলে আউয়াল
ওয়াছলে সানী
নাজায়িয</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">যদি অর্থের দিক দিয়ে কোন বিকৃতি না আসে অথবা বেয়াদবি হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকে তবে এই অবস্থাগুলোও জায়িয</td></tr>
</table>

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ৭

(১) তাআ'উয এর সংজ্ঞা, স্থান ও বিধান বর্ণনা করুন?

(২) তাসমিয়ার সংজ্ঞা, স্থান ও বিধান করুন?

(৩) তিলাওয়াত শুরু করার ক্ষেত্রে শুরু ও মাঝখানের অবস্থা এবং প্রত্যেকটার বিধান বর্ণনা করুন?

(৪) তিলাওয়াতের প্রারম্ভে তাআ'উয ও তাসমিয়া ওয়াছল ও ফছলের কয়টি দিক রয়েছে। প্রতিটির সংজ্ঞা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন?

(৫) তিলাওয়াতের মাঝখানে যদি সূরা এসে যায় তাহলে সেটার কয়টি দিক হয়?

(৬) তিলাওয়াতের শুরু যদি সূরার মাঝখান থেকে হয় তাহলে সেটার কয়টি অবস্থা হয়?

(৭) তিলাওয়াতের মাঝখানে সূরা তাওবা শুরু করার কয়টি অবস্থা হয়ে থাকে?

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ বোরহান উদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে "আগেকার যুগে শিক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষার বিষয়াদিকে নিজের শিক্ষকদের নিকট সোপর্দ করে দিতো। এই কারণে তারা নিজের লক্ষ্য পূরণ করতে পারতো আর নিজেদের উদ্দেশ্যও অর্জন করে নিতো কিন্তু বর্তমান যুগের শিক্ষার্থীরা ওস্তাদের নির্দেশনা ছাড়া লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করে থাকে। সুতরাং এরকম শিক্ষার্থী না উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে আর না তারা ইলম ও ফিকাহ সম্পর্কে কিছু অর্জন করতে পারে।" (রাহে ইলম, ৩৬ পৃ:)

www.dawateislami.net

সবক নং ৮:

মাখরাজের আলোচনা

মাখরাজের গুরুত্ব: হরফসমূহ সহীহভাবে আদায় করার জন্য মাখরাজ জানা জরুরী। মাখারিজ, মাখরাজের বহুবচন।

মাখরাজের আভিধানিক অর্থ: মাখরাজের আভিধানিক অর্থ "বের হওয়ার জায়গা"

মাখরাজের পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় মুখের সেই অংশ যেখান থেকে হুরুফ আদায় হয়ে থাকে। সেটাকে "মাখরাজ" বলা হয়।

মাখরাজের সংখ্যা: মাখরাজের সংখ্যা হলো সতেরটি যেমনটি ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ জাযারী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

مَخَارِجُ الْحُرُوْفِ سَبْعَةَ عَشَرُ عَلَى الَّذِىْ يَخْتَارُهٗ مَنِ اخْتَبَرْ

অনুবাদ: হুরুফের মাখরাজ হলো সতেরটি। সেই কথার উপর যেটাকে মুহাক্কিকগণ গ্রহণ করেছেন। (অর্থাৎ ইমাম খলিল বিন আহমদ ফরাহীদী নাহভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা অনুযায়ী হুরুফের মাখরাজ হলো ১৭টি) **(শরহে তায়্যিবাতিন নাশর লি ইবনলি জাযারী, মাবহাছুত তাজভীদ, ২৭ পৃ:)**

মাখরাজের প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে মাখরাজ দুই প্রকার:

★ মাখারিজে মুহাক্কাক্কা ★ মাখারিজে মুকাদ্দারা

মাখারিজে মুহাক্কাক্কার সংজ্ঞা: যেই মাখরাজ হলক, জিহ্বা ও শাফাতাইনে থাকে সেগুলোকে মাখারিজে মুহাক্কাক্কা বলা হয়।

www.dawateislami.net

মাখারিজে মুকাদ্দারার সংজ্ঞা: ঐ মাখারিজ যেটার সম্পর্ক হলক, জিহ্বা ও শাফাতাইন থেকে হয় না, যেমন মুখের মধ্যস্থান ও খাইশুম এগুলোকে মাখারিজে মুকাদ্দারা বলা হয়। হলক, জিহ্বা ও শাফাতাইন, মুখের মধ্যস্থান ও খাইশুমকে উসুলে মাখারিজ বলা হয়।

উসুলে মাখারিজের নকশা

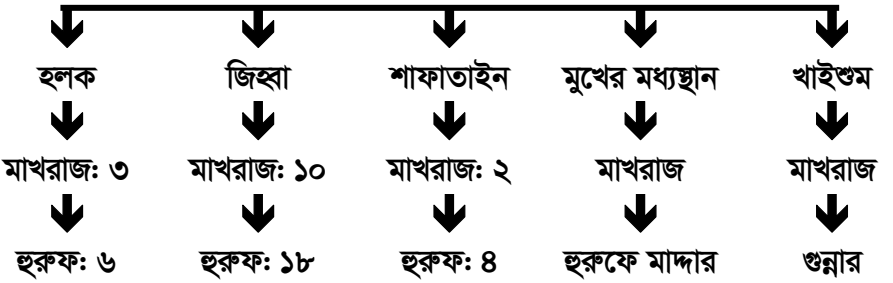

মাখারিজে মুহাক্কাক্কা

হলকী মাখারিজ: হলকের মধ্যে তিনটি মাখরাজ রয়েছে:

(১) আকসায়ে হলক

(২) ওস্তে হলক

(৩) আদনায়ে হলক

(৪)

প্রথম মাখরাজ: "আকসায়ে হলক" হলকের সেই শেষ অংশ যা বুকের দিকে থাকে। এটা থেকে "ء, ہ" আদায় হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় মাখরাজ: "ওস্তে হলক" হলকের মধ্যবর্তী অংশ সেখানে থেকে "ع, ح" আদায় হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

তৃতীয় মাখরাজ:"আদনায়ে হলক "হলকের ঐ প্রাথমিক অংশ যেটা মুখের দিকে থাকে সেটা থেকে "غ, خ" আদায় হয়ে থাকে।

এই ছয়টি হুরুফকে **"হুরুফে হলকিয়া"** বলা হয়।

হলকের ছয়টি হরফ রয়েছে যথা

হামযা হা ও আইন হা এবং গাইন খা

লিসানী মাখারিজ: "লিসান" জিহ্বাকে বলে। এতে দশটি মাখারিজ পাওয়া যায়, যেগুলো থেকে আঠারটি হুরুফ আদায় হয়ে থাকে। জিহ্বা থেকে আদায় হওয়া হুরুফকে "হুরুফে লিসানী" বলে। জিহ্বার নিম্নোল্লেখিত অংশ রয়েছে:

★ আসলে লিসান: জিহ্বার গোড়া।

★ আকসায়ে হাফায়ে লিসান: জিহ্বার সেই ভিতরগত কিনারা যেটা হলকের দিকে থাকে।

★ আদনায়ে হাফায়ে লিসান: জিহ্বার সেই ভিতরগত কিনারা যেটা মুখের দিকে থাকে।

★ ওস্তে লিসান: জিহ্বার মধ্যবর্তী অংশ।

★ বতনে লিসান: জিহ্বার পেট।

★ তরফে লিসান: জিহ্বার কিনারা।

★ রা'সে লিসান: জিহ্বার মাথা বা অগ্রভাগ।

★ যহরে লিসান: জিহ্বার পিঠ

চতুর্থ মাখরাজ: "আকসায়ে লিসান" জিহ্বার গোড়া ও অপরভাগের তালুর নরম অংশ যেটা ছোট জিহ্বা (গলার মাঝে যে জিহ্বাটি থাকে) এর সাথে মিলানো রয়েছে। এটা থেকে "ق" উচ্চারিত হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

পঞ্চম মাখরাজঃ আকসায়ে লিসান ও অপরভাগের তালুর শক্ত অংশ যেটা মুখের দিকে থাকে। এটা থেকে "ق" উচ্চারণ হয়ে থাকে। "ق" ও "ك" কে হুরুফে "লাহাভিয়া" বলে।

ষষ্ট মাখরাজঃ "ওস্তে লিসান ও সেটার অপরভাগের তালু এটা থেকে "ج, ش, ى" গায়রে মাদ্দাহ আদায় হয়ে থাকে। এসব হুরুফকে "হুরুফে শাজারিয়া" বলে।

এখন যেসব হুরুফের মাখারিজ বর্ণনা করা হবে সেগুলোর সম্পর্ক জিহ্বার সাথে সাথে দাঁতের সাথেও রয়েছে সুতরাং এখন দাঁতের নাম ও প্রকারভেদসহ বর্ণনা করা হবে।

দাঁতের নাম ও প্রকারভেদ

মোট দাঁতের সংখ্যা হলো ৩২টি যার মধ্যে ১২টি দাঁত ও ২০টি মাড়ি হয়ে থাকে।

যেগুলোর ছয়টি প্রকারভেদ রয়েছেঃ

(১) ছানায়া
(২) রুবাইয়াত
(৩) আনইয়াব
(৪) দাওয়াহিক
(৫) তাওয়াহিন
(৬) নাওয়াজিয

www.dawateislami.net

(১) ছানায়া: সামনের দুইটি উপরে ও নিচের মোট চারটি দাঁত, উপর দাঁতকে "ছানায়া উলয়া" আর নিচের দাঁতকে "ছানায়া সুফলা" বলে।

(২) রুবাইআত: ছানায়ার ডানে ও বামে উপর ও নিচের এক একটি মোট চারটি দাঁত

(৩) আনইয়াব: রুবাইয়াতের ডানে ও বামে উপর ও নিচে এক একটি মোট চারটি দাঁত

(৪) দাওয়াহিক: আনইয়াবের ডানে ও বামে উপর ও নিচে এক একটি করে মোট চারটি মাড়ি।

(৫) তাওয়াহিন: দাওয়াহিকের ডানে ও বামে উপর ও নিচে মোট বারোটি মাড়ি

(৬) নাওয়াজিয: তাওয়াহিনের ডানে ও বামে উপর ও নিচে এক একটি করে মোট চারটি মাড়ি

সহজভাবে মুখস্ত করার জন্য দাঁতসমূহের নাম ও প্রকারভেদ কবিতা আকারে পেশ করা হচ্ছে।

হে তা'দাদ দা'তোঁ কি তিস অর দো
ছানায়া হে চার অর রুবায়ী হে দো দো
হে আনইয়াব চার অর বাকী রেহে বিস
কে কেহতে হে কুররা আদরাস সব কো
দাওয়াহিক হে চার অর তাওয়াহিন হে বারা
নাওয়াজিয ভী হে উন কে বাযু মে দো দো

www.dawateislami.net

দাঁতের নকশা

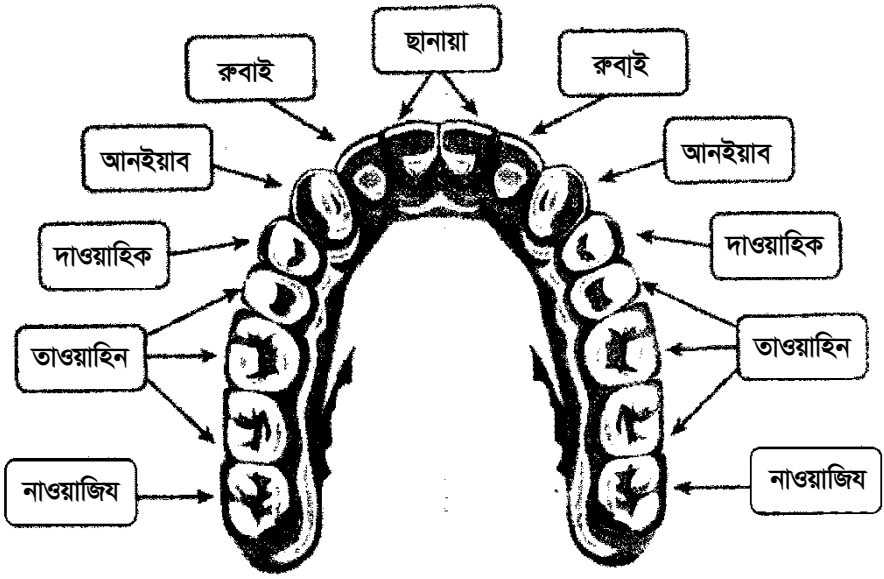

সপ্তম মাখরাজঃ হাফায়ে লিসান (অর্থাৎ জিহ্বার সেই ভিতরগত কিনারা যেটা মাড়ির বরাবর) আর ডানে ও বামে মাড়ির গোড়া। এখান থেকে হরফ "ض" উচ্চারিত হয়ে থাকে। এটাকে "হরফে হাফিয়া" বলে।

অষ্টম মাখরাজঃ তরফে লিসান ও আদনায়ে হাফিয়া এবং দাওয়াহিক থেকে ছানায়া পর্যন্ত বরবার মাড়ি। এখান থেকে "ل" উচ্চারিত হয়ে থাকে।

নবম মাখরাজঃ তরফে লিসান ও আনইয়াব থেকে শুরু করে ছানায়া পর্যন্তের দাঁতের গোড়া, এখান থেকে "ن" উচ্চারিত হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

দশম মাখরাজঃ রা'সে লিসান ও জিহ্বার পেট এবং বরাবর তালু। এখানে থেকে "ر" উচ্চারিত হয়ে থাকে। "ر, ن, ل" কে হুরুফে তারফিয়া বা যালাক্বিয়া" বলে।

একাদশ মাখরাজঃ জিহ্বার অগ্রভাগ ও ছানায়া উলইয়ার গোড়া। এখানে থেকে "ط, د, ت" উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই হুরুফকে "হুরুফে নিতইয়া" বলে।

দ্বাদশ মাখরাজঃ জিহ্বার মাথা ও ছানায়া উলইয়ার ভিতরগত কিনারা। এখান থেকে "ظ, ذ, ث" উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই হুরুফগুলোকে "হুরুফে লিছাবিয়া" বলে।

ত্রয়োদশ মাখরাজঃ জিহ্বার মাথা ও ছানায়া সুফলার কিনারের সাথে মিলিত ছানায়া উলইয়া। এখান থেকে "ض, ز, س" উচ্চারিত হয়ে থাকে। এই হুরুফগুলোকে "হুরুফে আসলিয়া" বলে।

শাফাভী মাখারিজ

চতুর্দশ মাখরাজঃ ছানায়া বা উলইয়ার কিনারা এবং নিচের ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে "ف" উচ্চারিত হয়ে থাকে।

পঞ্চদশ মাখরাজঃ উভয় ঠোঁট। এখান থেকে তিনটি হুরুফ উচ্চারিত হয়ে থাকে। "ب, م, و গায়রে মাদ্দাহ" এগুলোর উচ্চারণের বিস্তারিত হলো কিছুটা এরূপঃ

(১) উভয় ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে "ب" উচ্চারিত হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

(২) উভয় ঠোঁটের শুকনো অংশ থেকে "م" উচ্চারিত হয়।

(৩) উভয় ঠোঁটের গোলাকার বৃত্ত থেকে "و" গায়রে মাদ্দাহ উচ্চারিত হয়ে থাকে। "ف, ب, مو" কে হুরুফে শাফাভিয়া" বলে।

মাখারিজে মুকাদ্দারা

ষষ্ঠদশ মাখরাজঃ মুখের মধ্যস্থান, অর্থাৎ মুখের শূন্যস্থান। এখান থেকে হুরুফে মাদ্দাহ আদায় হয়ে থাকে। যেমন اُوْذِيْنَا

সপ্তদশ মাখরাজঃ "খাইশুম" নাকের ডগা এটি "গুন্না" এর মাখরাজ। (এটা দ্বারা উদ্দেশ্য নুন ও মীমে মুখফা ও নুনে মুদগাম বা ইগমামে নাকিস)

(ফাওয়ায়িদে মক্কীয়া হাশিয়া লুমআতে শামসিয়া, ৩৮ পৃঃ, পরিবর্তন সহকারে)

মাখরাজের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্য

মাখরাজের ব্যাপারে ক্বারীগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে: ★ ইমাম খলিল বিন আহমদ ফরাহীদি ও অধিকাংশ ক্বারীগণের মতে মাখরাজের সংখ্যা হলো সতেরটি। ★ ইমাম সিভাওয়াইহি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে ষোলটি। ★ ইমাম ফাররা বিন যিয়াদের মতে মাখরাজের সংখ্যা হলো ১৪টি। কিন্তু মুখতার অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য মত হলো সতেরটি।

মাখরাজের সংখ্যা নিয়ে মতানৈক্যের কারণঃ

ইমাম খলিল বিন আহমদ ফরাহীদি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ر, ن, ل" এর মধ্যে সম পর্যায়ের পার্থক্য না করে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা মাখরাজ বর্ণনা করেছেন এবং "হুরুফে মাদ্দাহ" এর মাখরাজ "জওফে দেহেন তথা মুখের মধ্যস্থান" বলেছেন। ইমাম সিভাওয়াইহি জওফে দেহেন তথা মুখের

www.dawateislami.net

মধ্যস্থানকে কোনো হরফের মাখরাজ হিসেবে গণ্য করেননি। ইমাম ফাররা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জওফে দেহেনকে কোন হরফেরই মাখরাজ হিসেবে গণ্য করেনি আর "ل, ن, ر" এর মধ্যে সম পর্যায়ের বিবেচনা করতে গিয়ে এগুলোর মাখরাজ একই বলে আখ্যায়িত করেছেন। এজন্য ইমাম ফাররা বিন যিয়াদের মতে মাখরাজের সংখ্যা হলো চৌদ্দটি।

প্রশ্নাবলি সবক নং ৮

(১) মাখরাজের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(২) মাখরাজের প্রকারভেদ ও সংজ্ঞাসহ বর্ণনা করুন?

(৩) হলকী মাখরাজ কয়টি এবং তা থেকে আদায় হওয়া হরফসমূহের উপাধিসহ বর্ণনা করুন?

(৪) লিসানী মাখরাজ কয়টি এবং তা থেকে কয়টি হুরুফ আদায় হয়ে থাকে এবং জিহ্বার অংশ সমূহের নাম বলুন?

(৫) দাঁতসমূহের নাম ও প্রকারভেদের আলোচনা করুন?

(৬) "ض" এর মাখরাজ ও উপাধি বর্ণনা করুন?

(৭) "ل" এর মাখরাজ উপাধিসহ বর্ণনা করুন?

(৮) "ن" এর মাখরাজ উপাধিসহ বর্ণনা করুন?

(৯) "ي, ش, ج" এর মাখরাজ উপাধিসহ বর্ণনা করুন?

(১০) শাফাভী মাখরাজ বর্ণনা করুন?

(১১) হুরুফে নিতইয়ার মাখরাজ বর্ণনা করুন?

(১২) হুরুফে লিছাভিয়ার মাখরাজ বর্ণনা করুন?

(১৩) মাখরাজের সংখ্যা নিয়ে ক্বারীগণের মতানৈক্য বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ৯:

সিফাতের আলোচনা

সিফাতের গুরুত্ব:

যেমনিভাবে মাখরাজ ব্যতীত হুরুফ আদায় হতে পারে না তেমনিভাবে সিফাত ব্যতীত হুরুফ পরিপূর্ণরুপে আদায় হতে পারে না। যেমনিভাবে হুরুফের মাখরাজ ভিন্ন ভিন্ন, তেমনিভাবে প্রতিটি হুরুফের মধ্যে বিদ্যমান সিফাতও ভিন্ন ভিন্ন। সিফাত সহকারে হরফ আদায় করার দ্বারা একই মাখরাজের অনেক হুরুফ পরস্পরের মধ্যে আলাদা আলাদা ও ভিন্ন হয়ে যায়। সিফাত, সিফত এর বহুবচন।

সিফাতের আভিধানিক অর্থ: সিফাতের আভিধানিক অর্থ হলো "مَاقَامَ بِشَيْءٍ" যা কোন বস্তুর সাথে কায়েম থাকে।

সিফাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা: তাজভীদের পরিভাষায় "সিফত" হরফের সেই অবস্থা অথবা কাঠামোকে বলে যা দ্বারা একই মাখরাজের কয়েকটি হরফ পরস্পরের মধ্যে আলাদা ও ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন হরফের পুর বা বারিক হওয়া, আওয়াজ উঁচু বা নিচু হওয়া, শক্তিশালী বা দূর্বল হওয়া, নরম বা কঠিন হওয়া ইত্যাদি যেমন "ص" ও "س" এসবের মাখরাজ তো একই কিন্তু "ص" সিফাতে ইস্তে'লা ও ইতবাক্বের কারণে পুর ও "س" সিফাতে ইস্তেফাল এবং ইনফিতার কারণে বারিক পড়া হয়ে থাকে।

সিফাতের প্রকারভেদ

সিফাত দুই প্রকার: (১) সিফাতে লাযিমা,
(২) সিফাতে আরিযা।

www.dawateislami.net

সিফাতে লাযিমার সংজ্ঞা: হরফের ঐ সিফাত যা হরফের জন্য সর্বক্ষণ জরুরী আর তা ব্যতীত হরফ আদায় হতে পারে না অথবা হরফ অসম্পূর্ণভাবে আদায় হয়। যেমন "ظ" এর মধ্যে সিফাতে ইস্তে'লা এবং ইতবাক্ব আদায় করা না হলে হরফ "ظ" আদায়ই হবে না। হরফকে সিফাতে লাযিমা সহকারে আদায় না করার কারণে লাহনে জলী হয়ে থাকে। **(লুমআতে শামসিয়া হাশিয়য়ে ফাউয়ায়িদে মক্কীয়া, ২১ পৃ:, পরিবর্তন সহকারে)**

সিফাতে আরিযার সংজ্ঞা: হরফের ঐ সিফাত যা হরফের জন্য কখনো কখনো থাকে আর কখনো কখনো থাকে না, সেগুলো আদায় না করার দ্বারা হরফ আদায় হয়ে যায় কিন্তু হরফের সৌন্দর্যতা অবশিষ্ট থাকে না। যেমন "রা" মাফতুহাকে বারিক পড়া ইত্যাদি। এই সিফাতটি আটটি হুরুফের মধ্যে পাওয়া যায়, যেগুলোর সমষ্টি হলো "اَوْيَرْ مُلَانِ"। সিফাতে আরিযাকে "লাহনে খফী" বলে। কিন্তু লাহনে খফীকে ছোট ও সাধারণ ভুল মনে করে সেটা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা না করা বড় ভুল।

প্রশ্নাবলি সবক নং ৯

(১) সিফাতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন?
(২) সিফাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?
(৩) সিফাত কত প্রকার সেগুলোর সংখ্যা ও নামসহ বর্ণনা করুন?
(৪) সিফাতে লাযিমার সংজ্ঞা বলুন?
(৫) সিফাতে আরিযার সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ১০:

সিফাতে লাযিমার বর্ণনা

সিফাতে লাযিমার সংখ্যা: প্রসিদ্ধ সিফাতে লাযিমাও হলো মাখরাজের ন্যায় সতেরটি।

সিফাতে লাযিমার প্রকারভেদ: সিফাতে লাযিমা দুই প্রকার:

(১) সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ

(২) সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ

সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ'র সংজ্ঞা:

সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ হলো ঐ সিফাত যা পরস্পরের মধ্যে একে অপরটির বিপরীত যেমন "হামস" এর বিপরীত হলো "জাহর" আর "কঠিন" এর বিপরীত হলো "রুখাওয়াত"।

সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ

সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ হলো দশটি। যেগুলোর মধ্যে পাঁচটি, পাঁচটির বিপরীত।

(১)... হামস
(২)... জাহর
(৩)... শিদ্দত, তাওয়াসসুত
(৪)... রুখাওয়াত
(৫)... ইস্তে'লা
(৬)... ইস্তেফাল
(৭)... ইতবাক্ব
(৮)... ইনফিতাহ
(৯)... ইযলাক্ব
(১০)... ইসমাত

www.dawateislami.net

বিস্তারিত

(১) হামসঃ

আভিধানিক অর্থ: "নিম্ন"। পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "দূর্বলতার কারণে আওয়াজ নীচু হওয়া" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফাতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মাহমুসা" বলে আর এগুলো হলো দশটি যেগুলোর সমষ্টি হলো "فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ"।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মাহমুসা উচ্চারণের সময় আওয়াজ সেগুলোর মাখরাজের মধ্যে এতটুকু দূর্বলভাবে থামে যে, শ্বাস অব্যাহত থাকে আর আওয়াজ নিচু হয়ে যায়।

(২) জাহরঃ

এই সিফতটি হামসের বিপরীত। আভিধানিক অর্থ: "উঁচু" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "শক্তের কারণে আওয়াজের উচ্চতা"কে বলা হয়। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মাজহুরা" বলা হয় । হুরুফে মাহমুসা ব্যতীত বাকী উনিশটি হুরুফ হলো মাজহুরা।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মাজহুরা উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ সেগুলোর মাখরাজের মধ্যে এতটুকু মজবুত সহকারে থামে যে, সেটার প্রভাবে শ্বাস অব্যাহত থাকাটা আটকে যায় আর আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়।

(৩) শিদ্দাতঃ

আভিধানিক অর্থ: "কঠোরতা" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "শক্তের কারণে আওয়াজ কঠিন হওয়া" কে বলে। যেসব

www.dawateislami.net

হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে শাদীদা" বলে আর এগুলো হলো আটটি যার সমষ্টি হলো "أَجِدُ قَطٍ بَكَتْ"।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে শাদীদা উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ সেগুলোর মাখরাজের মধ্যে এতটুকু শক্ততার সাথে থামে যে, দ্রুত বন্ধ হয়ে যায় আর কঠিন হয়ে যায়।

(৪) রুখাওয়াত:

এই সিফতটি "শিদ্দাত" এর বিপরীত। **আভিধানিক অর্থ:** "নম্রতা", **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায়: "দূর্বলতার কারণে আওয়াজ নরম হওয়া" কে বলা হয়। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে রুখওয়া" বলে এবং এগুলো হলো ষোলটি।
যা হুরুফে শাদীদ ও হুরুফে মুতাওয়াসসিতা ব্যতীত।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে রুখওয়া উচ্চারণ করার সময় আওয়াজ সেগুলোর মাখরাজের মধ্যে এতটুকু দূর্বলতার সাথে থামে যার কারণে আওয়াজ অব্যাহত থাকে আর নরম হয়ে যায়।

(তাওয়াস্‌সুত): আভিধানিক অর্থ: "মধ্যবর্তী" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "শিদ্দাত ও রুখাওয়াতের মাঝখানের অবস্থার সাথে পড়া" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফত পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মুতাওয়াসসিতা" বলে আর এগুলো হলো পাঁচটি যার সমষ্টি হলো "لِنْ عُمَرْ"।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মুতাওয়াসসিতা উচ্চারণের সময় আওয়াজ সেগুলোর মাখরাজের মধ্যে না সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয় যে, কঠিনতা সৃষ্টি হয় আর না পরিপূর্ণতা অব্যাহত থাকে যে, রুখাওয়াত সৃষ্টি হয়ে যায় বরং সেটার মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে।

www.dawateislami.net

(৫) ইস্তে'লা:

আভিধানিক অর্থ: "উচ্চতা কামনা করা" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "জিহ্বার গোড়ার তালুর দিকে উঁচু হওয়া" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মুস্তা'লিয়া" বলে আর এগুলো হলো সাতটি যার সমষ্টি হলো "خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ"।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মুস্তা'লিয়া উচ্চারণের সময় জিহ্বার গোড়া তালুর দিকে উঁচু হয়ে থাকে যার কারণে হুরুফ মোটা করে পড়া হয়ে থাকে।

(৬) ইস্তেফাল:

এই সিফাতটি "ইস্তে'লা" এর বিপরীত। **আভিধানিক অর্থ:** "নিচুতা চাওয়া" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "জিহ্বার গোড়ার তালুর দিকে উঁচু না হওয়া" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মুস্তাফিলা" বলে আর এগুলো হলো বাইশটি যা "হুরুফে মুস্তা'লিয়া" ছাড়া।

আদায়ের পদ্ধতি: হুরুফে মুস্তাফিলা উচ্চারণের সময় জিহ্বার তালুর দিকে উঁচু হয় না বরং নিচে থাকে এজন্য এই হরফগুলো বারিক পড়া হয়ে থাকে।

(৭) ইতবাক্ব:

আভিধানিক অর্থ: "মিলে যাওয়া বা আবৃত করে নেয়া" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "জিহ্বা প্রসারিত হয়ে তালুর সাথে মিলে যাওয়া" কে বলে। যেসব হরফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়ায় সেগুলোকে

www.dawateislami.net

"হুরুফে মুতবাক্বা" বলে আর এগুলো হলো চারটি যার সমষ্টি হলো "صطظض"।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মুতবাক্বা আদায় করার সময় জিহ্বা তালুর সাথে মিলে যায় যার কারণে এই হুরুফ অনেক পুর করে পড়া হয়ে থাকে।

(৮) ইনফিতাহ:

এই সিফতটি "ইতবাক্ব" এর বিপরীত। **আভিধানিক অর্থ:** আলাদা থাকা বা খোলা থাকা" **পারিভাষিক অর্থ**" তাজভীদের পরিভাষায় "জিহ্বা তালু থেকে পৃথক থাকা" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মুনফাতিহা" বলে এবং এগুলো হলো পঁচিশটি যা হুরুফে মুতবাক্ব ব্যতীত।

(৯) ইযলাক্ব:

আভিধানিক অর্থ:"কিনারা" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "হুরুফের ঠোঁট, দাঁত ও জিহ্বার কিনারার সাথে ঘেঁষে সহজে উচ্চারণ হওয়া" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি থাকে তাকে "হুরুফে মুযলাক্ব" বলে আর এগুলোর সংখ্যা হলো ছয়টি যার সমষ্টি হলো "فَرَّ مِنْ لُّبِّ"।

আদায়ের পদ্ধতি: হুরুফে মুযলাক্ব আপন মাখরাজের সাথে মিলে সহজভাবে উচ্চারণ হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

(১০) ইসমাত:

এই সিফতটি "ইযলাক্ব" এর বিপরীত। **আভিধানিক অর্থ:** "আটকানো" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "হুরুফ মজবুতি ও দৃঢ়তা সহকারে উচ্চারণ হওয়া" কে বলে। যেই হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেটাকে "হুরুফে মুসমাতাহ" বলে আর এগুলো হলো ত্রিশটি যা হুরুফে মুযলাক্ব ব্যতীত।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মুসমাতাহ নিজের মাখরাজ থেকে মজবুত সহকারে দৃঢ় হয়ে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ বিশিষ্ট হুরুফের সমষ্টি

ক্রমিক নং	হুরুফ	সংখ্যা	সমষ্টি
১	হুরুফে মাহমুসা	১০	فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتْ
২	হুরুফে মাজহুরা	১৯	----------
৩	হুরুফে শাদীদা	৮	أَجِدُ قَطٍ بَكَتْ
৪	হুরুফে রুখওয়া	১৬	----------
--	হুরুফে মুতাওয়াসসিতা	৫	لِنْ عُمَرْ
৫	হুরুফে মুস্তা'লিয়া	৭	خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ
৬	হুরুফে মুতাফিলা	২২	----------
৭	হুরুফে মুতবাক্বা	৪	صططض
৮	হুরুফে মুনফাতাহ	২৫	----------
৯	হুরুফে মুযলাক্বা	৬	فَرَّ مِنْ لُبِّ
১০	হুরুফে মুসমাতা	২৩	----------

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ১০

(১) সিফাতে লাযিমার সংখ্যা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করুন?

(২) সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ'র সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(৩) সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ কয়টি সেগুলোর নাম বর্ণনা করুন?

(৪) সিফাতে লাযিমা মুতাযাদ্দাহ'র মধ্য হতে যেকোন তিনটি সিফাতের সংজ্ঞা উচ্চারণের পদ্ধতি সহকারে বর্ণনা করুন?

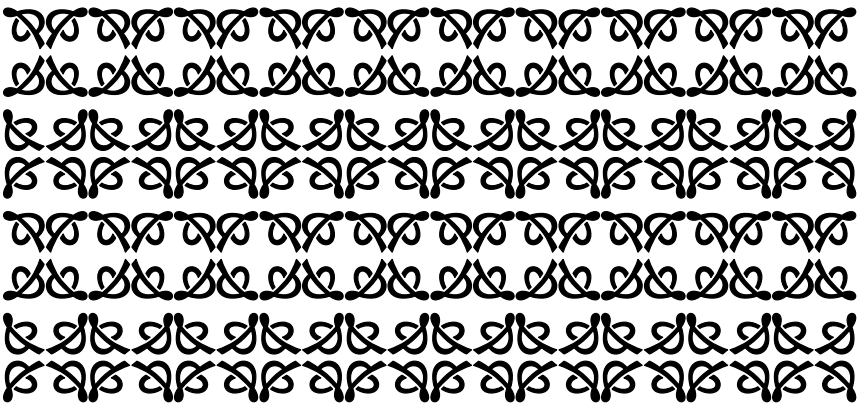

www.dawateislami.net

সবক নং ১১:

সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ'র আলোচনা

সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ'র সংজ্ঞা: সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ ঐ সিফাত যা পরস্পর একে অপরের বিপরীত হয় না। সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ সাতটি:

(১) সফীর (২) ক্বলক্বলা (৩) লীন
(৪) ইনহিরাফ (৫) তাকরীর (৬) নকশী
(৭) ইসতিত্বালাত।

(১) সফীর:

আভিধানিক অর্থ: "বাঁশি, **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় বাঁশির মতো গতিময় আওয়াজকে" বলে। যেই হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় তাকে "হুরুফে সফিরিয়া" বলে।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে সফিরিয়া উচ্চারণের সময় বাঁশির মতো গতিময় আওয়াজ বের হয়ে থাকে যেমন اَلصَّلٰوۃُ এর মধ্যে "ص" হুরুফে সফিরিয়া তিনটি আর তা হলো: "ص, ز, س"।

(২) ক্বলক্বলা:

আভিধানিক অর্থ: "প্রতিধ্বনি" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "হুরুফ উচ্চারণের সময় মাখরাজের মধ্যে প্রতিধ্বনি হওয়াকে" বলে। যেই হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় তাকে "হুরুফে ক্বলক্বলা" বলে।

www.dawateislami.net

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে ক্বলক্বলা উচ্চারণের সময় সেগুলোর মাখরাজের মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়ে থাকে যার কারণে আওয়াজ ফিরে আসার মতো অনুভব হয়ে থাকে। হুরুফে ক্বলক্বলা পাঁচটি যেগুলোর সমষ্টি হলো "قُطْبُ جَدٍّ"।

(৩) লীন:

আভিধানিক অর্থ "নম্রতা" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "হুরুফকে নম্রতার সাথে উচ্চারণ করা" কে বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হরফে লীন" বলে।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে লীনকে সেগুলোর মাখরাজ সহকারে নম্রতার সাথে ধাক্কা দেয়া ব্যতীত, এমনভাবে আদায় করা উচিত যে, যদি লম্বা করতে চায় তবে যেনো করতে পারে। যেমন "قُرَيْشٍ , خَوْفٍ"

হুরুফে লীন হলো দুইটি আর তা হলো: "و" ও "ى" সাকিনের পূর্বে যবর।

(৪) ইনহিরাফ:

আভিধানিক অর্থ "ফিরে যাওয়া"**পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "হুরুফ উচ্চারণ করার সময় এক মাখরাজ থেকে অন্য মাখরাজের দিকে "ফিরে যাওয়াকে" বলে। যেসব হুরুফের মধ্যে এই সিফতটি পাওয়া যায় সেগুলোকে "হুরুফে মুনহারিফা" বলে।

উচ্চারণের পদ্ধতি: হুরুফে মুনহারিফা উচ্চারণ করার সময় জিহ্বা একটি মাখরাজ থেকে অন্য মাখরাজের দিকে রুপান্তরিত হয়। হুরুফে মুনহারিফা হলো দুইটি যথা: "ل" ও "ر"

www.dawateislami.net

(৫) তাকরীরঃ

আভিধানিক অর্থঃ "কোন জিনিস বার বার হওয়া" পারিভাষিক অর্থঃ তাজভীদের পরিভাষায় "হরফ উচ্চারণের সময় জিহ্বার মাথায় কম্পন সৃষ্টিকে হওয়াকে বলে। এই সিফতটি "ر" এর মধ্যে পাওয়া যায়।

উচ্চারণের পদ্ধতিঃ "রা" কে উচ্চারণ করার সময় জিহ্বার মাথায় হালকা কম্পন সৃষ্টি হওয়া উচিত তবে আসলে তাকরার থেকে বেঁচে থাকা উচিত যেমন مُسْتَطَرٌ।

(৬) নকশীঃ

আভিধানিক অর্থঃ "প্রসারিত হওয়া" **পারিভাষিক অর্থঃ** তাজভীদের পরিভাষায় "মুখের আওয়াজ প্রসারিত" হওয়াকে বলে। এই সিফতটি ش এর মধ্যে পাওয়া যায়।

উচ্চারণের পদ্ধতিঃ س উচ্চারণ করার সময় সেটার মাখরাজের আওয়াজ প্রসারিত হয়ে যায় যেমন "غَوَاشٌ"

(৭) ইসতিত্বালাতঃ

আভিধানিক অর্থঃ "দীর্ঘতা কামনা করা" **পারিভাষিক অর্থঃ** তাজভীদের পরিভাষায় "আওয়াজের মাখরাজের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অব্যাহত থাকা" কে বলে। এই সিফতটি "حرفِ ضَاد" এর পাওয়া যায়।

উচ্চারণের পদ্ধতিঃ ض হরফটি উচ্চারণের সময় জিহ্বার ভিতরগত কিনারা নাজিয থেকে দ্বাহিক পর্যন্ত ক্রমাগত আস্তে আস্তে লেগে থাকে যার কারণে আওয়াজের মধ্যে দীর্ঘতা সৃষ্টি হয়ে থাকে যেমন وَلَا الضَّآلِّيْنَ O।

www.dawateislami.net

সিফাতের হুরুফের নকশা

ক্রমিক নং	হুরুফে তাহাজ্জী	সিফাত					
১	ا	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
২	ب	জাহর	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইযলাক্ব	ক্বলক্বলা
৩	ت	হামস	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
৪	ث	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তেকাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
৫	ج	জাহর	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	ক্বলক্বলা
৬	ح	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
৭	خ	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তে'লা	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
৮	د	জাহর	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	ক্বলক্বলা
৯	ذ	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
১০	ر	জাহর	তাওয়াসসাত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইযলাক্ব	**তাকরীর, ইনহিরাফ**
১১	ز	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	সফীর
১২	س	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	সফীর
১৩	ش	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	তাফশী
১৪	ص	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তে'লা	ইতবাক্ব	ইসমাত	সফীর
১৫	ض	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তে'লা	ইতবাক্ব	ইসমাত	ইসত্বালাত
১৬	ط	জাহর	শিদ্দত	ইস্তে'লা	ইতবাক্ব	ইসমাত	ক্বলক্বলা
১৭	ظ	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তে'লা	ইতবাক্ব	ইসমাত	-
১৮	ع	জাহর	তাওয়াস্‌সুত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
১৯	غ	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তে'লা	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
২০	ف	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইযলাক্ব	-

www.dawateislami.net

২১	ق	জাহর	শিদ্দত	ইস্তে'লা	ইনফিতাহ	ইসমাত	ক্বলক্বলা
২২	ك	হামস	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
২৩	ل	জাহর	তাওয়াস্‌সুত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইযলাক্ব	ইনহিরাফ
২৪	م	জাহর	তাওয়াস্‌সুত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইযলাক্ব	-
২৫	ن	জাহর	তাওয়াস্‌সুত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইযলাক্ব	-
২৬	و	জাহর	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	লীন
২৭	ه	হামস	রুখাওয়াত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
২৮	ء	জাহর	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	-
২৯	ى	জাহর	শিদ্দত	ইস্তেফাল	ইনফিতাহ	ইসমাত	লীন

প্রশ্নাবলি সবক নং ১১

(১) সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ'র সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(২) সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ'র সংখ্যা ও নাম বলুন?

(৩) সিফাতে লাযিমা গায়রে মুতাযাদ্দাহ'র মধ্য হতে যেকোন তিনটি সিফাতের সংজ্ঞা উচ্চারণের পদ্ধতিসহ বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ১২:

সিফাতে আ'রিযার আলোচনা

সিফাতে আ'রিযার প্রকারভেদ: মৌলিকভাবে সিফাতে আ'রিযা দুই প্রকার:

(১) সিফাতে আ'রিযা বিস সিফাত

(২) সিফাতে আ'রিযা বিল হরফ

(১) **সিফাতে আ'রিযা বিস সিফাতের সংজ্ঞা:** সিফাতে আ'রিযার কারণ "সিফাতে লাযিমা" হলে সেটাকে "সিফাতে আ'রিযা বিস সিফাত" বলে। যেমন ইস্তে'লার কারণে হরফ পুর হওয়া।[১] যেমন مِرْصَادًا এই উদহারণের মধ্যে ر কে পুর পড়া صاد এর ইস্তে'লার কারণে।

(২) **সিফাতে আ'রিযা বিল হরফের সংজ্ঞা:** ঐ সিফাত যার কারণ কোন দ্বিতীয় হরফ হয় যেমন নুন সাকিন ও তানভীনের পর হুরুফে ইখফার মধ্য হতে কোন হরফ আসার কারণে ইখফা যেমন اَنْفُسِكُمْ এর মধ্যে نون এর মধ্যে নুন সাকিনের পর হরফে ইখফার মধ্য হতে "ف" আসার কারণে ইখফা হয়েছে যেটা সিফাতে আ'রিযার অন্তর্ভূক্ত।

(বারাকাতুর তারতীল, ৯২, ৯৩ পৃ:)

সিফাতে আ'রিযা

প্রসিদ্ধ সিফাতে আ'রিযা নিচে উল্লেখ করা হলো:

★ **তাফখীম:** হরফকে পুর করে পড়া যেমন আল্লাহ পাকের মহত্বপূর্ণ নাম "আল্লাহ'র মধ্যে "ل"।

---

(১). অর্থাৎ অন্য হরফে বিদ্যমান সিফতে ইস্তে'লার কারণে।

www.dawateislami.net

★ **তারক্বীক:** হরফকে বারিক পড়া যেমন رِجَالٌ এর "রা"।

★ **তাহকীক:** হরফকে খুবই স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে পড়া যেমন ءَاَنْذَرْتَّهُمْ।

★ **তাসহীল:** তাহকীক ও ইবদালের মধ্যবর্তী অবস্থা ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ।

★ **ইবদাল:** হরফকে পরিবর্তন করা যেমন اٰلْئٰنَ মূলত ءَاَلْئٰنَ ছিলো দ্বিতীয় হামযাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে।

★ **ইছবাত:** হরফকে বাকী রাখা যেমন يَمْحُوااللّٰهُ কে ওয়াকফের মধ্যে يَمْحُوْ পড়া।

★ **হযফ:** হরফকে লুকিয়ে ফেলা যেমন يَمْحُوااللّٰهُ এর , কে ওয়াছলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলা।

★ **ইযহার:** স্পষ্ট করা যেমন اَنْعَمْتَ।

★ **ইখফা:** গোপন করা যেমন اَنْتَ।

★ **ইদগাম:** মিলানো যেমন مَنْ يَّنْظُرُ।

★ **ইকলাব:** পরিবর্তন হওয়া مِنْۢ بَعْدِ।

★ **ইদগামে শাফাভী:** মীম সাকিনের দ্বিতীয় মীমের মধ্যে মুদগাম করা যেমন فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَO।

★ **ইখফায়ে শাফাভী:** মীম সাকিনকে সেটার মাখরাজের মধ্যে গোপন রেখে পড়া যেমন وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَO।

★ **ইযহারে শাফাভী:** মীম সাকিনকে সেটার মাখরাজ থেকে স্পষ্ট করে পড়া যেমন اَلْحَمْدُ

★ **ইমালাহ:** আলিফকে ইয়ার দিকে আর যবরকে যেরের দিকে ঝুকিয়ে পড়া যেমন مَجْرٖىهَا।

www.dawateislami.net

★ **মদঃ** টেনে পড়া যেমন جَآءَ ।

★ **গুন্নাহঃ** নাকের ভিতর আওয়াজ নিয়ে যাওয়া যেমন اَنْتَ ।

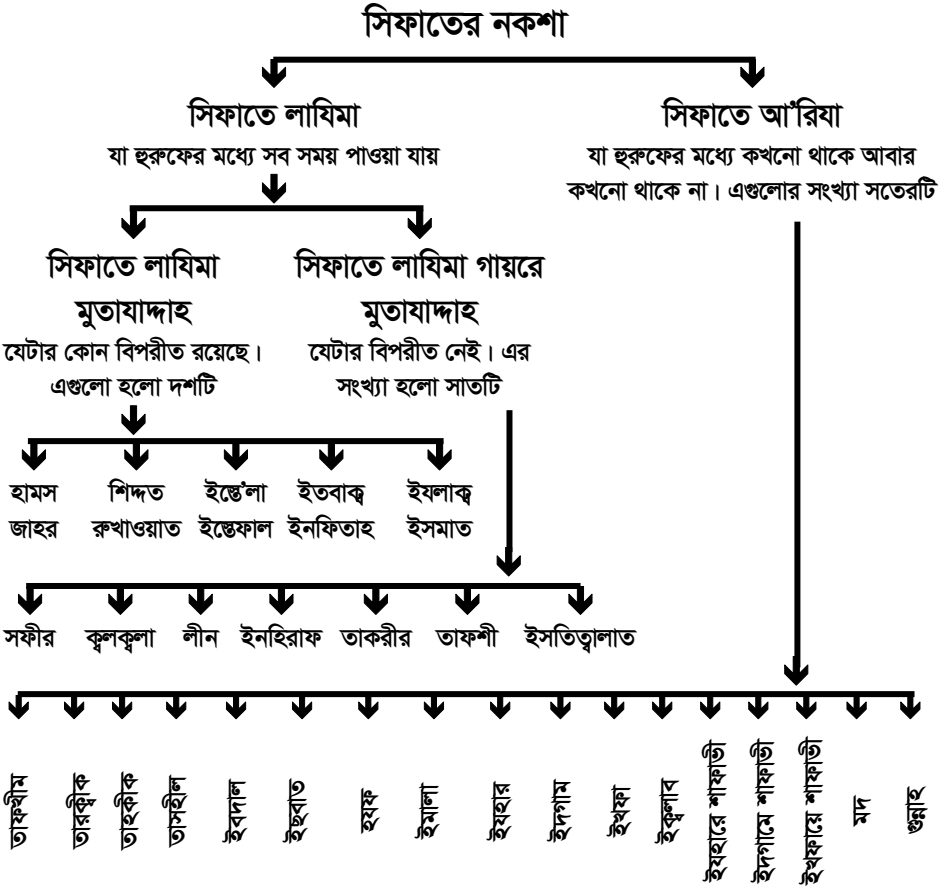

সিফাতের নকশা

প্রশ্নাবলি সবক নং ১২

(১) সিফাতে আ'রিযা কয়টি তার নামসহ বলুন?

(২) সিফাতে আ'রিযা বিস সিফাতের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(৩) সিফাতে আ'রিযা বিল হরফের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(৪) সিফাতে আ'রিযার সংজ্ঞা উদাহরণসহ আলোচনা করুন?

ইমামে আযম এক মু'তাযিলার সাথে মুনাযারা করলেন আর তাকে বললেন: বলো "بْ" সে বললো: "بْ" অতঃপর তিনি বললেন: বলো "دْ" সে বললো: "دْ"অতপর তিনি তাকে বললেন: যদি তুমি তোমার কর্মের সৃজনকারী হয়ে থাকো তাহলে "بْ" কে "دْ" এর মাখরাজ দ্বারা আদায় করে দেখাও। এটা শুনে সেই মু'তাযিলা নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। (আল মু'তাকাদ, ৫৬ পৃ:)

www.dawateislami.net

সবক নং ১৩:

নুন সাকিন, নুন তানভীন ও মীম সাকিনের আলোচনা

নুন সাকিনের সংজ্ঞা: প্রত্যেক সেই নুন যেটার উপর আলামতে জযম (ْ) থাকে সেটাকে "নুন সাকিন" বলে যেমন اَنْ।

নুন তানভীনের সংজ্ঞা: তানভীনের উচ্চারণের মধ্যে নুনের যেই আওয়াজ সৃষ্টি হয়। সেটাকে "নুন তানভীন" বলে যেমন بٍ দুই যের ..ٍ বিন।

নুন সাকিন ও নুন তানভীনের মধ্যে পার্থক্য

নুন সাকিন ও নুন তানভীনের মধ্যে চারটি দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে।

নুন সাকিন	নুন তানভীন
(১) নুন সাকিন শব্দের মাঝখানে আর শেষে আসে যেমন اَنْعَمْتَ, مِنْ	(১) নুন তানভীন শব্দের শেষেই এসে থাকে যেমন غَفُوْرٌ, عَفُوٌّ
(২) নুন সাকিন ইসম, ফে'ল, হরফ তিনটার মধ্যে আসে যেমন مِنْ, يَنْئَوْنَ, الانْبياء	(২) নুন তানভীন শুধুমাত্র ইসমের শেষে আসে যেমন كَلِيْمٌ
(৩) নুন সাকিন লিখাও যায় আর পড়াও যায় যেমন وَانْحَر	(৩) নুন তানভীন লিখা হয় না শুধু পড়া হয় যেমন مُسْلِمَاتٍ
(৪) নুন সাকিন ওয়াকফের মধ্যেও পড়া হয় আর ওয়াছলের মধ্যেও যেমন سَأُنْزِلُ, O رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ	(৪) নুন তানভীন ওয়াছলের ক্ষেত্রে পড়া হয়ে থাকে যেমন سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ আর ওয়াকফের ক্ষেত্রে দুই যবর হলে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন হয় যেমন اَبَدًا থেকে اَبَدَا আর যদি সেটার দুই যের ٍ অথবা দুই পেশ ٌ হয় তবে তানভীন গোপন করে দেয়া হয় যেমন كَلِمٰتٍ থেকে كَلِمٰتْ, وَسِيْلَةٌ থেকে وَسِيْلَه

www.dawateislami.net

নুন সাকিন ও তানভীনের কায়দা

নুন সাকিন ও তানভীনের চারটি কায়দা রয়েছে:

★ ইযহার ★ ইদগাম

★ ইক্বলাব ★ ইখফা

(১) ইযহার এর সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: "প্রকাশ করা" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "হরফকে তার মাখরাজের সমস্ত সিফাত সহকারে কোন পরিবর্তন ছাড়া উচ্চারণ করা" কে বলে যেমন مَنْ اٰمَنَ ।

ইযহারের কায়দা:

যদি নুন সাকিন বা তানভীনের পর "হুরুফে হালকী" এর মধ্য হতে কোন হরফ এসে যায় তবে ঐখানে "ইযহার" হবে যেমন مِنْ خَيْرٍ , مُلْقٍ حِسَابِيَهْ O এটাকে 'ইযহারে হালকী" বলে।

(২) ইদগামের সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: "মিলানো" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "এক সাকিনযুক্ত হরফকে অন্য কোন মুতাহাররাক হরফের মধ্যে এমনভাবে মিলানো" কে বলে যে, উভয় হুরুফ মিলে একটি "মুশাদ্দাদ" হরফ পড়া হয় যেমন مِنْ رَّبِّكَ । প্রথম হরফ যেটাকে মিলানো হয় সেটাকে "মুদগাম" আর দ্বিতীয় হরফ যেটার মধ্যে (প্রথম হরফ) মিলানো হয় সেটাকে "মুগদাম ফিহ" বলে।

www.dawateislami.net

ইদগামের কায়দা:

যদি নুন সাকিন বা তানভীনের পর হুরুফে "يَرْمَلُوْن" এর মধ্য হতে কোন হরফ আসে তাহলে ঐখানে "ইদগাম " হবে, "ل" ও "ر" এর মধ্যে গুন্নাহ ব্যতীত আর বাকী চারটি হুরুফ "يُوْمِنُ" এর মধ্যে গুন্নাহের সাথে ইদগাম হবে যেমন مَنْ يَّقُوْلُ , صَيْحَةً وَّاحِدَةً , اِنْ لَّمْ , مِنْ رَّبِّكَ এটাকে "ইদগামে ইয়ারমালুন" বলে।

ইদগামে ইয়ারমালুনের শর্ত:

ইদগামে ইয়ারমালুনের জন্য জরুরী হলো, নুন সাকিন ও তানভীনের পর হুরুফে ইয়ারমালুন দ্বিতীয় শব্দের মধ্যে হওয়া।

ইযহারে মুতলাক্ব:

উল্লেখিত চারটি শব্দের মধ্যে নুন সাকিনের পর হুরুফ "يَرْمَلُوْن" একটি শব্দের মধ্যে আসার কারণে "ইদগাম" হবে না বরং "ইযহারে মুত্বলাক" হবে এজন্য এই চারটি শব্দের মধ্যে গুন্নাহ করবেন না।

دُنْيَا.....بُنْيَانٌ.....صِنْوَانٌ.....قِنْوَانٌ

(৩) ইক্বলাবের সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: "পরিবর্তন হওয়া" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "একটি হরফকে অন্য হরফ দ্বারা পরিবর্তন করাকে "ইক্বলাব" বলে।

www.dawateislami.net

ইক্বলাবের কায়দা:

যদি নুন সাকিন ও তানভীনের পর "ب" এসে যায় তো নুন সাকিন ও তানভীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে "ইখফা" করে পড়বেন যেমন مِنْۢ بَعْدِ , حِلٌّۢ بِهٰذَا ।

(৪) ইখফার সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: "গোপন করা" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় "ইযহার ও ইদগামের মধ্যবর্তী অবস্থায় পড়ার নাম হলো **"ইখফা"**।

ইখফার কায়দা:

নুন সাকিন বা তানভীনের পর "হুরুফে ইখফা" এর মধ্য হতে কোন হরফ আসলে সেখানে "ইখফা" হবে যেমন مِنْ شَاهِدٍ , بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ। "হুরুফে ইখফা" ১৫টি আর সেগুলো হলো: ت, ث, د, ذ, ز, س, ش, ص, ض, ط, ظ, ف, ق, ك।

মীম সাকিনের কায়দা:

মীম সাকিনের তিনটি কায়দা:

★ ইদগামে শাফাভী ★ ইখফায়ে শাফাভী ★ ইযহারে শাফাভী

(১) ইদগামে শাফাভীর কায়দা: মীম সাকিনের পর দ্বিতীয় মীম আসলে "মীম সাকিন" এ **"ইদগামে শাফাভী"** মাআ'ল গুন্নাহ হবে। যেমন فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ○

www.dawateislami.net

(২) ইখফায়ে শাফাভীর কায়দা: মীম সাকিনের পর "ب" হরফটি আসলে "মীম সাকিনে" "ইখফায়ে শাফাভী" হবে যেমন كُنْتُمْ بِهٖ

(৩) ইযহারে শাফাভীর কায়দা: মীম সাকিনের পর "ب" ও "م" ব্যতীত অন্য কোন হরফ আসলে "মীম সাকিন" এ "ইযহারে শাফাভী" হবে لَمْ يَلِدْ

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৩

(১) নুন সাকিন ও নুন তানভীনের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(২) নুন সাকিন ও নুন তানভীনের মধ্যে পার্থক্য উদাহরণসহ বর্ণনা করুন?

(৩) নুন সাকিন ও তানভীনের কয়টি কায়দা রয়েছে নামসহ বলুন?

(৪) ইযহারের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(৫) ইযহারের কায়দা বর্ণনা করুন?

(৬) ইদগামের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(৭) ইদগামের কায়দা বলুন?

(৮) এই চারটি শব্দ دُنْيَانٌ, بُنْيَانٌ, صِنْوَانٌ, قِنْوَانٌ এর মধ্যে ইদগামে ইয়ারমালুন না হওয়ার কারণ বর্ণনা করুন?

(৯) ইক্বলাবের কায়দা ও আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(১০) ইখফার কায়দা ও আভিধানিক এবং পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(১১) মীম সাকিনের কয়টি কায়দা রয়েছে নাম বলে এক একটির সংজ্ঞা প্রদান করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ১৪:

ইদগামের আলোচনা

ইদগামের শর্তাবলি: ইদগামের তিনটি শর্ত রয়েছে:

(১) মুদগাম সাকিন হওয়া।

(২) মুদগামে ফিহ মুতাহাররিক হওয়া।

(৩) রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হওয়া।

ইদগামের প্রকারভেদ

ইদগাম সাধারণত তিন প্রকার:

★ ইদগামে মিছলাইন

★ ইদগামে মুতাজানিসাইন

★ ইদগামে মুতাক্বারিবাইন

মিছলাইনের সংজ্ঞা:

দু'টি একই রকম (বারংবার আসা) হুরুফ এক বা দু'টি শব্দের মধ্যে একত্রিত হওয়াকে "মিছলাইন" বলে।

(১) ইদগামে মিছলাইনের কায়দা:

যদি একই হরফ দু'বার একটি বা দু'টি শব্দের মধ্যে এইভাবে আসে যে, তাদের প্রথম হরফ "সাকিন" আর দ্বিতীয় হরফ "মুতাহাররিক" হয় তবে "ইদগামে মিছলাইন" হবে অর্থাৎ প্রথম হরফ দ্বিতীয় হরফের মধ্যে "মুদগাম" করবে যেমন اِذْ ذَّهَبَ , قُلْ لَّكُمْ

www.dawateislami.net

মুতাজানিসাইনের সংজ্ঞা:

একই মাখরাজের দু'টি হুরুফ এক অথবা দু'টি শব্দে একত্রিত হওয়াকে "মুতাজানিসাইন" বলে।

(২) ইদগামে মুতাজানিসাইনের কায়দা:

এমন দু'টি হরফ যেগুলোর মাখরাজ তো একই কিন্তু হরফ ভিন্ন ভিন্ন সেই হরফগুলো এক অথবা দু'টি শব্দের মধ্যে এমনভাবে আসে যে, তাদের প্রথম হরফ "সাকিন" আর দ্বিতীয় হরফ "মুতাহাররিক" হয় তবে "ইদগামে মুতাজানিসাইন" হবে সাকিনকে মুতাহারাকের মধ্যে মুদগাম করবে যেমন فَرَّطْتُّمْ , اِذْظَّلَمُوا

মুতাক্বারিবাইনের সংজ্ঞা:

দু'টি "নিকটস্থ মাখরাজ" হরফ একটি বা দু'টি শব্দের মধ্যে একত্রিত হওয়াকে "মুতাক্বারিবাইন" বলে।

(৩) ইদগামে মুতাক্বারিবাইনের কায়দা:

এমন দু'টি হুরুফ যা মাখরাজ ও সিফাতের দিক দিয়ে নিকটবর্তী আর সেগুলো শব্দের মধ্যে এমনভাবে এসে যায় যে, সেগুলোর প্রথম হরফ "সাকিন" আর দ্বিতীয় হরফ "মুতাহাররিক" হয় তবে "ইদগামে মুতাক্বারিবাইন" হবে যেমন قُلْ رَّبِّیْ , مَنْ یَّقُوْلُ

গঠনগত দিক দিয়ে ইদগামের প্রকারভেদ

গঠনগত দিক দিয়ে ইদগামে মুতাজানিসাইন ও মুতাক্বারিবাইন দুই প্রকার:

www.dawateislami.net

★ ইদগামে তাম ★ ইদগামে নাকিস

(১) ইদগামে তাম এর সংজ্ঞা: ইদগাম হওয়া অবস্থায় যদি প্রথম হরফের কোন সিফত বাকী না থাকে তবে সেটাকে “ইদগামে তাম” বলে যেমন قُلْ رَّبِّ , اِذْظَّلَمُوا ।

(২) ইদগামে নাকিস এর সংজ্ঞা: ইদগাম হওয়া অবস্থায় যদি প্রথম হরফের কোন সিফত বাকী থাকে তবে সেটাকে “ইদগামে নাকিস” বলে যেমন مَنْ يَّقُوْلُ , اَحَطْتُّ (প্রথম উদাহরণের মধ্যে নুনের সিফাত হলো গুন্নাহ আর দ্বিতীয় উদাহরণে ط এর সিফাতে ইস্তে'লা বাকী আছে)

ইদগামে নাকিস বিশিষ্ট শব্দাবলি: নিম্নোল্লেখিত চারটি শব্দে ইদগামে নাকিস হয়েছে:

اَحَطْتُّ ...... بَسَطْتُّ ...... فَرَّطْتُّ ...... فَرَّطْتُّم

অবশ্য “اَلَمْ نَخْلُقْكُّمْ” এর মধ্যে “ইদগামে তাম” ও “ইদগামে নাকিস” উভয়টি জায়িয তবে তাম “উত্তম”।

হরকত ও সুকুনের দিক দিয়ে ইদগামের প্রকার

হরকত ও সুকুনের দিক দিয়ে ইদগামে মিছলাইন ও মুতাজানিসাইন দুই প্রকার:

ইদগামে ওয়াজিব, ইদগামে জায়িয

(১).... **ইদগামে ওয়াজিবের সংজ্ঞা:** “মিছলাইন” ও “মুতাজানিসাইন” এর ইদগামের মাঝখানে যদি প্রথম হরফ স্বয়ং নিজেই সাকিন হয় তবে “ইদগাম” করা ওয়াজিব। এটাকে “ইদগামে ওয়াজিব” ও ইদগামে সগীর” ও বলে যেমন قَدْتَّبَيَّنَ , اِذْذَّهَبَ

www.dawateislami.net

(২)....ইদগামে জায়িযের সংজ্ঞা: যদি প্রথম হরফ "মুতাহাররিক" থাকে, সেটাকে সাকিন করে ইদগাম করেন তাহলে এই "ইদগাম" কে "ইদগামে জায়িয" এবং "ইদগামে কবীর" বলে যেমন مَدَّ মূলত مَدَدَ ছিলো।

ইদগামের নিষিদ্ধ অবস্থাসমূহ

"মাওয়ানিয়ে' ইদগাম" অর্থাৎ যেখানে ইদগাম করা নিষেধ। এটার কিছু অবস্থা রয়েছে: (১)... দু'টি "," একত্রিত হলে আর তার মধ্যে প্রথমটি ", মাদ্দাহ" হলে ইদগাম জায়িয নেই যেমন قَالُوْا وَهُمْ (২)... যখন দু'টি "ى" একত্রিত হয় আর সেগুলোর মধ্যে প্রথমটি "ى মাদ্দাহ " হয় তবে ইদগাম জায়িয নেই যেমন فِىْ يَوْمٍ (৩)... "হুরুফে হালকীর তার সম মাখরাজ হরফের মধ্যে ইদগাম হবে না যেমন فَاصْفَحْ عَنْهُمْ (৪)... "হুরুফে হালকী" "গায়রে হালকী"র হরফের মধ্যে ইদগাম হবে না যেমন لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا (নোট): হুরুফে হালকী তার মতো হরফের মধ্যে ইদগাম হবে যেমন (مَالِيَهْ هَلَكَ) (৫)... "ل" এর "ن" এ ইদগাম হবে না যেমন قُلْنَ।

ইদগাম থেকে মুছতাছনা শব্দাবলি

রেওয়ায়েতে ইমাম হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বা'ত্বরিকে শাতেবী মোতাবেক "يٰسٓ وَالْقُرْاٰنِ" ও "نٓ وَالْقَلَمِ" এ ইদগাম হবে না।

মুছতাছনা শব্দাবলির মধ্যে ইদগাম না হওয়ার কারণ:

এসব শব্দাবলির মধ্যে ইদগামের কায়দা পাওয়া যাওয়া সত্বেও ইদগাম এজন্য হবে না যে, ইমাম হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বা'ত্বরিকে

www.dawateislami.net

শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই শব্দাবলির মধ্যে ইদগাম রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত নেই। এই কারণে এটাকে মুছতাছনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। "ইলমে তাজভীদ" নকল থেকে প্রমাণিত। তাজভীদের প্রত্যেক সেই কায়দা গ্রহণযোগ্য যা রেওয়ায়েত থেকে প্রমাণিত আর যেই ব্যক্তি রেওয়ায়েত ব্যতীত শুধুমাত্র বিবেক দ্বারা তাজভীদের কোন মাসআলা বর্ণনা করে সেই মাসআলা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইদগামের নকশা

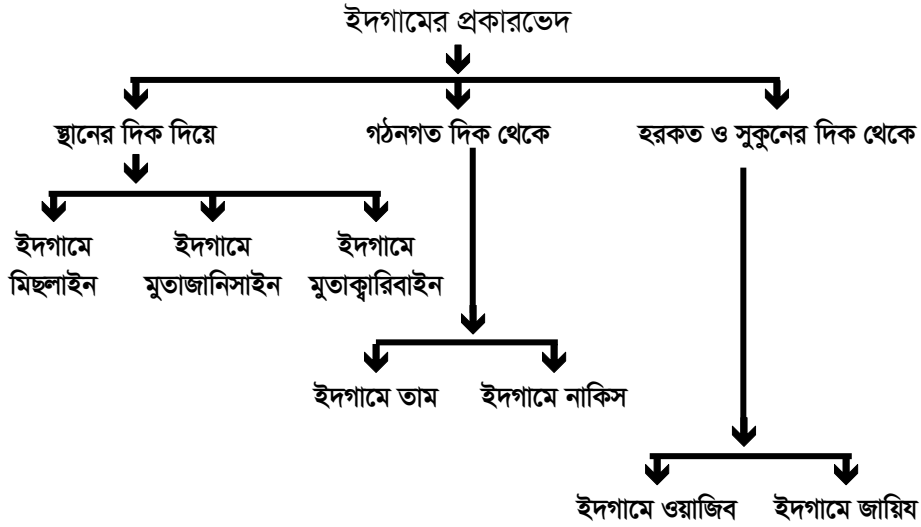

উপরোল্লেখিত সমস্ত প্রকারভেদের সংজ্ঞা ইদগামের সবকের মধ্যে লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৪

(১) ইদগামের শর্ত বর্ণনা করুন?

(২) মিছলাইন কাকে বলে?

(৩) ইদগামে মিছলাইনের কায়দা বর্ণনা করুন?

(৪) মুতাজানিসাইন কাকে বলে?

(৫) ইদগামে মুতাজানিসাইনের কায়দা বলুন?

(৬) মুতাক্বারিবাইন কাকে বলে?

(৭) ইদগামে মুতাক্বারিবাইনের কায়দা বর্ণনা করুন?

(৮) গঠনগত দিক দিয়ে ইদগাম কয় প্রকার?

(৯) ইদগামে তাম ও ইদগামে নাকিসের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(১০) ইদগামে নাকিস বিশিষ্ট কয়টি ও কি কি শব্দাবলি রয়েছে?

(১১) হরকত ও সুকুনের দিক দিয়ে ইদগাম কয় প্রকার নামসহ সংখ্যা বলুন?

(১২) ইদগামে ওয়াজিব ও ইদগামে সগীর কাকে বলে?

(১৩) ইদগামে কবীর ও ইদগামে জায়িয কাকে বলে?

(১৪) মাওয়ানিয়ে' ইদগাম বলতে কি বুঝায় এবং নিষিদ্ধ ইদগামের অবস্থা বর্ণনা করুন?

(১৫) কোন কোন শব্দাবলি ইদগাম থেকে মুছতাছনা ঐসব শব্দাবলির মধ্যে ইদগাম না হওয়ার কারণ বলুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ১৫:

গুন্নাহ এর আলোচনা

গুন্নাহর আভিধানিক অর্থ: "গুনগুন করা"

গুন্নাহর পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "গুন্নাহ" সেই আওয়াজকে বলে যা নাকের বাঁশি থেকে বের হয়ে থাকে।

গুন্নাহর প্রকারভেদ

গুন্নাহ দুই প্রকার:

★ গুন্নাহ আনী

★ গুন্নাহ যমানী

(১)... গুন্নাহ আনী:

এই গুন্নাহ "নুন" ও "মীম" এর মধ্যে পাওয়া যায় এটা ব্যতীত "নুন" ও "মীম" আদায় হতেই পারে না কেননা "এটি সিফাতে লাযিমা" এজন্য এটাকে "সিফাতে গুন্নাহ" ও বলা হয়ে থাকে।

গুন্নাহ আনীর পরিমাণ:

এই গুন্নাহটি "মীম" ও "নুন" উচ্চারণের সময় দ্রুত আদায় হয়ে যায়।

(২)... গুন্নাহ যমানী:

ঐ গুন্নাহ যা এক আলিফের সমপরিমাণ করা হয়ে থাকে। এটাকে "গুন্নাহ ফুরুয়ী" ও বলে।

www.dawateislami.net

মীম ও নুনে মুশাদ্দাদের গুন্নাহ:

"মীমে মুশাদ্দাদ" ও "নুনে মুশাদ্দাদ" এর মধ্যে সর্বদা গুন্নাহ হয়ে থাকে এই গুন্নাহটি ওয়াজিব এটার পরিমাণ হলো এক আলিফ সমপরিমাণ।

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৫

(১) গুন্নাহর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(২) গুন্নাহ কয় প্রকার নাম বলুন?

(৩) গুন্নাহ আনী কাকে বলে আর গুন্নাহ আনীর পরিমাণ বর্ণনা করুন?

(৪) গুন্নাহ যমানী কি?

(৫) মীমে মুশাদ্দাদ, নুনে মুশাদ্দাদের মধ্যে গুন্নাহ করার বিধান বর্ণনা করুন?

জনৈক বাদশাহ এমন এক ইমামের পেছনে নামায আদায় করতো যে লম্বা কিরাত পড়তো, একবার সেই বাদশাহ মানুষের সামনে সেই ইমাম সাহেবকে ধমকের সূরে বললো: এক রাকাতে শুধুমাত্র একটি আয়াত পড়বে। সুতরাং এরপর সেই ইমাম মাগরিবের নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর এই আয়াতটি পাঠ করলেন: قَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا O আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহার পর এই আয়াত পাঠ করলেন: رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا O তো নামাযের পর সেই বাদশাহ তাঁকে বললো: এই দুই আয়াত ছাড়া যা চাও আর যতটুকু চাও (কিরাত) লম্বা করিও।

www.dawateislami.net

সবক নং ১৬:

তাফখীম ও তারক্বীকের আলোচনা

তাফখীম অর্থ: হরফ পুর করা। যেই হরফ পুর পড়া হয় তাকে "মুফাখখাম" বলে। আর তারক্বীক অর্থ: হরফকে বারিক পড়া। যেই হরফকে বারিক পড়া হয় তাকে "মুরাক্কাক্ব" বলে। তাফখীম ও তারক্বীকের দিক দিয়ে হুরুফ তিন প্রকার:

(১) কিছু কিছু হরফ সর্বদা সর্বাবস্থায় পুর পড়া হয়ে থাকে এগুলো হলো হরফে মুস্তা'লিয়া, যার সমষ্টি হলো "خَصَّ ضَغْطٍ قِظْ"।

(২) কিছু হরফকে সর্বদা সর্বাবস্থায় বারিক পড়া হয়ে থাকে "ا, ل, ر" ছাড়া বাকীগুলো হুরুফে মুসতাফিলা।

(৩) কিছু হরফকে কখনো পুর আবার কখনো বারিক পড়া হয়ে থাকে এগুলো তিনটি "ا, ل, ر"।

"আলিফ" এর তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

"আলিফ" সর্বদা নিজের পূর্বেকার হরফের অনুসারী হয়ে থাকে। যদি পূর্বের হরফ পুর হয় তবে আলিফও পুর হবে যেমন قَالَ আর যদি পূর্বের হরফ বারিক হয় তবে আলিফও বারিক হবে যেমন عَانَ।

"لام" এর তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

★ আল্লাহ পাকের মহত্বপূর্ণ '**اللّٰه**' নামের লামের পূর্বে যদি যবরযুক্ত অথবা পেশযুক্ত হরফ হয় তবে আল্লাহ পাকের মহত্বপূর্ণ নামের লামকে পুর পড়া হবে যেমন اِنَّ اللّٰهَ, رَسُوْلُ اللّٰهِ

www.dawateislami.net

★ আর যদি আল্লাহ পাকের মহত্বপূর্ণ নাম "**اللّٰه**" এর "লাম" এর পূর্বে যেরযুক্ত হরফ থাকে তবে আল্লাহ পাকের মহত্বপূর্ণ নাম "**اللّٰه**" এর লাম বারিক পড়া হবে যেমন بِسۡمِ اللّٰهِ

নোট: আল্লাহ পাকের মহত্বপূর্ণ নাম "**اللّٰه**" শব্দের "লাম" ব্যতীত প্রতিটি "লাম" সর্বাবস্থায় বারিকই পড়া হবে।

را এর তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

"را" এর তাফখীম ও তারক্বীকের ভিত্তিতে ছয়টি অবস্থা হয়: (১) "را" মুতাহাররিকা (২) "را" সাকিনা (৩) "را" মাওকুফা (৪) "را" মুশাদ্দাদাহ (৫) "را" মুরামা (৬) "را" মুমালা।

(১) "را" মুতাহাররিকার তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

"را" এর উপর যবর ـَ দুই যবর ـً পেশ ـُ দুই পেশ ـٌ খাড়া যবর ـٰ এবং উল্টো পেশ ـٗ, হলে "را" পুর হবে যেমন رَبِّ, رُبَمَا , اَجْرًا , اَجْرٌ , اِبْرٰهِيۡم

★ আর যদি "را" এর নিচে যের ـِ দুই যের ـٍ খাড়া যের ـٖ হয় তবে "را" বারিক হবে যেমন شَرِبَ , نُوۡرٍ , رِ

(২) را সাকিনার তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

★ را সাকিনার পূর্বের হরফ মাফতুহ বা মাযমুম হলে "را" পুর হবে যেমন قُرۡاٰنٌ , فَرۡدًا * "را" সাকিনের পূর্বে আরযি যের হলে "را" পুর হবে যেমন اِرۡجِعۡ * "را" সাকিনের পূর্বে দ্বিতীয় শব্দে যের হলে "را" পুর হবে

www.dawateislami.net

যেমন رَبِّ ارْجِعُوْن ★ "ر" সাকিনের পূর্বে যের হলে এবং পরে হুরুফে মুস্তা'লিয়ার মধ্য হতে কোন হরফ সেই শব্দের মধ্যে হলে "ر" পুর হবে যেমন قِرْطَاسٍ , مِرْصَادٍ

নোট: "فِرْقٍ" শব্দের "ر" পুর অথবা বারিক উভয় পদ্ধতিতে পড়তে পারবে ★ "ر" সাকিনের পূর্বে যের হলে এবং "হুরুফে মুস্তা'লিয়া" থেকে কোন হরফ দ্বিতীয় শব্দে আসলে "ر" বারিক হবে যেমন فَاصْبِرْ صَبْرًا ★ "ر" সাকিনের পূর্বে আসলি যের সেই শব্দে হলে "ر" বারিক পড়া হবে যেমন فِرْعَوْن ।

(৩) ر মাওকুফার তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

"ر" "মাওকুফা" অর্থাৎ সেই "ر" যেটার উপর সুকুন সহকারে ওয়াকফ করা হয়। সেটার নিম্নে উল্লেখিত কায়দাসমূহ রয়েছে:

★ "ر" মাওকুফার পূর্বে যবর ـَـرْ অথবা পেশ ـُـرْ হলে "ر" পুর হবে যেমন زُبُرْ , نُذُرْ , قَمَرْ , وَانْحَرْ

★ "ر" মাওকুফার পূর্বে হরফ সাকিন হলে সেই সাকিন হরফের পূর্বে হরফে মাফতুহ বা মাযমুম হলে "ر" পুর হবে যেমন وَالْعَصْرْ , وَالطُّوْرْ , نُوْرْ , اَلنَّارْ

★ "ر" মাওকুফার পূর্বে যদি যের হয় তো "ر" বারিক পড়া হবে যেমন يَغْفِرْ , فَأَنْذِرْ , فَاصْبِرْ

★ ر মাওকুফার পূর্বের হরফ সাকিন হলে আর সেই সাকিন হরফের পূর্বের হরফ মাকসুর হলে "ر" বারিক হবে যেমন اَلسِّحْرْ , حِجْرْ , ذِكْرْ , فِكْرْ

www.dawateislami.net

★ "ر" মাওকুফার পূর্বে يا সাকিন হলে "ر" কে বারিক পড়া হবে যেমন قَدِيْرٌ , خَيْرٌ

(৪) را মুশাদ্দাদার তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

را **মুশাদ্দাদার সংজ্ঞা:** সেই "ر" যেটার উপর তাশদীদ হয়। "ر" মুশাদ্দাদা নিজ হরকত অনুযায়ী পুর বা বারিক পড়া হবে অর্থাৎ যদি সেটার উপর যবর বা পেশ হয় তবে পুর আর যদি যের হয় তখন বারিক পড়া হবে, প্রথম "ر" দ্বিতীয় "ر" এর অনুসারী হবে যেমন ذُرِّيَّةٍ , فَفِرُّوْا ,

(৫) را মুরামার তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

"ر" মুরামার সংজ্ঞা: "ر" মুরামা" সেই "ر" কে বলে যেটার উপর "ওয়াকফ বির রোম" করা হয়েছে। ★ "ر" মুরামা" ও নিজ হরকত অনুযায়ী পুর বা বারিক পড়া হবে যেমন "وَالْفَجْرِ" এর را মাকসুর" এর উপর "ওয়াকফ বির রোম" করা হয়েছে তাই را বারিক ও نُوْرٌ "এর ر" এর উপর "ওয়াকফ বির রোম" করা হয়েছে তাই "ر" কে পুর পড়া হবে।

(৬) را মুমালার তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা:

"ر মুমালার সংজ্ঞা: "ر মুমালাহ" হলো সেটা যেটার মধ্যে "ইমালাহ" করা হয়েছে।

★ "ر মুমালাহ" যের ـِـ এবং "ى" এর দিকে ঝুকার কারণে বারিক পড়া হবে যেমন مَجْرِىٰهَا

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৬

(১) তাফখীম ও তারক্বীকের অর্থ বর্ণনা করুন?

(২) তাফখীম ও তারক্বীকের দিক দিয়ে হুরুফে তাহাজ্জী কয় প্রকার?

(৩) আলিফের তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা বলুন?

(৪) লাম এর তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা বর্ণনা করুন?

(৫) ।, তাফখীম ও তারক্বীকের দিক দিয়ে কয় প্রকার, সেগুলোর নাম বলুন?

(৬) ।, মুতাহাররিকার সংজ্ঞা ও তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা বলুন?

(৭) ।, সাকিনের সংজ্ঞা ও তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা আলোচনা করুন?

(৮) ।, মাওকুফার সংজ্ঞা ও তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা বর্ণনা করুন?

(৯) ।, মুশাদ্দাদার সংজ্ঞা ও তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা আলোচনা করুন?

(১০) ।, মুরামার সংজ্ঞা এবং তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা বর্ণনা করুন?

(১১) ।, মুমালার সংজ্ঞা এবং তাফখীম ও তারক্বীকের কায়দা বলুন?

www.dawateislami.net

সবক নং: ১৭

হারাকাতের বর্ণনা

আভিধানিক অর্থ: হরকতের আভিধানিক অর্থ "নড়াচড়া"। **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় যবর ـَـ যের ـِـ পেশ ـُـ কে হারাকাত" বলে। হারাকাত, হরকতের বহুবচন।

(১) যবর ـَـ কে "ফাতাহ", যেই হরফের উপর যবর হয় তাকে "মাফতুহ" বলে।

(২) যের ـِـ কে কাসরাহ", যেই হরফের নিচে যের হয় তাকে "মাকসুর" বলে।

(৩) পেশ ـُـ কে "যম্মাহ" যেই হরফের উপর পেশ হয় তাকে "মাযমুম" বলে।

হারাকাতকে টান, ধাক্কা ব্যতীত মারুফ তথা আরবি বাচন পদ্ধদিতে পড়া উচিত। আর মাজহুল উচ্চারণ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

হারাকাত উচ্চারণের পদ্ধতি:

ফাতাহ: এই হরকতটি মুখ ও আওয়াজ খুলে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন بَ

কাসরাহ: এই হরকতটি মুখ ও আওয়াজ ঝুকিয়ে উচ্চারিত হয়ে থাকে যেমন بِ

যম্মাহ: এই হরকতটি ঠোঁটকে গোলাকার করে অসম্পূর্ণ মিলানোর দ্বারা উচ্চারিত হয়ে থাকে যেমন بُ

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৭

(১) হরকতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(২) হারাকাতের নাম বর্ণনা করুন?

(৩) হারাকাত উচ্চারণের পদ্ধতি বলুন?

সবক নং ১৮:

সুকুনের আলোচনা

সুকুনের আভিধানিক অর্থ: "থামা" **সুকুনের পারিভাষিক অর্থ:** সালবে হরকত অর্থাৎ হরকত না হওয়া।

সুকুনের আলামত: এই আলামত ...ْ কে "জযম" বলে। যেই হরফের উপর জযম হয় তাকে "সাকিন" বলে। সাকিন হরফ তার পূর্ববর্তী মুতাহাররিক হরফের সাথে মিলিয়ে পড়া হয়ে থাকে যেমন كُنْ

সুকুনের প্রকারভেদ

সুকুন দুই প্রকার: ★ সুকুনে আসলী ★সুকুনে আরযি

(১) সুকুনে আসলীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ: সুকুনে আসলী হলো সেই সুকুন যেটা ওয়াকফ ও "ওয়াছল" এ কায়েম থাকে যেমন اَلْحَسَنْ এ "نْ" এর সুকুন। সুকুনে আসলীকে "সুকুনে লাযেমী" ও "সুকুনে ওয়াদয়ী" ও বলা হয়। নুকুনে আসলীর দুইটি আলামত রয়েছে:

★ জযম ...ْ ★ তাশদীদ ...ّ

www.dawateislami.net

(২) সুকুনে আরযির সংজ্ঞা: সুকুনে আরযি হলো সেই সুকুন যেটার মধ্যে মুতাহাররিক হরফ ওয়াকফের কারণে সাকিন হয়ে যায় যেমন رَبِّ الْعٰلَمِيْنْO

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৮

(১) সুকুনের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(২) সুকুনের প্রকারভেদ ও আলামত বর্ণনা করুন?

সবক নং ১৯:

মাদ্দাতের বর্ণনা

মদের আভিধানিক অর্থ: "লম্বা করা" **পারিভাষিক অর্থ:** তাজভীদের পরিভাষায় হুরুফে মাদ্দাহ ও হুরুফে লীনের পর মদ করার কারণসমূহ থেকে কোন কারণ পাওয়া অবস্থায় আওয়াজ লম্বা করাকে "মদ" বলে।

মদের কারণ: মদের কারণ হলো দু'টি: "হামযা ও সুকুন"।

মদের স্থান: মদের স্থানও দু'টি: "হুরুফে মাদ্দাহ ও হুরুফে লীন।"

মদের প্রকারভেদ

মদ দুই প্রকার: ★ মদে আসলী ★ মদে ফুরুয়ী

(১) মদে আসলীর সংজ্ঞা:

হুরুফে মাদ্দার পর, মদের কোন কারণ না হলে তাকে "মদে আসলী" বলে যেমন اُوْذِيَنَا।

www.dawateislami.net

মদে আসলীর পরিমাণ: মদে আসলীর পরিমাণ হলো এক "আলিফ" অর্থাৎ দুই হারাকাতের সমপরিমাণ। যদি মদে আসলী আদায় করা না হয় তাহলে মদের সত্তা বাকী থাকে না এবং "আলিফ মাদ্দাহ" যবর ـَـ দ্বারা "ইয়া মাদ্দাহ" যের ـِـ দ্বারা "ওয়াও মাদ্দাহ" পেশ ـُـ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

(২) মদে ফুরুয়ীর সংজ্ঞা: "হুরুফে মাদ্দাহ" অথবা "হুরুফে লীনের" পর কোন কারণ পাওয়া গেলে তাকে "মদে ফুরুয়ী" বলে।

মদে ফুরয়ীর প্রকারভেদ

মৌলিকভাবে মদে ফুরুয়ী চার প্রকার:

(১) মদে মুত্তাসিল (২) মদে মুনফাসিল
(৩) মদে লাযিম (৪) মদে আরিয।

মদের কারণ যদি "হামযা" হয় তবে সেটা দুইপ্রকার:

★ মদে মুত্তাসিল ★ মদে মুনফাসিল

(১) মদে মুত্তাসিলের সংজ্ঞা: যখন হুরুফে মাদ্দার পর হামযা সেই শব্দের মধ্যে থাকে তখন তাকে "মদে মুত্তাসিল" বলে। মদে মুত্তাসিলকে " মদে ওয়াজিব" ও বলে। যেমন جَآءَ , سِيٓءَ

(২) মদে মুনফাসিলের সংজ্ঞা: "হুরুফে মাদ্দার" পর "হামযা" দ্বিতীয় শব্দে হলে তাকে "মদে মুনফাসিল" বলে। মদে মুনফাসিলকে " মদে জায়িয" ও বলে যেমন بِمَآ اُنْزِلَ , قُوٓا اَنْفُسِكُمْ

www.dawateislami.net

মদে মুত্তাসিল ও মদে মুনফাসিলের পরিমাণঃ

মদে মুত্তাসিল ও মুনফাসিলের মধ্যে "তাওয়াসসুত" হয়ে থাকে। মদে মুত্তাসিল ও মদে মুনফাসিলের মধ্যে তাওয়াসসুতের পরিমাণ ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মতে "আড়াই আলিফ"।

(শরহুশ শাতিবিয়াহ লিল মোল্লা আলী ক্বারী, ৬০ পৃঃ)

মদের কারণ যদি "সুকুন" হয় তবে সেটার দুই প্রকারঃ

★ মদে লাযিম ★ মদে আরিয

মদে লাযিম ও লীন লাযিমের সংজ্ঞাঃ

হুরুফে মাদ্দাহ অথবা হুরুফে লীনের পর "আসলী সুকুন" হলে প্রথম পর্যায়ে মদে লাযিম পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পর্যায়ে মদে লীন লাযিম হবে। যেমন- عَيْنْ , دَآبَّةٍ

"মদে লাযিম" এর প্রকারভেদ

"মদে লাযিম" চার প্রকারঃ

(১) মদে লাযিম কলমী মুছাক্কাল

(২) মদে লাযিম কলমী মুখাফ'ফাফ

(৩) মদে লাযিম হরফী মুছাক্কাল

(৪) মদে লাযিম হরফী মুখাফ'ফাফ

(১) মদে লাযিম কলমী মুছাক্কালের সংজ্ঞাঃ

যদি শব্দের মধ্যে "হুরুফে মাদ্দার" পর আসলী সুকুন "তাশদীদ সহকারে" থাকে তবে সেটাকে " মদে লাযিম কলমী মুছাক্কাল" বলে যেমন جَآنٌّ

www.dawateislami.net

(২) মদে লাযিম কলমী মুখাফ'ফাফ এর সংজ্ঞাঃ

যদি শব্দের মধ্যে "হুরুফে মাদ্দার" পর আসলী সুকুন "জযম সহকারে" আসে তাকে " মদে লাযিম কলমী মুখাফ'ফাফ" বলে যেমন آٰلْئٰنَ (মদে লাযিম কলমী মুখাফ'ফাফের এটাই একটি উদাহরণ যেটা দু'বার "সূরা ইউনুস" এ এসেছে)

(৩) মদে লাযিম হরফী মুছাক্কালের সংজ্ঞাঃ

হরফের মধ্যে যদি "হুরুফে মাদ্দার" পর "আসলী সুকুন" "তাশদীদ সহকারে" আসে তাকে " মদে লাযিম হরফী মুছাক্কাল" বলে যেমন الٓمّٓO।

(৪) মদে লাযিম হরফী মুখাফ'ফাফের সংজ্ঞাঃ

হরফের মধ্যে যদি "হুরুফে মাদ্দার" পর "আসলী সুকুন" "জযম সহকারে" হয় তবে তাকে "মদে লাযিম হরফী মুখাফ'ফাফ" বলে যেমন نٓوْن ।

মদে লাযিম ও মদে লীন লাযিমের পরিমাণঃ

মদে লাযিমের চারটি প্রকারের মধ্যেই লম্বা হয়ে থাকে। লম্বা করার পরিমাণ তিন আলিফ। তবে মদে লাযিমের মধ্যে লম্বা, তাওয়াসসুত ও কসর হয়ে থাকে তবে লম্বা করা উত্তম।

মদে আরিয ও লীন আরিযের সংজ্ঞাঃ

হুরুফে মাদ্দার পর আরযি সুকুন হলে তাকে মদে আরিয বলে যেমন رَبِّ الْعٰلَمِيْنَO আর যদি হুরুফে লীনের পর আরযি সুকুন হয় তবে তাকে মদে লীন আরিয বলে যেমন قُرَيْشٍO।

www.dawateislami.net

মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের পরিমাণঃ

মদে আরিয ও মদে লীন আরিযে লম্বা, তাওয়াসসুত, কসর তিনটাই জায়িয। তবে মদে আরিযে লম্বা করা "উত্তম।"। অতঃপর তাওয়াসসুত এরপর কসর। অবশ্য মদে লীন আরিযে কসর "উত্তম।" অতঃপর তাওয়াসুসত, এরপর লম্বা করার ধাপ। মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের ক্ষেত্রে লম্বা করার পরিমাণ "তিন আলিফ" তাওয়াসসুতের পরিমাণ "দুই আলিফ" এবং কসরের পরিমাণ হরফকে সেটার মূল পরিমাণ অনুযায়ী পাঠ করা।

মদের নকশা

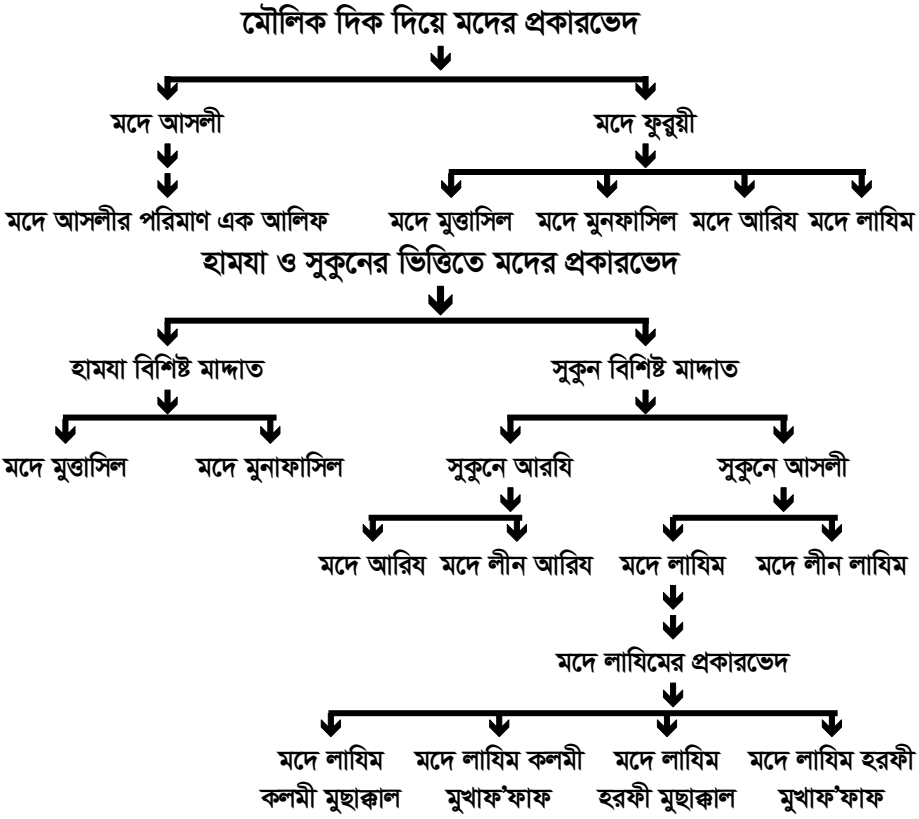

মাদ্দাতের পরিচয় ও পরিমাণসমূহ সবকের মধ্যে লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ১৯

(১) মদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

(২) মদের কারণ কয়টি ও কি কি?

(৩) মদের স্থান বর্ণনা করুন?

(৪) মদ কয় প্রকার নাম বলুন?

(৫) মদে আসলীর সংজ্ঞা, বিধান ও পরিমাণ বর্ণনা করুন?

(৬) মদে ফুরুয়ীর সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(৭) মদে ফুরুয়ী কয় প্রকার সেগুলোর নাম বলুন?

(৮) মদে মুত্তাসিল ও মদে মুনফাসিলের সংজ্ঞা এবং সেগুলোর পরিমাণ বর্ণনা করুন?

(৯) মদে আরিযের প্রকারভেদ ও সেগুলোর সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

(১০) মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের পরিমাণ বলুন?

(১১) মদে লাযিমের প্রকারভেদ ও সেগুলোর সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?

বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ বলেন " ইলমের ফযিলত ও মানাকিবের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করার দ্বারা অলসতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং একজন শিক্ষার্থীর উচিত মেহনত ও প্রচেষ্টা এবং অধ্যবসায়ের পাশাপাশি ইলমের ফযিলত ও মানাকিবের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করতে থাকা কেননা তথ্য অবশিষ্ট থাকাটাই হলো ইলমের অবশিষ্টতা।" (রাহে ইলম, ৪৭ পৃ:)

www.dawateislami.net

সবক নং ২০:

মদের কারণের আলোচনা

পরিমাণের আভিধানিক অর্থ: "অনুমান" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "যেটার মাধ্যমে মদের "দীর্ঘতার" অনুমান হয় সেটাকে "পরিমাণ" বলে।

جہ, এর আভিধানিক অর্থ: "তরিকা, আকৃতি" جہ, এর পারিভাষিক অর্থ: "মদের নির্দিষ্ট পরিমাণের নামকে বলা হয় যেমন দুই আলিফ মদকে "তাওয়াসসুত" আর তিন আলিফ মদকে "তোল" বলে। (লুমআতে শামসিয়া হাশিয়ায়ে ফাওয়ায়িদে মক্কীয়া, ১১৮ পৃ:, পরিবর্তন সহকারে) মদের কারণসমূহ বর্ণনা করার পূর্বে মদের ধাপসমূহ বর্ণনা করা হচ্ছে যাতে মদের কারণসমূহ বুঝতে সহজ হয়।

শক্তিশালী ও দূর্বল হওয়ার দিক দিয়ে মদের ধারাবাহিকতা

(১) মদে লাযিম সবচেয়ে শক্তিশালী মদ

(২) এরপর মদে মুত্তাসিল।

(৩) এরপর মদে আরিয।

(৪) এরপর মদে মুনফাসিল।

(৫) এরপর মদে লীন লাযিম।

(৬) এরপর মদে লীন আরিযের স্তর।

মদের কারণসমূহ বের করার পদ্ধতি: মদের সঠিক কারণ বের করার পদ্ধতি হলো,

★ দূর্বল মদ শক্তিশালী মদের উপর অগ্রাধিকার না পাওয়া।

★ মাদ্দাতের পরিমাণের মধ্যে সমমান থাকা।

www.dawateislami.net

মদের কারণের উদ্দেশ্য:

মদের কারণ বর্ণনা করে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, তিলাওয়াতের শুরুতে যেই মদের যেই পরিমাণ অবলম্বন করেছিলো সেই পরিমাণটি শেষ পর্যন্ত থাকা, কোথাও লম্বা আর কোথাও তাওয়াসসুত কোথাও কসর ইত্যাদি করা সঠিক নয় আর এমনও যেনো না হয় যে, দূর্বল মদের ক্ষেত্রে লম্বা করবেন আর শক্তিশালী মদের ক্ষেত্রে তাওয়াসসুত বা কসর। এই মাসআলাটি বুঝার জন্য মাদ্দাতের পরিমাণ ও স্তরকে ভালোভাবে মুখস্ত করে নিন। আরও সহজতার জন্য সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মদের কারণের কাওয়ায়িদ

(১) মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের ক্ষেত্রে মাওকুফ আলাই যদি মাফতুহ হয় তবে ওয়াকফ বিল ইসকান হবে এতে লম্বা, তাওয়াসসুত, কসর তিনটা জায়িয। যেমন رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ O এতে ওয়াকফ করার দ্বারা তিনটি কারণ হচ্ছে:

★ তুল মাআ'ল ইসকান ★ তাওয়াসসুত মাআ'ল ইসকান

★ কসর মাআ'ল ইসকান

নোট: তিলাওয়াতের শুরুতে মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের ক্ষেত্রে যেই পরিমাণ অবলম্বন করেছে সেই পরিমাণ অব্যাহত থাকবে কোথাও বেশি, কোথাও কম হবে না। আর এই বিষয়ের দিকেও খেয়াল রাখবেন যে, পড়ার ক্ষেত্রে মদে লীন আরিযকে মদে আরিযের উপর প্রাধান্য দিবেন না। কেননা মদে লীন আরিয, মদে আরিযের তুলনায় দূর্বল।

(২) মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের ক্ষেত্রে মাওকুফ আলাই যদি "মাকসুর" হয় যেমন اَلرَّحِيْمِ, خَوْفٍ তো ওয়াকফ দুই ধরনের হয়ে থাকে:

www.dawateislami.net

★ ওয়াকফ বিল ইসকান ★ওয়াকফ বির রোম

এতে মদের কারণ ছয়টি বের হবে, তিনটি হলো ওয়াকফ বিল ইসকানে আর তিনটি হলো ওয়াকফ বির রোমে। বিস্তারিত নিচে উল্লেখ করা হলো।

ওয়াকফ বিল ইসকানের অবস্থায় তিনটি কারণঃ

★ তুল মাআ'ল ইসকান (জায়িয)

★ তাওয়াসসুত মাআ'ল ইসকান (জায়িয)

★ কসর মাআ'ল ইসকান (জায়িয)

ওয়াকফ বির রোম হওয়া অবস্থায় তিনটি কারণঃ

★ তোল মাআ'র রোম (নাজায়িয)

★ তাওয়াসসুত মাআ'র রোম (নাজায়িয)

★ কসর মাআ'র রোম (জায়িয)

এতে তোল, তাওয়াসসুত কসর মাআ'ল ইসকান ও কসর মাআ'র রোম চারটি কারণ জায়িয। আর দু'টি কারণ তোল মাআ'র রোম এবং তাওয়াসসুত মাআ'র রোম জায়িয নয়, কেননা তোল ও তাওয়াসসুতের সম্পর্ক ওয়াকফের মধ্যে হরফকে সাকিন করার সাথে আর এটাই হলো মদের কারণ তবে রোমের ক্ষেত্রে হরফ মাওকুফ মুতাহাররিক পড়ার কারণে তোল, তাওয়াসসুত জায়িয নয় কেননা মদের কারণ পাওয়া যাচ্ছে না।

(৩) মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের ক্ষেত্রে মাওকুফ আলাই যদি মাযমুম হয় যেমন نَسْتَعِيْنُ তবে ওয়াকফ তিন ধরনের হয়ঃ

www.dawateislami.net

★ ওয়াকফ বিল ইসকান ★ ওয়াকফ বির রোম ★ ওয়াকফ বিল ইশমাম

এতে মদের নয়টি কারণ বের হবে তিনটি হলো ইসকানের মধ্যে, তিনটি হলো রোমের মধ্যে আর তিনটি ইশমামের মধ্যে। এর মধ্যে সাতটি হলো তোল, তাওয়াসসুত, কসর মাআ'ল ইসকান ও তোল, তাওয়াসসুত, কসর মাআ'ল ইশমাম ও কসর মাআ'র রোম জায়িয ও বাকী দু'টি কারণ তোল মাআ'র রোম ও তাওয়াসসুত মাআ'র রোম জায়িয নেই।

ওয়াকফ বিল ইসকান অবস্থায় তিনটি কারণঃ

★ তোল মাআ'ল ইসকান (জায়িয)
★ তাওয়াসসুত মাআ'ল ইসকান (জায়িয)
★ কসর মাআ'ল ইসকান (জায়িয)

ওয়াকফ বির রোম অবস্থায় তিনটি কারণঃ

★ তোল মাআ'র রোম (নাজায়িয)
★ তাওয়াসসুত মাআ'র রোম (নাজায়িয)
★ কসর মাআ'র রোম (জায়িয)

ওয়াকফ বিল ইশমাম অবস্থায় তিনটি কারণঃ

★ তোল মাআ'ল ইশমাশ (জায়িয)
★ তাওয়াসসুত মাআ'ল ইশমাম (জায়িয)
★ কসর মাআ'ল ইশমাম (জায়িয)

(৪) মদে মুত্তাসিল, মদে আরিয ও মদে লীন আরিয অথবা এরকম বিভিন্ন মাদ্দাত একত্রিত হলে সেগুলোর মধ্যে সেই কারণই জায়িয হবে যার

www.dawateislami.net

মধ্যে দীর্ঘ করার পরিমাণ, তাওয়াসসুত সমান হবে অথবা শক্তিশালীকে দূর্বলের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

(৫) মদে মুত্তাসিলের হামযা যদি শব্দের শেষে হয় তবে সেটার উপর ওয়াকফ করা অবস্থায় মদের দু'টি কারণ একত্রিত হয়ে যাবে হামযা ও সুকুন তাকে "ইজতিমায়ে সববাইন" ও বলা হয়। যেমন يَشَآءُ, قُرُوْٓءٍ এতে মদে আরিযের দিকে খেয়াল রেখে কসর করা যাবে না লম্বা অথবা তাওয়াসসুত করবে আর রোম অবস্থায়ও তাওয়াসসুতই হবে।

প্রশ্নাবলি সবক নং ২০

(১) পরিমাণের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?
(২) কারণের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?
(৩) শক্তিশালী ও দূর্বল মাদ্দাতের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করুন?
(৪) মাদ্দাতের পরিমাণের বিস্তারিত বিষয়াদি আলোচনা করুন?
(৫) মদের কারণ বের করার পদ্ধতি কি?
(৬) মদের কারণসমূহ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কি?
(৭) মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের মধ্যে মাওকুফ আলাই যদি মাফতুহ হয় তবে কয়টি কারণ হয়?
(৮) মদে আরিয ও মদে লীন আরিযের মধ্যে মাওকুফ আলাই যদি মাকসুর হয় তবে কয়টি জায়িয ও নাজায়িয কারণ বের হয়, নাজায়িয হওয়ার কারণ বলুন?
(৯) মাদ্দে আরিয ও মাদ্দে লীন আরিযের মধ্যে মাওকুফ আলাই যদি মাযমুম হয় তবে কয়টি কারণ বের হয় আর কয়টি নাজায়িয, নাজায়িয হওয়ার কারণ বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ২১:

ইজতিমায়ে সাকিনাইনের বর্ণনা

ইজতিমায়ে সাকিনাইনের সংজ্ঞা: একটি অথবা দু'টি শব্দের মধ্যে দু'টি সাকিন হুরুফ একত্রিত হয়ে যাওয়াকে "ইজতিমায়ে সাকিনাইন" বলে।

ইজতিমায়ে সাকিনাইনের প্রকারভেদ

ইজতিমায়ে সাকিনাইন দুই প্রকার:

- ★ ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা হাদ্দিহি
- ★ ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা গায়রে হাদ্দিহি

ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা হাদ্দিহির সংজ্ঞা ও বিধান:

প্রথম সাকিন, হরফে মাদ্দাহ হলে আর উভয় সাকিন একটি শব্দে একত্রিত হলে তাকে "ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা হাদ্দিহি" বলে। এই ইজতিমায়ে সাকিনাইন সাধারণত জায়িয যেমন جَآنٌّ , اَلْئٰنَ।

ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা গায়রে হাদ্দিহির সংজ্ঞা ও বিধান:

প্রথম সাকিন, হরফে মাদ্দাহ না হলে অথবা উভয় সাকিন এক শব্দে না হলে তাকে "ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা গায়রে হাদ্দিহি" বলে। যদি উভয় সাকিন হুরুফ একটি শব্দে হয় তবে ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা গায়রে হাদ্দিহি জায়িয নয়। অবশ্য ওয়াকফের ক্ষেত্রে জায়িয। যেমন ذِكْرْ , فِكْرْ।

www.dawateislami.net

আর যদি উভয় সাকিন একটি শব্দে না হয় তবে সেটার ছয়টি রূপ হয়:

(১) প্রথম সাকিন "হরফে মাদ্দাহ" হলে "হরফে মাদ্দাহ" অর্থাৎ প্রথম সাকিনকে রহিত করে দিবে যেমন وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ। (২) প্রথম সাকিন "বহুবচনের মীম" হলে সেটাকে "যম্মাহ" দিবে যেমন عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ। (৩) প্রথম সাকিন "مِنْ" এর নুন হলে সেটাকে "ফাতাহ" দিবে যেমন مِّنَ النَّبِيّٖنَ। (৪) প্রথম সাকিন "ওয়াও লীন" বহুবচনের হলে সেটাকে "যম্মাহ" দিবে যেমন تَخْشَوُا النَّاسَ। (৫) প্রথম সাকিন "الم" এর মীম হলে ফাতাহ দিবে যেমন الٓمّٓ اللّٰهُ। (৬) যদি প্রথম সাকিন উল্লেখিত হরফসমূহ ব্যতীত কোন অন্য হরফে হয় তো সেটাকে "কাসরা" দিবে যেমন اِنِ ارْتَبْتُمْ।

নুনে কুতনী কী?

তানভীনের পর হামযা ওয়াছলী এলে ওয়াছলের ক্ষেত্রে "হামযা ওয়াছলী" কে বিলুপ্ত করে তানভীনের নুন সাকিনকে যের দিয়ে একটি ছোট নুন লিখে দেয়া হয়। সেটাকে "নুনে কুতনী" বলে। যেমন خَيْرًا الْوَصِيَّةُ

প্রশ্নাবলি সবক নং ২১

(১) ইজতিমায়ে সাকিনাইনের সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?
(২) ইজতিমায়ে সাকিনাইন কয় প্রকার?
(৩) ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা হাদ্দিহির সংজ্ঞা ও বিধান উদহারণসহ আলোচনা করুন?
(৪) ইজতিমায়ে সাকিনাইন আ'লা গায়রে হাদ্দিহির সংজ্ঞা ও সেটার বিভিন্ন অবস্থার বিধান উদহারণসহ বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ২২:

হামযার কায়দার বর্ণনা

যখন দু'টি হামযা একত্রিত হয় তখন সেটার চারটি কায়দা হয়:

(১) তাহকীক (২) তাসহীল (৩) ইবদাল (৪) হযফ

(১) তাহকীক:

আভিধানিক অর্থ "খুব স্পষ্ট করা" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "হামযাকে সেটার আসলী মাখরাজ থেকে সমস্ত সিফাত সহকারে উচ্চারণ করাকে" তাহকীক বলে।

তাহকীকের কায়দা: যখন দু'টি হামযা ক্বতয়ী' এক বা দু'টি শব্দে একত্রিত হয়ে যায় তখন উভয়টিকে খুবই স্পষ্ট করে পড়া উচিত যেমন ءَاَنْتُمْ।

(২) তাসহীল:

আভিধানিক অর্থ: "সহজ করা" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "হামযাকে তাহকীক ও ইবদালের মধ্যবর্তী অবস্থার সাথে পড়াকে বলে। রেওয়ায়েতে ইমাম হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মধ্যে শুধুমাত্র একটি স্থানে হাযমার উপর "তাসহীল" রয়েছে আর সেই শব্দটি হলো "ءَاَعْجَمِيٌّ" (সূরা সিজদা) এর দ্বিতীয় হামযা।

(৩) ইবদাল:

আভিধানিক অর্থ: "পরিবর্তন হওয়া" তাজভীদের পারিভাষায় "দ্বিতীয় হামযাকে পূর্বের হরফের হরকত অনুযায়ী "হরফে মাদ্দাহ" দ্বারা পরিবর্তন করাকে "ইবদাল" বলে। ইবদাল ছয় স্থানে হয়ে থাকে:

www.dawateislami.net

★ آلْئٰنَ সূরা ইউনুসে দুই স্থানে

★ ءٰآلذَّكَرَيْنِ সূরা আনআ'মের দুই স্থানে

★ آللّٰهُ একটি সূরা ইউনুসে দ্বিতীয়টি সূরা নামল এ

(৪) হযফ:

আভিধানিক অর্থ "বিলুপ্ত করে দেয়া" তাজভীদের পরিভাষায় "যখন দুইটি হামযা একত্রিত হয় আর এর মধ্যে প্রথম হামযা ক্বতয়ী' মাফতুহ হয় আর দ্বিতীয় হামযা ওয়াছলী মাকসুর হয় তবে দ্বিতীয়টিকে বিলুপ্ত করে পড়াকে হযফ বলে। যেমন ءَاِسْتَكْبَرْتَ কে اَسْتَكْبَرْتَ পড়া।

প্রশ্নাবলি সবক নং ২২

(১) যখন দু'টি হামযা একত্রিত হয় সেগুলোর কয়টি ও কি কি কায়দা রয়েছে?

(২) তাহকীক কাকে বলে?

(৩) তাসহীলের সংজ্ঞা দিন?

(৪) ইবদালের সংজ্ঞা দিন? এবং এটাও বলুন যে, কুরআনের কয়টি শব্দে ইবদাল হয়ে থাকে আর তা কী কী?

(৫) হযফের সংজ্ঞা ও কায়দা বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ২৩:

হা-য়ে যমিরের আলোচনা

শব্দের শেষে থাকা অতিরিক্ত "ھا" এর তিনটি প্রকার রয়েছে:

(১) হা-য়ে তানিছ:

ঐ "ھا" যা ইসমে ওয়াহিদ মুওয়ান্নাছের শেষে আসে আর আলামতে তানিছ হয়ে থাকে। এটাকে ওয়াছলের ক্ষেত্রে "تا" পড়া হয়ে থাকে আর ওয়াকফের ক্ষেত্রে হা-য়ে সাকিনা দ্বারা পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন قُوَّةٌ থেকে قُوَّةْ

(২) হা-য়ে সাকতা:

এটি সর্বদা সাকিন হয়ে থাকে। এটি ওয়াকফ ও ওয়াছলের ক্ষেত্রে পড়া হয়ে থাকে। এটির কোন অর্থ হয় না শুধুমাত্র শব্দের শেষের হরকতকে প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে এটি কুরআন মজীদের নয়টি শব্দের শেষে এসেছে, সেই শব্দগুলো হলো: সূরা বাকারায় لَمْ يَتَسَنَّهْ (পারা: ৩, আয়াত: ২৫৯) সূরা আনআ'মে اقْتَدِهْ فَبِهُدٰىهُمُ (পারা: ৭, আয়াত: ৯০) পারা ২৯ সূরা হাক্কার ছয়টি স্থানে: দুই স্থান كِتٰبِيَهْ (আয়াত: ১৯, ২৫) দুই জায়গা حِسَابِيَهْ (আয়াত: ২০, ২৬) এক জায়গা مَالِيَهْ (আয়াত: ২৮) এক জায়গা سُلْطٰنِيَهْ (আয়াত ২৯) সূরা ক্বারীয়ায় مَاهِيَهْ (পারা: ৩০, আয়াত: ১০)

(৩) হা-য়ে যমীর:

ঐ "ھ" যেটা ইসমে জাহিরের স্থলে ব্যবহার হয়ে থাকে। হা-য়ে যমীর মাকসুর অথবা মাযমুম হয়ে থাকে মাফতুহ হয় না।

www.dawateislami.net

হা-য়ে যমীর মাকসুর হওয়ার অবস্থা:

যদি এই (ہ) এর পূর্বেকার হরফের নিচে "কাসরা" অথবা "হা-য়ে সাকিনা" হয় তবে "হা-য়ে যমীর" "মাকসুর" হবে। যেমন "بِهٖ, فِيْهِ" এই কায়দা থেকে চারটি শব্দ মুছতাছনা:

★ وَمَآ اَنْسٰنِيْهُ সূরা কাহাফে।

★ عَلَيْهُ اللّٰه সূরা ফাতাহ এর মধ্যে, এই দু'টি শব্দে হা-য়ে যমীর "মাযমুম" হবে।

★ اَرْجِهْ।

★ فَاَلْقِهْ এই দু'টি শব্দের মধ্যে হা-য়ে যমীর "সাকিন" হবে।

হা-য়ে যমীর মাযমুম হওয়ার অবস্থা:

যখন হা-য়ে যমীরের পূর্বে না "কাসরা" থাকে আর না "হা-য়ে সাকিনা" থাকে তখন হা-য়ে যমীর "মাযমুম" হবে যেমন لَهٗ, رَسُوْلُهٗ, مِنْهُ কিন্তু একটি শব্দ এই কায়দা থেকে মুছতাছনা সেই শব্দটি হলো وَيَتَّقْهِ।

হা-য়ে যমীরের হরকতকে ইশবা' সহকারে পড়ার কায়দা

যদি হা-য়ে যমীরের পূর্বে ও পরে মুতাহাররিক হয় তবে হা-য়ে যমীরের হরকত ইশবা' সহকারে পড়া হবে যেমন وَرَسُوْلُهٗۤ اَحَقُّ , مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ তবে কুরআনে পাকে একটি জায়গায় ইশবা' হবে না اِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ যদি হা-য়ে যমীরের পূর্বে ও পরে সাকিন হয় তো হা-য়ে যমীরের হরকতে ইশবা' হবে না যেমন مِنْهُ, وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ তবে কুরআনে পাকের একটি শব্দে ইশবা' হবে O فِيْهٖ مُهَانًا।

www.dawateislami.net

প্রশ্নাবলি সবক নং ২৩

(১) অতিরিক্ত হা কয় প্রকার?

(২) হা-য়ে তানিছ কাকে বলে?

(৩) হা-য়ে সাকতা কাকে বলে আর এটি কয়টি শব্দে এসে থাকে?

(৪) হা-য়ে যমীর কাকে বলে?

(৫) হা-য়ে যমীর কখন মাকসুর হবে আর এই কায়দা থেকে কয়টি ও কোন কোনটি শব্দ মুছতাছনা?

(৬) হা-য়ে যমীর কখন মাযমুম হবে আর এই কায়দা থেকে কয়টি ও কোন কোন শব্দটি মুছতাছনা?

(৭) হা-য়ে যমীরের হরকতকে ইশবা' সহকারে পড়ার কায়দা বলুন আর কোন কোন শব্দ এই কায়দা থেকে মুছতাছনা?

www.dawateislami.net

সবক নং ২৪:

সাকতা ও ইমালার আলোচনা

সাকতার আভিধানিক অর্থ: "থেমে যাওয়া" সাকতার পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় "শব্দের শেষের হরফে শ্বাস ছেড়ে দেয়া ব্যতীত কিছুক্ষণের জন্য আওয়াজ বন্ধ করে দিয়ে থেমে যাওয়াকে "সাকতা" বলে।

সাকতার প্রকারভেদ: সাকতা দুই প্রকার:

★ ওয়াজিব সাকতা ★ জায়িয সাকতা

(১) ওয়াজিব সাকতা: কুরআনে মজীদে ইমাম হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর রেওয়ায়েত অনুযায়ী চারটি শব্দে ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পদ্ধতি অনুযায়ী সাকতা করা ওয়াজিব:

(১) সূরা কাহাফে عِوَجًا ۜ قَيِّمًا এর عِوَجَا তে

(২) সূরা ইয়াসিনে مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ هٰذَا এর مَرْقَدِنَا তে

(৩) সূরা কিয়ামতে رَاقٍ ۜ এ مَنْ শব্দে

(৪) সূরা মুতাফফিফিনের رَانَ ۜ بَلْ এ بَلْ শব্দে

(২) জায়িয সাকতা: কুরআন মজীদের এই চারটি শব্দে সাকতা করা জায়িয।

(১) সূরা আ'রাফে ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا ۜ তে

(২) সূরা আ'রাফে اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا ۜ তে

(৩) সূরা ইউসুফে اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا ۜ তে

(৪) সূরা কসাসে يُصْدِرَ الرِّعَآءُ ۜ তে

www.dawateislami.net

সাকতার বিধানঃ

সাকতা ওয়াকফের বিধানের অন্তর্ভূক্ত, মুতাহাররিককে সাকিন করা হবে আর দুই যবর ..ً.. কে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে।

ইমালার আলোচনা

ইমালার আভিধানিক অর্থঃ "ঝুকানো" ইমালার পারিভাষিক অর্থঃ তাজভীদের পরিভাষায় যবরকে ..َ.. যেরের দিকে ..ِ.. ও আলিফকে ইয়ার দিকে ঝুকিয়ে পড়াকে "ইমালাহ" বলে।

রেওয়ায়েতে ইমাম হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনুযায়ী পুরো কুরআন মজীদে শুধুমাত্র এই শব্দে "مَجْرٖىهَا" ইমালাহ হয়েছে, আর এটি ইমালায়ে কুবরা।

প্রশ্নাবলি সবক নং ২৪

(১) সাকতার আভিধানিক অর্থ ও পারিভাষিক অর্থ এবং প্রকারভেদ বর্ণনা করুন?

(২) সাকতার হুকুম আলোচনা করুন?

(৩) কুরআন মজীদে রেওয়ায়েতে হাফস অনুযায়ী কয়টি স্থানে সাকতা করা ওয়াজিব?

(৪) ইমালার আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ২৫:

ওয়াকফের বর্ণনা

ওয়াকফের আভিধানিক অর্থ: "থেমে যাওয়া"

ওয়াকফের পারিভাষিক অর্থ:

তাজভীদের পরিভাষায় "শব্দের শেষের হরফের উপর আওয়াজ ও শ্বাস ছেড়ে দিয়ে ইসকান, রোম বা ইশমাম সহকারে সামনে কিরাতের নিয়্যতে কিছুক্ষণ স্থির হওয়াকে "ওয়াকফ" বলে, আর যদি ওয়াকফ করার পর সামনে কিরাতের নিয়্যত না থাকে তবে সেটাকে তাজভীদের পরিভাষায় "قطع" বলে।

ওয়াকফের প্রকারভেদ:

মৌলিকভাবে ওয়াকফের প্রকার দু'টি ভিত্তিতে করা হয়ে থাকে:

(১) মহল্লে ওয়াকফ (২) কাইফিয়্যাতে ওয়াকফ।

(১) **মহল্লে ওয়াকফ:** এটা জানা যে, কোন জায়গায় ওয়াকফ করা প্রয়োজন আর কোন জায়গায় ওয়াকফ করা যায় না।

(২) **কাইফিয়্যতে ওয়াকফ:** অর্থাৎ এটা জানা যে, শব্দের শেষের হরফে কিভাবে ওয়াকফ করা যায়।

মহল্লে ওয়াকফের দিক দিয়ে ওয়াকফের প্রকারভেদ

মহল্লে ওয়াকফের দিক দিয়ে ওয়াকফ চার প্রকার:

(১) ওয়াকফে তাম (২) ওয়াকফে কাফি

(৩) ওয়াকফে হাসান (৪) ওয়াকফে কবীহ

www.dawateislami.net

(১) ওয়াকফে তাম এর সংজ্ঞা: শব্দের এমন জায়গায় ওয়াকফ করা যেখানে শব্দগত ও অর্থগত দিক দিয়ে বাক্য পরিপূর্ণ হয় সেটাকে "ওয়াকফে তাম" বলে যেমন সূরা বাকারায় هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ○ তে ওয়াকফে তাম কেননা এই শব্দের পরের শব্দের সাথে না শাব্দিক সম্পর্ক আছে আর না অর্থগত কোন সম্পর্ক।

(২) ওয়াকফে কাফির সংজ্ঞা: শব্দের এমন জায়গায় ওয়াকফ করা যেখানে মাওকুফ আলাইয়ের পরের শব্দের সাথে শাব্দিক কোন সম্পর্ক নেই বরং অর্থগত কোন সম্পর্ক থাকে তো সেটাকে ওয়াকফে কাফি বলে যেমন وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ○ তে ওয়াকফ, ওয়াকফে কাফি। কেননা এখানে শাব্দিক সম্পর্ক তো শেষ হয়ে গেছে কিন্তু এখনো অর্থগত সম্পর্ক অবশিষ্ট রয়েছে।

ওয়াকফে তাম ও ওয়াকফে কাফির বিধান: ওয়াকফে তাম ও ওয়াকফে কাফির বিধান হলো,ওয়াকফে তাম ও ওয়াকফে কাফি হওয়া অবস্থায় পরের শব্দ দ্বারা শুরু করা হবে। পূনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন নেই।

(৩) ওয়াকফে হাসানের সংজ্ঞা: ওয়াকফে হাসান হলো সেই ওয়াকফ যে, মাওকুফে আলাই এর পরের শব্দের সাথে শব্দগত ও অর্থগত উভয় দিকের সম্পর্ক থাকা আর ওয়াকফ করার দ্বারা না অর্থ পরিবর্তন হয় আর না ইবহাম অর্থাৎ অর্থের মধ্যে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হয় যেমন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴿۲﴾ এর মধ্যে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এর উপর ওয়াকফ করা যেতে পারে কিন্তু رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴿۲﴾ থেকে শুরু করতে পারবে না বরং পূনরাবৃত্তি হবে অর্থাৎ দ্বিতীয়বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴿۲﴾ থেকে পড়বে।

www.dawateislami.net

(৪) ওয়াকফে কবীহ এর সংজ্ঞা: ওয়াকফে কবীহ হলো সেই ওয়াকফ যে, ওয়াকফ আলাই এর পরবর্তী শব্দের সাথে শব্দগত ও অর্থগত উভয়টির সাথে সম্পর্ক থাকবে আর ওয়াকফ করার দ্বারা অর্থের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা অর্থ বিকৃত হয়ে যায় যেমন يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ তে ওয়াকফ করা।

ওয়াকফে হাসান ও ওয়াকফে কবীহ এর বিধান:

ওয়াকফে হাসান ও ওয়াকফে কবীহ এর হুকুম হলো পূর্বের সাথে পূনরাবৃত্তি করা হবে।

কাইফিয়্যতে ওয়াকফের প্রকারভেদ

কাইফিয়্যতে ওয়াকফের দিক দিয়ে ওয়াকফ পাঁচ প্রকার:

- ★ ওয়াকফ বিস সুকুন
- ★ ওয়াকফ বিল ইসকান
- ★ ওয়াকফ বিল ইবদাল
- ★ ওয়াকফ বির রোম
- ★ ওয়াকফ বিল ইশমাম

(১) ওয়াকফ বিস সুকুন:

শব্দের শেষে হরফ যদি পূর্বে থেকে সাকিন থাকে তবে সেখানে শ্বাস ও আওয়াজ বন্ধ করে থেমে যাওয়া যেমন اَلَمْ نَشْرَحْ

(২) ওয়াকফ বিল ইসকান:

মাওকুফ আলাইয়ের শেষের হরফ যদি "মুতাহাররিক" হয় তবে সেটাকে সাকিন করে ওয়াকফ করাকে "ওয়াকফ বিল ইসকান" বলে যেমন رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ O

www.dawateislami.net

ওয়াকফ বিল ইসকান তিনটি হরকতে (ـَـ, ـِـ, ـُـ) হয়ে থাকে।

(৩) ওয়াকফ বিল ইবদাল:

হরফে মাওকুফে আলাইকে কায়দা অনুযায়ী পরিবর্তন করে পড়াকে "ওয়াকফ বিল ইবদাল" বলে। ওয়াকফ বিল ইবদালের কায়দা দু'টি: ★ শব্দের শেষে দুই যবর ـًـ হলে ওয়াকফে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে পড়া হয়ে থাকে যেমন "عليمًا" থেকে "عليما" ★ যদি শব্দের শেষে গোল "ۃ" হয় তবে ওয়াকফে সেটাকে (ہ সাকিনা) দ্বারা পরিবর্তন করা হয়ে থাকে যেমন قُوَّةٌ থেকে قُوَّهْ।

(৪) ওয়াকফ বির রোম:

রোম এর আভিধানিক অর্থ "ইচ্ছা করা" তাজভীদের পরিভাষায় "যেই শব্দে ওয়াকফ করতে হয় সেটার শেষের হরফের এক তৃতীয়াংশ হরকত উচ্চারণ করাকে "ওয়াকফ বির রোম" বলে। ওয়াকফ বির রোম পেশ ও যের এর মধ্যে হয়ে থাকে যেমন خَوْفٍ

(৫) ওয়াকফ বিল ইশমাম:

যেই শব্দে ওয়াকফ করতে হয় সেটার শেষের হরফকে সাকিন করে ঠোঁট দ্বারা পেশ এর দিক ইশারা করাকে "ওয়াকফ বিল ইশমাম" বলে। যেমন اَلرَّسُوْلُ, এই ওয়াকফটি শুধুমাত্র "পেশ" এর মধ্যে হয়ে থাকে। ওয়াকফ বির রোম ও ওয়াকফ বিল ইশমামের পদ্ধতি অভিজ্ঞ ক্বারী শিক্ষকের কাছ থেকে শিখে নিন।

www.dawateislami.net

ক্বারীর প্রয়োজন ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকফের প্রকারভেদ

ক্বারীর প্রয়োজনীয়তা ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ওয়াকফ চার প্রকার:

★ ওয়াকফে ইখতিয়ারী ★ ওয়াকফে ইদতিরারী
★ ওয়াকফে ইখতিবারী ★ ওয়াকফে ইনতেযারী

(১) ওয়াকফে ইখতিয়ারী:

শ্বাস থাকা সত্তেও নিজের ইচ্ছায় ওয়াকফ করাকে "ওয়াকফে ইখতিয়ারী" বলে।

(২) ওয়াকফে ইদতিরারী:

সেই ওয়াকফ যেটা নিজের অনিচ্ছায় কোন অপরাগতার কারণে হয়ে যায় যেমন ক্বারীর পাঠ করতে করতে হাঁচি চলে আসে, হেচকি চলে আসে অথবা শ্বাস ছোট হয়ে যায় আর অপারগ হয়ে যায় তখন তাকে "ওয়াকফে ইদতিরারী" বলে।

(৩) ওয়াকফে ইখতিবারী:

ওস্তাদ ছাত্রকে বুঝানোর উদ্দেশ্যে পরিক্ষামূলকভাবে থামিয়ে দেয় যে, সে মাওকুফ আলাইকে কিভাবে পড়ে। সেটাকে "ওয়াকফে ইখতিবারী" বলে।

(৪) ওয়াকফে ইনতেযারী:

অনেক রেওয়ায়েত পড়ার জন্য একই শব্দ বা আয়াতে বার বার ওয়াকফ করাকে "ওয়াকফ ইনতেযারী" বলে। যেহেতু এতে একটি রেওয়ায়েতের পর দ্বিতীয় রেওয়ায়েত পড়ার অপেক্ষায় ওয়াকফ করা হয়ে থাকে, এই পরিপ্রেক্ষিতে তাকে "ওয়াকফে ইনতেযারী" বলে।

www.dawateislami.net

ইবতিদা ও ইআ'দাহ'র সংজ্ঞা

ইবতিদার সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ: "শুরু করা" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় মাওকুফ আলাই থেকে সামনে পড়াকে "ইবতিদা" বলে যেমন رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ এ ওয়াকফ করে اَلرَّحْمٰنِ থেকে শুরু করা।

ইআ'দাহ এর সংজ্ঞা: আভিধানিক অর্থ "পূনরাবৃত্তি" পারিভাষিক অর্থ: তাজভীদের পরিভাষায় মাওকুফ আলাই অথবা তার পূর্বের শব্দকে পূনরায় পড়াকে "ইআ'দাহ" বলে।

ওয়াকফের নকশা

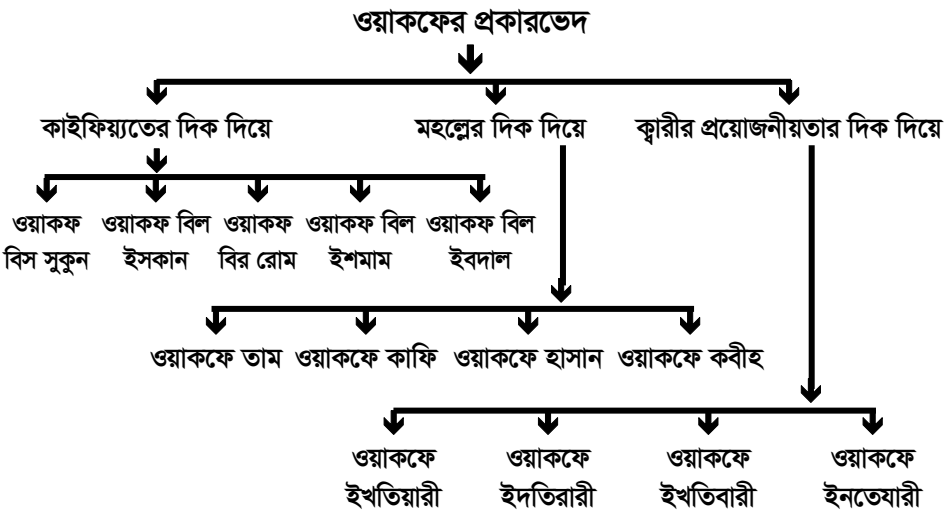

এ সকল ওয়াকফের সংজ্ঞা সবকের মধ্যে লক্ষ্য করুন।

www.dawateislami.net

সবক নং ২৫ এর প্রশ্নাবলি

(১) ওয়াকফের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদান করুন?

(২) মহল্লে ওয়াকফের দিক দিয়ে ওয়াকফ কয় প্রকার কী কী নামসহ সংখ্যা বর্ণনা করুন?

(৩) ওয়াকফে তাম এর সংজ্ঞা ও বিধান বর্ণনা করুন?

(৪) ওয়াকফে কাফীর সংজ্ঞা ও বিধান বলুন?

(৫) ওয়াকফে হাসানের সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা করুন?

(৬) ওয়াকফে কবীহ এর সংজ্ঞা ও বিধান আলোচনা করুন?

(৭) কাইফিয়্যতে ওয়াকফের দিক দিয়ে ওয়াকফ কয় প্রকার উদাহরণসহ আলোচনা করুন?

(৮) ক্বারীর প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে ওয়াকফ কয় প্রকার নাম বলে প্রতিটির সংজ্ঞাও প্রদান করুন?

(৯) ইবতিদা ও ইআ'দাহ এর পরিচয় বর্ণনা করুন?

www.dawateislami.net

সবক নং ২৬:

কুরআনী বিরাম চিহ্নের বর্ণনা

★ ...○... এটি আয়াত পরিপূর্ণ হওয়ার আলামত। এই কারণে এই আলামতটিকে "আয়াত" বলে।

★ ..৫.. এটি "আয়াতে মুখতালাফ ফিহ" এর আলামত।

★ ..م.. এটি " ওয়াকফে লাযিম" এর আলামত। এখানে থামা আবশ্যক নতুবা ইবারতের ভাবার্থ পরিবর্তন হওয়ার প্রবল আশংখা রয়েছে।

★ ..ط.. এটি "ওয়াকফে মুতলাক" এর আলামত। এখানে থামা উচিত।

★ ..ج.. এটি "ওয়াকফে জায়িয" এর আলামত। এখানে থামা আর না থামা উভয়টি জায়িয।

★ ..ز.. এটি "ওয়াকফে মুজাওয়ায" এর আলামত। এটাতে ওয়াকফ করার অনুমতি রয়েছে।

★ ..ص.. এটি "ওয়াকফে মুরাখখাস" এর আলামত। এখানে প্রয়োজন সাপেক্ষে (অর্থাৎ জরুরী সময়ে) ওয়াকফ করার অনুমতি রয়েছে। এটি দূর্বল ওয়াকফের আলামত।

★ ..ق.. এটি "قِيْلَ عَلَيْهِ الْوَقْفُ" এর আলামত এটার উপর ওয়াকফ করা হয় তো কোন অসুবিধা নেই কিন্তু এটি দূর্বল ওয়াকফের আলামত।

★ ..ك.. এটি "كَذٰلِكَ" এর আলামত। যদি ওয়াকফের আলামতের পর আসে তবে ওয়াকফের হুকুমে আর যদি আলামতে ওয়াছল (لا ইত্যাদির) পরে আসে তবে ওয়াছলের হুকুমে।

www.dawateislami.net

★ ..قف.. এটি "قَدۡ يُوۡقَفُ" এর মুখাফফাফ। এটি আদেশসূচক শব্দ নয়। এটাতে যদি ওয়াকফ করা হয় তবে কোন অসুবিধা নেই তবে "ওয়াকফে ইখতিয়ারী" উত্তম নয়।

★ ..صَلُ.. এটি "قَدۡ يُوۡصَلُ" এর মুখাফফাফ। এটাও আদেশসূচক শব্দ নয়। এটি "قَدۡ يُوۡقَفُ" এর সমমান।

★ ..صلے.. এটি "اَلۡوَصلُ اَوۡلٰی" এর মুখাফফাফ। এখানে শব্দগত সম্পৃক্ততার কারণে ওয়াছলই করা উচিত এটি যদিওবা ওয়াকফে হাসানের আলামত কিন্তু ওয়াকফ করার পর এখানে ইআ'দাহ জরুরী।

★ ..لا.. এটি "لَا وَقۡفَ عَلَيۡهِ" এর মুখাফফাফ। এটি ওয়াকফে কবীহ এর আলামত এখানে মিলিয়ে পড়া জরুরী কেননা এমন জায়গায় ওয়াকফ করার দ্বারা পরিবর্তন আসবেই। এই কারণে এটাতে ওয়াকফ করা নাজায়িয।

★ ..قۘ.. এটি "وقفِ مختلف فيه" এর আলামত, "قِيۡلَ لَا وَقۡفَ عَلَيۡهِ" এর মুখাফফাফ, এই স্থানে ওয়াকফ না করাটা উত্তম।

★ ..۝ۙ.. এটাকে "আয়াত آيتِ لا" বলে এখানে ওয়াকফ মন্দ নয় বরং আয়াত হওয়ার কারণে ওয়াকফ জায়িয। অবশ্য ওয়াকফের স্থান না থাকার কারণে ওয়াছল করা উত্তম। কিন্তু ওয়াকফ করার পর ইআ'দাহ করা উচিত।

★ ..مع.. এটি "وقفِ معانقه" এর আলামত। কুরআন মজীদের পাদটিকায় মুআ'নাক্বা এর মুখাফফাফ "مع" লিখা হয়ে থাকে। আর আয়াতের মাঝখানে দু'টি স্থানে তিন তিনটি নুকতা হয়ে থাকে যেমন لَا رَيۡبَ ۛ فِيۡهِ ۛ

www.dawateislami.net

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ ওয়াকফে মুআনাক্বার হুকুম হলো, না উভয় স্থানে ওয়াকফ করা উচিত, না উভয় স্থানে ওয়াছল করা উচিত। বরং ওয়াছলে আউয়াল ওয়াকফে সানী অথবা ওয়াকফে আউয়াল ওয়াছলে সানী করা উচিত।

★ ওয়াকফুন নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি কুরআনে পাকের হাশিয়ার মধ্যে লিখা থাকে। এমন স্থানে ওয়াকফ করা মুস্তাহাব।

★ ওয়াকফে মনযিল এটাকে "ওয়াকফে জিব্রাঈল" ও বলে থাকে। এই স্থানে ওয়াকফ করা মুস্তাহাব।

★ ওয়াকফে গুফরান এটাও কুরআন মজীদের হাশিয়ার মধ্যে লিখা থাকে। এমন জায়গায় ওয়াকফ করার দ্বারা অর্থের ব্যাখ্যা ও শ্রবণকারীর উপরও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এজন্য এটাকে "ওয়াকফে গুফরান" বলে। এখানে ওয়াসলের চেয়ে ওয়াকফ করা উত্তম।

★ ওয়াকফে কুফরান এটি হাশিয়াতে এমন জায়গায় লিখা থাকে যেখানে ওয়াকফ করার দ্বারা বিশেষ প্রকারের মন্দতা সৃষ্টি হয়ে থাকে যেটাকে অর্থ সম্পর্কে অবগতকারী খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে। বরং শ্রবণকারী এমন অর্থের আকীদা পোষণ করলে কুফরের সমতুল্য। অতএব এমন স্থানে ওয়াকফ করা উচিত নয়।

★ ..س.. এটি "سكته" আলামতের সংক্ষিপ্ত।

★ ..اَلسَّجْدَة.. কুরআনে করীমের হাশিয়া ও আয়াতে "সিজদার" উপর লিখা থাকে। এখানে "তিলাওয়াতে সিজদা" করা হয়ে থাকে।

(মাদানী মাশওয়ারা: তিলাওয়াতে সিজদার পদ্ধতি ও আহকাম সম্পর্কে জানার জন্য শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত

www.dawateislami.net

আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত পুস্তিকা "তিলাওয়াতের ফযিলত" অধ্যয়ন করুন)

বিভিন্ন কায়দা

★ পারা ১২, সূরা ইউসুফ, রুকু ১২, আয়াত ১১ তে একটি শব্দ "لَا تَاْمَنَّا"। এই শব্দটির আসলরুপ "لَا تَاْمَنُنَا" উভয়টির সাথে, এতে প্রথম নুন "পেশযুক্ত" আর দ্বিতীয় নুন "যবর বিশিষ্ট"। এই শব্দটি পাঠ করার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে:

(১) ইদগাম মাআ'ল ইশমাম (২) ইযহার মাআ'র রোম

(১) ইদগাম মাআ'ল ইশমাম:

অর্থাৎ পড়ার সময় নুনকে নুনের মধ্যে ইদগাম ও গুন্নাহ করার সময় ঠোঁট দ্বারা পেশ এর দিকে ইশারা করা (ইশমাম দেখার দ্বারা বুঝা যায়) এই শব্দটি পড়ার সময় অধিকাংশ লোক ইদগাম ইশমাম বিহীন করে থাকে। এই পদ্ধতিটি ভুল। এটা থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

(২) ইযহার মাআ'র রোম:

অর্থাৎ পড়ার সময় ইদগাম করা ব্যতীত প্রথমে "নুনে মাযমুম" এর হরকতের তৃতীয়াংশ এইভাবে প্রকাশ করে পড়া যাতে নিকটস্থ ব্যক্তিরা শুনার মাধ্যমে বুঝতে পারে। রেওয়ায়েতে হাফসে এই শব্দ ছাড়া কোথাও ইদগাম মাআ'ল ইশমাম ও ইযহার মাআ'র রোম নেই। ইদগাম মাআ'ল ইশমাম ও ইযহার মাআ'র রোমের পদ্ধতি অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে শিখে বার বার চর্চা করুন যতক্ষণ পর্যন্ত সেই শব্দটির উচ্চারণ শুদ্ধ হয়ে না যায়।

www.dawateislami.net

(২) بِئْسَ الِا سْمُ الْفُسُوْقُ (পারা: ২৬, সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১১) এই শব্দের মধ্যে লাম এর পূর্বে ও লাম এর পরে উভয় আলিফ পড়বেন না বরং লামকে যের ..ِ দিয়ে পড়বেন। এই শব্দাবলি এইভাবে পড়ুন যে "بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوْقُ" এই শব্দটি পাঠ করার ক্ষেত্রে অধিকাংশ লোক এই ভুলটি করে থাকে যে, লাম এর পরের আলিফকে যের ..ِ দিয়ে হামযার সাথে "بِئْسَ اِسْمُ الْفُسُوْقُ" পড়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি সঠিক নয়।

(৩) সূরা রোম (পারা: ২১, রুকু ৯, আয়াত ৫৪) তে "ضُعْفٍ" শব্দটি একই আয়াতে তিন বার এসেছে এই শব্দটিকে রেওয়ায়েতে হাফসে ضاد কে যবর "ضَعْفٍ" দ্বারা পড়াও প্রমাণিত ও জায়িয।

(৪) صاد ও سين বিশিষ্ট শব্দ: কুরআনে করীমে চারটি শব্দ "صَاد" দ্বারা লিখা হয় এবং "صَاد" এর উপর ছোট করে سين লিখা হয় সেগুলো পড়ার নিয়ম হলো এইভাবে:

★ يَبْصُطُ (সূরা বাকারা) * بَصْطَةً (সূরা আ'রাফ) এই উভয়টিতে শব্দের মধ্যে রেওয়ায়েতে হাফস صاد এর স্থলে سين পড়া হবে।

★ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَO (সূরা তুর) এতে صاد কে صاد ও سين উভয় পদ্ধতিতে পড়তে পারবে।

★ بِمُصَيْطِرٍO (সূরা গাশিয়া) এই শব্দটিকে صاد এর সাথে পড়া হবে।

(৫) অতিরিক্ত আলিফ বিশিষ্ট শব্দাবলি: কুরআনে পাকের অনেক জায়গায় আলিফের উপর গোলাকার বৃত্ত "ٰ" লিখা থাকে। এরকম আলিফকে "আলিফে যায়দা" বলে এই আলিফটি পড়া ও না পড়ার বিধান হলো:

www.dawateislami.net

(১) নিম্নোল্লেখিত ছয়টি শব্দে "অতিরিক্ত আলিফ" ওয়াকফের ক্ষেত্রে পড়বে ওয়াছলের ক্ষেত্রে পড়বে না।

لٰكِنَّا۠ (পারা: ১৫, সূরা কাহাফ: ৩৮) الظُّنُوْنَا۠O (পারা: ২১, সূরা আহযাব: ১০)

الرَّسُوْلَا۠O (পারা: ২২, সূরা আহযাব: ৬৬) السَّبِيْلَا۠O (পারা: ২২, সূরা আহযাব: ৬৭)

قَوَارِيْرَا۠O (প্রথম) (পারা: ২৯, সূরা দাহ্‌র, আয়াত: ১৫) اَنَا۠ (প্রত্যেক স্থানে)

(২) কুরআন শরীফে একটি শব্দ "سَلٰسِلَا۠" (পারা: ২৯, সূরা দাহ্‌র, আয়াত: ৪) এটার অতিরিক্ত "আলিফকে" ওয়াকফের ক্ষেত্রে পড়া ও না পড়া উভয়টি জায়িয অবশ্য ওয়াছলের ক্ষেত্রে পড়বেন না।

(৩) নিম্নোল্লেখিত শব্দাবলির মধ্যে অতিরিক্ত আলিফ রয়েছে এই শব্দাবলির মধ্যে অতিরিক্ত আলিফকে ওয়াছল ও ওয়াকফ কোনো ক্ষেত্রেই পড়া যাবে না।

مِنْ نَّبَاْئِ	مَلَاْئِهٖ	اَفَاْئِنْ مَّاتَ
اَنْ تَبُوْءَاْ	اَفَاْئِ مِّتَّ	لِتَتْلُوَاْ
لَاْ اِلَى الْجَحِيْمِO	لَاْ اِلَى اللّٰهِ	وَمَلَاْئِهِمْ
وَلَاْ اَوْضَعُوْا	لَنْ نَّدْعُوَاْ	لِشَاْئٍ
ثَمُوْدَاْ	لَاْ اَنْتُمْ	لَاْ اَذْبَحَنَّهٗٓ
لِيَرْبُوَاْ فِيْٓ	اِنَّ ثَمُوْدَاْ	قَوَارِيْرَاْ(দ্বিতীয়)
	وَنَبْلُوَاْ	لِيَبْلُوَاْ

(৪) নিম্নোল্লেখিত শব্দাবলিতে কোন অতিরিক্ত আলিফ নেই সুতরাং বিদ্যমান আলিফটি পাঠ করবেন।

مَنْ اَنَابَ	لِلْاَنَامِ	اَنَابُوْا	اَنَاسِيَ	اَنَامِلَ

(৬) হুরুফে কমরিয়া ও হুরুফে শামসিয়া:

www.dawateislami.net

হুরুফে কমরিয়ার সংজ্ঞা:

ঐ হুরুফ যেগুলোর পূর্বে "লামে তা'রিফ" পড়া হয়। সেগুলোকে "হুরুফে কমরিয়া" বলে যেমন اَلْيَوْمَ, اَلْكِتَاب হুরুফে কমরিয়া চৌদ্দটি। যেগুলোর সমষ্টি হলো "اَبْغِ حَجَّكَ وَخَفْ عَقِيْمَهُ"।

হুরুফে কমরিয়াকে কমরিয়া বলার কারণ:

কমর শব্দের আভিধানিক অর্থ "চাঁদ" যেমনিভাবে চাঁদের উপস্থিতিতে তারকারাজি বিদ্যমান থাকে তেমনিভাবে লামে তা'রিফের পর যখন হুরুফে কমরিয়া এসে যায় তখন লামে তা'রিফও বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ পড়া হয়ে থাকে।

হুরুফে শামসিয়ার সংজ্ঞা:

ঐ হুরুফ যেগুলোর পূর্বে লামে তা'রিফ পড়া হয় না বরং তা নিজের পরবর্তী হুরুফের মধ্যে মুদগাম হয়ে যায় সেগুলোকে "হুরুফে শামসিয়া" বলে যেমন اَلنَّجْمُ

হুরুফে শামসিয়াও চৌদ্দটি আর সেগুলো হলো: ص, ذ, ث, د, ت, ز, س, ر, ش, ض, ط, ظ, ل, ن

হুরুফে শামসিয়াকে শামসিয়া বলার কারণ:

শামস শব্দের আভিধানিক অর্থ "সূর্য" যখন সূর্য উদিত হয় তখন তারকারাজি নিভে যায় তদ্রুপ লামে তা'রিফের পর হুরুফে শামসিয়া এলে লা'মে তা'রিফ বিলুপ্ত হয়ে যায় অর্থাৎ পড়া হয় না।

www.dawateislami.net

ইযহারে কমরি ও ইদগামে শামসির সংজ্ঞা:

হুরুফে কমরিয়াতে লাম প্রকাশ ও হুরুফে শামসিয়াতে লাম ইদগাম হয়ে থাকে। হুরুফে কমরিয়ার মধ্যে লাম প্রকাশ (অর্থাৎ লাম এর সংজ্ঞা প্রকাশ করে পড়া) কে "ইযহারে কমরি" ও হুরুফে শামসিয়ার মধ্যে লাম এর ইদগামকে "ইদগামে শামসি" বলে।

তিলাওয়াতের সৌন্দর্যতা

তারতীল	কুরআনে পাককে খুব ধীরে ধীরে তাজভীদের কায়দা অনুযায়ী পড়া
তাজভীদ	হরফসমূহকে সেগুলোর মাখরাজ ও সিফাত সহকারে উচ্চারণ করা
তাবয়িন	প্রতিটি হরফকে পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে পড়া
তারসীল	প্রতিটি হরফকে এমনভাবে উচ্চারণ করা যেমনটি সেটার হক অর্থাৎ মাখরাজ ও সিফাত সহকারে আদায় করা
তাওক্বীর	বিনয় ও একাগ্রতার সাথে উচ্চারণ করা
তাহসিন	আরবি বাচন পদ্ধতি ও তাজভীদের কায়দা অনুযায়ী খুবই সুন্দর কণ্ঠে পড়া

তিলাওয়াতের ত্রুটি

নং	নাম	অর্থ	বিধান
১	তামত্বীত্ব	তারতীলে মাদ্দাহ ও হারাকাত ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীমাতিরিক্ত বিলম্ব করা	মাকরুহ
২	তাখলিত্ব	হাদরে এতটুকু দ্রুত করা যে, হুরুফ বুঝা যায় না	হারাম
৩	তানফিশ	হারাকাতকে পুরো আদায় করা	মাকরুহ
৪	তামদীগ	হারাকাতকে চিবিয়ে চিবিয়ে পড়া	মাকরুহ
৫	তাত্বনিন	নিচু আওয়াজে পড়া ও প্রতিটি হুরুফের আওয়াজকে নাকের মধ্যে নিয়ে যাওয়া	হারাম
৬	তাহমীয	প্রতিটি হুরুফের মধ্যে হামযা মিলিয়ে দেয়া	হারাম

www.dawateislami.net

৭	তা'ভীক্ব	শব্দের মাঝখানে ওয়াকফ করে এরপর থেকে শুরু করা	হারাম
৮	ওয়াছাবা	পূর্বের হরফকে অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয় হরফ শুরু করে দেয়া	মাকরুহ
৯	আনআনাহ	হামযা অথবা কোন অন্য হরুফের সাথে আইনের আওয়াজ মিলিয়ে দেয়া	হারাম
১০	হামহামাহ	কোন মুখাফফাফ হরফকে মুশাদ্দাদ পড়া	হারাম
১১	যমযমাহ	গানের সুরে পড়া	হারাম
১২	তারক্বিস	আওয়াজকে নাচানো অর্থাৎ কখনো বড় করা আবার কখনো নিচু করা যদি তাজভীদ অনুযায়ী হয় তবে মাকরুহ নতুবা হারাম	

শওক্বে ইলমে তাজভীদ ও কিরাতের ব্যাপারে "আয়িম্মায়ে কেরাম" এর বাণী ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলি:

★ ইমাম নাফি' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি সত্তরজন তাবেয়ী নে কেরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কাছ থেকে ইলমে কিরাত অর্জন করেছি। (তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে কিরাত ও ইলমে রসমুল খত্ব উভয়টির ইমাম ছিলেন)

(শাযরাতুয যাহবি লি ইবনুল ইমাদ হাম্বলী, সুন্নাত: ১৬৯, নাফি' বিন আবি নুআইম আবু আব্দুর রহমান, ১/৪৩৭)

★ ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে "বাসমালাহ" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: প্রতিটি বিষয়ে অভিজ্ঞদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করো। (আপনার প্রশ্ন যেহেতু কিরাতের বিষয়ে আর) বর্তমান সময়ে কিরাতের ইমাম হলেন, ইমাম নাফি' মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। (সুতরাং "বাসমালাহ" এর মাসআলা তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন) **(গায়াতুন নিহাইয়াত ফি ত্বাবাকাতিল কুররায়ি লি ইবনুল জাযারী, হরফুন নুন, ২/২৯০, নং: ৩৭১৮, নাফি' বিন আব্দুর রহমান বিন আবি নুআইম)** আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

★ ইমাম ঈসা ক্বালুন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর সম্মানিত ওস্তাদ ইমাম নাফি' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে লাগাতার পঞ্চাশ বছর (ত্রিশ বছর ছাত্র অবস্থায় মধ্যে আর বিশ বছর ইলম অর্জন করার পর) অধ্যয়ন করতে থাকেন। এমনকি এক পর্যায়ে তিনি ক্বিরাতের বিষয়ে খুবই দক্ষ ও ইমাম হয়ে গেলেন। (গায়াতুন নিয়াআত ফি ত্বাবক্বাতিল ক্বুররায়ি লি ইবনুল জাযারী, বাবুল আইন, ১/৫৪২, নং: ২৫০৯, ঈসা বিন মিনা বিন ভিরদান)

★ ইমাম ওয়ারশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "ইলমে কিরাত" শিখার জন্য নিজের দেশ "মিসর" থেকে সফর করে "মদীনা মুনাওয়ারা" (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) তে ইমাম নাফি' رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন।

(মু'জামুল আদবায়ি লি ইয়াকুতুল হামভী, ৩/৪৮২, নং: ৫১৪, ওসমান বিন সায়্যিদুল মা'রুফ বুরিগুল মাক্বরিয়ি)

★ ইমাম শো'বা বিন আয়াশ বিন সালিমুল আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সম্মানিত ওস্তাদ ইমাম আসিম কূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে কুরআনে মজীদের পাঁচ আয়াত করে পড়েছেন। গরম, শীত, বৃষ্টিতেও কখনো ছুটি করেননি। এমনকি অনেক সময় বৃষ্টির দিনে পানি পার হয়ে যেতে হতো আর পানি কখনো কোমর পর্যন্ত আবার কখনো তার চেয়েও বেশি হতো। তিন বছর যাবৎ এইভাবে ধারাবাহিক ইলমে কিরাত শিখেছেন।

(সিয়ারে আ'লামিন নুবলা লিয যাহাবি, ৭/৬৮৫, নং: ১৩০৩, আবু বকর বিন ইয়াশ বিন সালিমুল আসাদী)

কিরাতের দশজন ইমাম ও তাঁদের রাবীদের পরিচয়

কুরআন মজীদ আল্লাহর শেষ ও "لاریب" কিতাব। ওলামায়ে ইসলাম এটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, মূলভাব ও অর্থ নির্ণয়ের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঈর্ষণীয় সংগ্রাম করেছেন। এর খিদমতের হক আদায় করার জন্য কঠোর পরিশ্রম ও দূর দূরান্তের দেশে সফর করেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন সাহস ও সাধ্য অনুযায়ী এর খিদমত করে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন।

www.dawateislami.net

এসব পবিত্র আত্মাগণের মধ্যে কিরাতের দশজন আয়িম্মায়ে কেরাম অর্থাৎ দশজন ইমামও রয়েছেন যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কিরাতের সূর্য এখনো পর্যন্ত আলো বিচ্ছুরিত করছে।

আর তাঁদের মুখস্থকৃত, রেওয়ায়েতকৃত কিরাত হাফিযে কুরআনের জন্য অমূল্য রত্ন। প্রত্যেক ইমামের দুই, দুইজন রাবী। কিরাতের দশজন আয়িম্মায়ে কেরাম ও তাঁদের রাবীদের নাম উল্লেখ করা হলো:

কিরাতের ইমাম	প্রথম রাবী	দ্বিতীয় রাবী
ইমাম নাফি' মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম কালোন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম ওয়ারশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম ইবনে কাছির মক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম বাযযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম কুনবুল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম আবু আমর বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম দুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম সু'সী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম ইবনে আমের শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম হিশাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম ইবনে যাকোওয়ান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম শো'বা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম হাফস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম হামযা কূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম খালফ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম খাল্লাদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম কিসায়ী কূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম আবুল হারিছ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম দুররী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম আবু জা'ফর মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম ইবনে ওয়ারদান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম ইবনে জাম্মায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমাম আবু ইয়াকুব হাযরামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম রুওয়ায়েস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম রাওহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ইমামা খালফ বাযযার কূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম ইসহাক ওয়ারাক্ব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	ইমাম ইদ্রিস বিন আব্দুল করীম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

www.dawateislami.net

ইমাম আসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

কুরআন মজীদের যেই সাত কিরাতে মুতাওয়াতিরার উপর উম্মতে মুসলিমার ইজমা' ও ঐক্যমত রয়েছে। তার মধ্যে "কিরাতে ইমাম আসিম" ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরাতের পঞ্চম ইমাম। তিনি তাবেয়ীনদের অন্তর্ভূক্ত। তাঁর নাম "আসিম" উপনাম "আবু বকর" পিতার নাম "আবুন নুজুদ আরেকটি বর্ণনায় "আব্দুল্লাহ"। তিনি সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা হারিছ বিন হাসসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতময় সংস্পর্শ দ্বারা ধন্য হয়েছিলেন। তাঁর শুভ বেলাদত ৩৩ হিজরীতে কূফাতে হয়েছে। গোত্রীয় দিক দিয়ে তিনি "আসাদী"। তিনি কুরআন, হাদীস, সরফ ও নাহু, ফিকাহ ও অভিধানের ইমাম ছিলেন। তিনি অনেক বড় ইবাদতগুজার ও সাধনাকারী এবং খোদাভীরু ও পরহেযগার ছিলেন। তিনি সারা জীবন খিদমতে কুরআন ও ইবাদত এবং রিয়াযতে কাটিয়ে দিয়েছেন। তিনি "ইলমে কিরাত" এর শিক্ষা ইমাম শায়খ আবু আব্দুর রহমান সুলামী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে অর্জন করেছেন। আর তাঁর পবিত্র ওফাত শরীফের পর সর্বসম্মতিক্রমে তার স্থানে "কারীদের প্রধান" এর পদে আসীন হয়েছেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর কূফায় কিরাতের পদে আসীন ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে অসংখ্য লোক ফয়েয অর্জন করেছেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রসিদ্ধ "মুহাদ্দিসে কেরাম" সহ ইমামে আযম আবু হানিফা তাবেয়ী কূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও অন্তর্ভূক্ত রয়েছেন। তাঁর ওফাত মারওয়ানের খিলাফতের যুগে শেষের দিবে কূফা বা সামাওয়া (সিরিয়া) তে ১২৭ হিজরীতে অথবা ১২৮ হিজরীতে হয়েছে।

(তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির, ২৫/২২০ পৃ:, নং: ৩০০৮, আসিম বিন বাহদালাত আবিন নুজুদ আবু বকরুল আসাদিল কূফীল মুক্বরী, সিয়ারু আ'লামুন নুবলা লিয যাহবী, ৬/৭৯ পৃ:, নং: ৭৩৩, আসিম বিন আবিন নুজুদ, ওয়া

www.dawateislami.net

তাহযীবুদ তাহযীব লি ইবনে হাজর আসকালানী, ৪/১৩১ পৃ:, নং: ৩১৩৭ আসিম বিন বাহদালাত ওয়া হুয়া ইবনে আবিন নুজুদিল আসাদী)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কিরাতের ইমাম আসিমের রাবীদের পরিচিতি

ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিষ্যদের মধ্য হতে দু'জন শিষ্য "তাজভীদ ও কিরাত শাস্ত্রে" অনেক বেশি প্রসিদ্ধ। আর এই দু'জন হযরত কিরাতে ইমামে আসিমের রেওয়ায়েতকারী। এসব হযরতের নাম হলো:

★ ইমাম আবু বকর শো'বা বিন আইয়াশ আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

★ ইমাম হাফস বিন সুলাইমান আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

এই দুইজন হযরতের পরিচয় উপস্থাপন করছি।

ইমাম আবু বকর বিন আইয়াশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

কিরাতে ইমামে আসিমের প্রথম রাবী ইমাম আবু শো'বা বিন আইয়াশ আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি শুধুমাত্র কিরাতের ইমাম ছিলেন না বরং হাদীস ও ফিকাহ এবং যুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রেও অতুলনীয় ছিলেন। কূফার মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও কুরআনের কারীদের মাঝে অসম্ভব প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। তাঁর বরকতময় বেলাদত ৯৫ হিজরী অথবা ৯৬ হিজরীতে কূফায় হয়েছে। (কিতাবুছ ছিকাত লি ইবনে হাব্বান, কিতাবু ইত্তিবাঈত তাবেয়ী ন, মান ইয়া'রিফু বিল কুনী মিন ইতবাউত তাবেয়ীন, ৪/৪২৮ পৃ:, নং: ৫৫৫১, আবু বকর বিন আইয়াশ মিন আহলিল কূফা, সিয়ারু আ'লামুন নুবলা লিয যাহবী, ৮/৬৮০ পৃ:, নং: ১৩০৩, আবু বকর বিন আইয়াশ বিন সালিমুল আসাদী)

তাঁর খোদাভীরুতা ও বিশ্বস্ততার এই অবস্থা ছিলো যে, জীবনে কোন অহেতুক শব্দ মুখ দিয়ে আসেনি আর সারা জীবনে কোন কবীরা সংগঠিত

www.dawateislami.net

হয়নি। সত্তর বছর পর্যন্ত লাগাতার সারারাত জাগ্রত থেকে নফল (নামায) আদায় করতেন আর রোযা রাখতেন।(কিতাবুছ ছিক্বাত লি ইবনে হাব্বান, কিতাবু ইতবাউত তাবেয়ীন, মান ইয়া'রিফুবিল কুনী মিন ইতবাউত তাবেয়ীন, ৪/৪২৮ পৃঃ, নংঃ ৫৫৫১, আবু বকর বিন আইয়াশ, ওয়া তারিখে বাগদাদ, ১৪/৩৮৫ পৃঃ, নংঃ ৭৬৯৮, আবু বকর বিন আইয়াশ বিন সালিমুল খিয়াত্ব মৌলা ওয়াসিল বিন হান্নান, সিয়ারু আ'লামুন নুবলালিয যাহবী, ৭/৬৮০ পৃঃ, নংঃ ১৩০৩ আবু বকর বিন আইয়াশ)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলতেন যে, আমি "ইমাম আবু বকর শো'বা বিন আইয়াশ আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ" এর চেয়ে বেশি আর কাউকে "শরীয়তের অনুসারী" দেখিনি।

(সিয়ারু আ'লামুন নুবলা লিয যাহবী, ৭/৬৮১ পৃঃ, নংঃ ১৩০৩, আবু বকর বিন আয়াশ বিন সালিম)

তাঁর "মলফুযাত শরীফার" মধ্য হতে উপদেশমূলক বাণী এটাও যে, নিরবতার সবচেয়ে ছোট উপকার হলো "নিরাপত্তা" আর এটি "নিরাপত্তার" জন্য যথেষ্ট এবং বলার সবচেয়ে ছোট ক্ষতি হলো "প্রসিদ্ধি" আর এটি "মুসিবতের" জন্য যথেষ্ট। (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু বকর বিন আইয়াশ, ৮/৩৩৮, নংঃ ১২৪১৫)

তাঁর বেছাল খলিফা মামুনুর রশিদের সময়ে ২১ জুমাদাল উখরা ১৯৩ হিজরীতে ৯৮ বছর বয়সে হয়েছে। (কিতাবুছ ছিকাত লি ইবনে হাব্বান, ইতবাউত তাবেয়ীন, মিন ইউরফ বিল কুনী মিন ইতবাউত তাবেয়ীন, ৪/৪২৮, নংঃ ৫৫৫১, আবু বকর বিন আয়াশ)

ইনতিকালের সময় তাঁর বোন অন্য এক বর্ণনামতে তাঁর শাহজাদী কাঁদতে লাগলেন তো তিনি বললেন: আপনি কেনো কাঁদছেন? আমি আমার ঘরের শুধুমাত্র এই একটি কোণায় ১৮ হাজার বার কুরআন মজীদ খতম দিয়েছি। (হিলয়াতুল আউলিয়া, আবু বকর বিন আইয়াশ, ৮/৩৩৮, নংঃ ১২৪২)

তাঁর শাহজাদা ইব্রাহিমের বর্ণনা হলো "আমার সম্মানিত পিতা আমাকে বলেছেন: "বৎস! শোনে নাও! তোমার বাবা জীবনে কোন অশ্লীল কাজ করেনি আর ত্রিশ বছর থেকে লাগাতার প্রতিদিন একটি করে কুরআন মজীদ খতম করেছে আর সাবধান! এই বালাখানায় কখনো যেনো তুমি

www.dawateislami.net

কোন গুনাহ না করো কেননা এই ঘরের মধ্যে আমি ১২ হাজার বার কুরআন মজীদ খতম দিয়েছি।

(আউলিয়া রিজালুল হাদীস, নং: ১৯ আবু বকর বিন আইয়াশ কূফী, ৫২ থেকে ৫৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম হাফস বিন সুলাইমান আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

"কিরাতে ইমাম আসিমের দ্বিতীয় রাবী ইমাম হাফস বিন সুলাইমান আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ। তিনি "ইলমে কিরাত" এ ইমাম আবু বকর শো'বা বিন আইয়াশ আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর চেয়ে বেশি পারদর্শী ও বড় ক্বারী ছিলেন। কিরাতে মুতাওয়াতিরায় কিরাতে ইমাম আসিম বা'রেওয়ায়েতে হাফস সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ও পড়া হতো। তিনি ৯০ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি "কিরাতে কুরআন" এর শিক্ষা ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে অর্জন করেছেন। ইমাম হাফস বিন সুলাইমান আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ছাত্রের মধ্যে কিরাতে ইমাম আসিম কূফীর সবচেয়ে বেশি দক্ষ ও আলিম ছিলেন। তিনি অসংখ্য বৈশিষ্ট্য ও দ্বীনি পরিপূর্ণতার সাথে সাথে একজন ব্যবসায়ীও ছিলেন। ইমামে আযম আবু হানিফা তাবেয়ী কূফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। তার সনদে কিরাত তিনজনের মাধ্যমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত পৌছেছে। (আত তাইসির লিদদানী, ২১ পৃ:)

ইমাম হাফস বিন সুলাইমান আসাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সনদে কিরাত কিছুটা এইভাবে রয়েছে: ★ তিনি ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে পড়েছেন এটি প্রথম মাধ্যম। ★ ইমাম আসিম কূফী তাবেয়ী

www.dawateislami.net

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যির বিন হুবাইশ আসাদী ও আব্দুল্লাহ বিন হুবাইব সুলামী তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে পড়েছেন এটি দ্বিতীয় মাধ্যম। ★ তিনি ইলমে কিরাত পাঁচজন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین এর কাছ থেকে অর্জন করেছেন। সেই পাঁচজন সাহাবায়ে কেরামগণের رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین নাম হলো:

(১) হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(২) হযরত সায়্যিদুনা আলী বিন আবি তালিব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(৩) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(৪) হযরত সায়্যিদুনা যায়েদ বিন সাবিত رَضِیَ اللهُ عَنْهُ
(৫) হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ

এই পাঁচজন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین হলেন তৃতীয় মাধ্যম আর পাঁচজন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِین সরাসরি রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট পড়েছেন। তিনি ১৮০ হিজরীতে কূফায় ৯০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। (আত তাইসির লিদ দানী, ১৯ পৃ:)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِین صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রেওয়ায়েতে হাফসের মধ্যে প্রসিদ্ধ তুরুক্বের আয়িম্মায়ে কিরাতের পরিচিতি

কিরাতে ইমাম আসিম বা'রেওয়ায়েতে হাফসের মধ্যে দু'টি পদ্ধতি প্রসিদ্ধ:

★ তরিক্বে ইমাম শাতেবী ★ তরিক্বে ইমাম জাযারী, এই দুইজন আয়িম্মা কেরামের পরিচয় উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম হলো আবু মুহাম্মদ কাসিম বিন ফিররুহ বিন খলাফ বিন আহমদ শাতেবী রুআইনী, উপনাম হলো আবুল কাসিম আর অনেকে আবু মুহাম্মদ বলে বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর বরকতময় বেলাদত আন্দোলুস (স্পেন) এর শহর শাতেবায় প্রায় ৫৩৮ হিজরীর শেষে হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা ঘরের রুহানী পরিবেশ থেকে অর্জন করেন আর কিরাতের প্রাথমিক শিক্ষাও নিজের শহরেই শায়খ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর থেকে অর্জন করেন আর ইলমে কিরাতে খুবই পারদর্শিতা অর্জন করেন। আরও ইলম অর্জন করার জন্য তিনি নিজের শহর ছাড়াও অন্যান্য শহর ও দেশে সফরও করেন। আন্দোলুসের শহর "বালানসা" তে শায়খ আবুল হাসান আলী বিন হিজিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে কিরাতে সাবআ'র প্রসিদ্ধ কিতাব "আত তাইসির" মুখস্ত করেন এবং কিরাতের খুব মশক করেন আর সাথেই ইমাম ইবনে হিজিলের কাছ থেকে ইলমে হাদীসও অর্জন করেন। এরপর হারামাইনে তায়্যিবাইন সফর করেছেন। মিশরের শহর সিকান্দারিয়াতে শায়খ আবু তাহির সালফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। হজ্ব থেকে ফিরে আসার সময় যখন তিনি মিশর পৌঁছলেন তখন কুরআন ও হাদীসের আগ্রহীদের মধ্যে তাঁর আগমনের খবর ছড়িয়ে পড়লো সুতরাং মিশরের আশ-পাশ থেকে লোকেরা ইলমী পরিতৃপ্ততার জন্য দলে দলে তাঁর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হলো।

এই বিষয়টি যখন বাদশাহ কাযি ফাযিল জানতে পারলেন তখন তিনিও তাঁর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত হলেন, আদব ও সম্মান প্রদর্শন

www.dawateislami.net

করলেন এবং কাহিরাতে তাঁর প্রতিষ্ঠা করা মাদরাসায় সবচেয়ে উচ্চ পদে তাকে সমাসীন করলেন। মিশরের আবহাওয়া ও ওখানকার ইলমী পরিবেশ তাঁর পছন্দ হয়ে গেলো সুতরাং তিনি সেটাকে নিজের দেশ মনে করে সেখানেই রয়ে গেলেন। এরই মাঝে তিনি রচনা ও লেখনীর কাজও করেন। তার রচনার মধ্যে "কাসিদায়ে লামিয়া" অতুলনীয় প্রসিদ্ধি অর্জন করে যেটার ছোট বড় হাজারো ব্যাখ্যাগ্রন্থ লিখা হয়ে গেছে।

মুহাক্কিক ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ জাযারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ "কাসিদায়ে লামিয়া" সম্পর্কে বলেন:

আল্লাহ পাক আল্লামা শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এই বিষয়ে যেই মর্যাদা ও স্থান দান করেছেন সেটার ব্যাপারে সেই ব্যক্তিই জানতে পারবে যে তাঁর দুই কাসায়িদ (লামিয়া ও রায়িয়া) এর ব্যাপারে অভিজ্ঞতা রাখে, বিশেষ করে কাসিদায়ে লামিয়া, তাঁরপরে এই কাসিদার মোকাবেলায় বড় ভাষাবিদ ও চিন্তাবিদগণ তাদের অপারগতা প্রকাশ করেছেন। এই বিরল কাসিদা নিজের বর্ণনার ধরন ও উত্তম সুললিত কালামের কারণে উচ্চ মর্যাদার এই স্থানে আসীন রয়েছে যে, এটা যে কেউ বুঝতে পারে না। এটার বিশেষত্বের ব্যাপারে সেই জানতে পারবে যে এটির ন্যায় লিখার চেষ্টা করবে আর তুলনা করে দেখবে। আল্লাহ পাকের দরবার থেকে যেই মর্যাদা ও প্রসিদ্ধি এই কাসিদাকে দান করা হয়েছে আমার জানা মতে অন্য কোন কিতাব ও কাসিদাকে তা দান করা হয়নি। আমার ধারণায় কোন ইসলামী শহর এই কাসিদা থেকে শূন্য থাকবে না। বরং আমার ধারণা এটা বলছে যে, কোন শিক্ষার্থীর ঘর এটা থেকে শূণ্য নয়। (বারাকাতুর তারতীল, ২২৫ পৃ:)

ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই কাসিদা লিখা থেকে অবসর হলেন তখন সেটা সাথে নিয়ে বায়তুল্লাহ শরীফের ১২০০০ বার তাওয়াফ

www.dawateislami.net

করেন আর যখনই যখনই দোয়া করার স্থানে পৌঁছেন তখন এই দোয়াটি বিশেষভাবে করতেন: اَللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ الْعَظِيْمِ انْفَعْ كُلَّ مَنْ قَرَءَهَا (হে আল্লাহ! যমিন ও আসমানের সৃজনকারী, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত সত্তা, এই আজিমুশশান ঘরের প্রতিপালক! এই কাসিদার প্রত্যেক পাঠকারীকে কল্যাণ দান করো!)

(শরহুশ শাতীবিয়াত লিল মোল্লা আলাল ক্বারী, ৪৩০ পৃ:)

এই কাসিদার ব্যাপারে একটি বর্ণনা এটাও পাওয়া যায় যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হোন আর আদব সহকারে আরয করলেন: হে আমার আক্বা (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এই কাসিদাটি দেখুন। এটা শোনে তিনি এই কাসিদাটি নিজের হাত মুবারকে নিলেন আর (পর্যবেক্ষণ করার পর বললেন:) এই কাসিদা মুবারকটি যে মুখস্ত করবে (সে) জান্নাতে প্রবেশ করবে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম কুরতুবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: بَلْ مَنْ مَّاتَ وَهِيَ فِيْ بَيْتِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ (অর্থাৎ) যে এই অবস্থায় ইনতিকাল করে যে, তার ঘরে এই কাসিদাটি থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(শরহুশ শাতেবীয়াত লিল মোল্লা আলাল ক্বারী, ৪৩০ পৃ:)

ইমাম শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরাতশাস্ত্রের ইমাম হওয়ার সাথে সাথে দক্ষ মুফাসসির, মুহাদ্দিস, সরফ ও নাহু এবং অভিধানের বিষয়েও পারদর্শী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ফয়েযপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একটি লম্বা তালিকা রয়েছে। তিনি জীবনের বায়ান্ন বছরের বাহার উপভোগ করেন। প্রায় ৫৩ বছর বয়স পেয়ে ২৮ জুমাদিউস

www.dawateislami.net

সানী ৫৯০ হিজরীতে রোজ রবিবার আসরের পর মিশরের শহর ক্বাহিরায় ওফাত লাভ করেন। আল্লামা আবু ইসহাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (খতিবে জামে মিশর) তার জানাযার নামায পড়িয়েছেন আর সোমবার শরীফের দিন মুকতাম পাহাড়ের পাশে "করাফা সুগরা" তে কবরস্থ করা হয়। "করাফা সুগরা" তে দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কবরে আনোওয়ার প্রসিদ্ধ।

(শরহুশ শাতেবীয়াত লিল মোল্লা আলাল ক্বারী, ৪৩০ পৃঃ)

ইমাম মুহাম্মদ বিন জাযারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাঁর কবরে আনওয়ারের পাশে দোয়া কবুল হওয়ার বরকত স্বচক্ষে দেখেছি।

(গায়াতুন নিহায়াত ফি ত্বকাতুল করায়ি লি ইবনুল জাযারী, বাবুল ক্বাফ, ২/২২ পৃঃ)

আল্লামা শাতেবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই নশ্বর দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন শত বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু তাঁর ইলমী সুখ্যাতির কারণে তিনি এখনো জীবিত। এশিয়া মহাদেশে, পাক ও হিন্দে কুরআনে করীমের কিরাত বা'তরিকে শাতেবীই প্রচলন রয়েছে। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম জাযারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পরিচিতি

ইমাম মুহাম্মদ জাযারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২৫ রমযানুল মুবারক ৭৫১ হি:/ ১৩৫০ খ্রি: রোজ শনিবার রাতে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন ইউসুফ আল উমরী, উপনাম আবুল খাইর, উপাধি হলো শামসুদ্দীন, দেশ জাযারী ও দামেস্কী এবং মসলকে সুন্নী শাফেয়ী।

www.dawateislami.net

দামেস্কেই কুরআনে করীম হিফয করেন। ৭৬৫ হিজরী রমযানুল মুবারকে পুরো কুরআন শুনিয়েছেন। এরপর তাফসীর, হাদীস ও আলাদা আলাদা কিরাতের শিক্ষা নিয়েছেন। ৭৬৮ হিজরী সাত কিরাতের দরস নিয়েছেন এবং ঐ বছরই হারামাইনে তায়্যিবাইনের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হোন। অতঃপর ৭৬৯ হিজরীতে মিশর গিয়েছেন আর তেরো কিরাত পর্যন্ত ইলম অর্জন করেন। "আত তাইসির লিদ দানী" এবং "হারযুল আমানী লিশ শাতেবী" এর মতো কিরাতের কিতাবাদি মুখস্ত করেন। কিরাতে ৪০জন ওস্তাদ থেকে উপকৃত হোন। অতঃপর দামেস্ক গিয়ে আল্লামা দামায়াতীর কাছ থেকে হাদীস ও আল্লামা ইসনবীর কাছ থেকে ফিকাহ পড়েন। তিনি একলাখ হাদীসের হাফিয ছিলেন। মিশরে ইলমে উসুল, মাআনী ও বয়ান পড়েছেন। মিশরের শহর ইসকান্দারিয়াতে আল্লামা ইবনে আব্দুস সালামের শিষ্যদের কাছ থেকে ফয়েয লাভ করেন। আল্লামা ঈসমাইল ইবনে কাছির ৭৭৪ হিজরীতে এবং ইমাম বালকিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৭৭৫ হিজরীতে সনদেও অনুমতি দিয়েছেন। অবসরের পর তাজভীদ ও কিরাত পড়ানোর ধারাবাহিকতা শুরু করেন এবং দামেস্কে "শায়খুল কুরা" এর মর্যাদায় আসীন হোন। ৭৯৩ হিজরীতে মিশরের কাযীনিযুক্ত করা হয়েছে। পাঁচ বছর পর মিশরের শাসন ব্যবস্থার সাথে মতবিরোধ হলো আর তিনি রোমের শহর "বারুসা" তে স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। ওখানে অসংখ্য লোক উপকৃত হয়েছে, ৮০৫ হিজরীতে যখন বাদশাহ তৈমুরলিঙ্গ এই এলাকায় নিযুক্ত হলো তো তিনি তাঁকে তার সাথে মা ওয়ারাউন নহরের এলাকায় নিয়ে গেলেন কেননা বাদশাহ তৈমুর ওলামাদের মূল্যায়নকারী ও তার বিশেষ ভক্ত ছিলো। সেখানে তিনি প্রথমে "কেশ" এরপর সমরকন্দিতে অবস্থান করেন, সেখানে তিনি মাসাবীহ শরীফের ব্যাখ্যা ইত্যাদি কিতাব লিখেছেন।

www.dawateislami.net

শাবান ৮০৭ হিজরীতে বাদশাহ তৈমুরের ওফাতের পর খুরাসান, হারাত, ইয়াযদ, ইসবাহান হয়ে শিরায পৌঁছেন তো তৎকালীন বাদশাহ তাঁকে খুবই সম্মান প্রদর্শন করেন আর শিরাযের কাযী নিযুক্ত করেন। অনেকদিন সেখানে অবস্থান করার পর ৮২৩ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হারামাইন শরীফের যিয়ারত দ্বারা ধন্য হোন। কিছুদিন অবস্থান করার পর ৮২৭ হিজরীতে শিরায পূনরায় ফিরে আসেন আর শেষ সময় পর্যন্ত কুরআনের খিদমতে রত থাকেন। সত্তর বছরের চেয়েও বেশি হাদীসের খিদমত করে ৮২ বছর বয়সে জুমা মুবারকের দিন ৫ রবিউল আউয়াল ৮৩৩ হিজরীতে শিরাযে তিনি ইনতিকাল করেন।

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ জাযারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একই সময় মুকাররির, চিন্তাবিদ, হাফিয, ফকিহ, নাহুবিদ, বক্তা, ইতিহাসবিদ, মুহাদ্দিস ও শায়ের ছিলেন। তাঁর মহান লেখনী এই জ্ঞান ও শাস্ত্রে তার পূর্ণ পারদর্শিতার সাক্ষী, বিশেষ করে তাজভীদ ও কিরাতের ক্ষেত্রে তাঁর ইমাম হওয়াটা সার্বজনীন গৃহীত এবং সারা বিশ্বে (তাঁর পরে আগমণকারী) ক্বারী ও চিন্তাবিদগণ তাঁর লেখনীর উপর সন্তুষ্ট। তাঁর লেখনীর দীর্ঘ তালিকা থেকে কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো: "আল মুকাদ্দামাতুল জাযারিয়্যাত" (ইসলামী মাদরাসায় পঠিত সংক্ষিপ্ত কিন্তু ব্যাপক সুবিন্যস্ত কিতাব এটার ১০৭টি পংক্তি রয়েছে)

(১) "উসুলুল কিরাআত"

(২) "আল আ'লামু ফি আহকামিল ইদগাম"

www.dawateislami.net

(৩) "আল বয়ান ফি খিত্তে ওসমান"

(৪) "আল হুসনুল হাসিন মিন কালামি সায়্যিদিল মুরসালিন" (হাদীসে মুবারকা থেকে মনোনীত দোয়া ও অযিফার প্রসিদ্ধ কিতাব)

(৫) "আন নাশর ফিল কিরাআতুল আশর" **(আল মুকাদ্দামতুল জাযারিয়াত, তারজুমাতুল নাযিম, ص, د, ٤, و)**

তাঁর চারজন শাহজাদা ছিলেন:

* আবুল খাইর মুহাম্মদ
* আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ
* আবু বাকা ঈসমাইল
* আবুল ফযল ইসহাক

তাঁর তিনজন শাহজাদী ছিলেন:

* ফাতেমা
* আয়িশা
* সালমা

এরা সকলে হাফিয, ক্বারী ও মুহাদ্দিস ছিলেন।

(মা'খোয আযি মুকাদ্দামাতুল জাযরিয়াত মাআ উর্দু ও তারজুমা, ৪ পৃ:)

اَرْجُوْبِهٖ اَنْ يَّنْفَعَ الطُّلَّابَا
وَالْاَجْرَ وَالْقَبُوْلَ وَالثَّوَابَا

সমাপ্ত

بِعَوْنِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِلُطْفِ حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمِ

২৬ শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩৪ হি:, ১৩ আগস্ট ২০১৩ খ্রি:

www.dawateislami.net

দরসী কুতুব বিভাগের প্রকাশিত কিতাবাদি
(আল মদীনাতুল ইলমিয়্যা)

নং	কিতাবের নাম	মোট
১	নুরুল ইযা মাআ' হাশিয়াতিন নুর ওয়াল যিয়া	৩৯২
২	শরহুল আকায়িদ মাআ' হাশিয়া জামইল ফারায়িদ	৩৮৪
৩	আল ফারহুল কামিল আলা শরহি মিয়াতি আমিল	১৮৫
৪	ইনায়াতুন নাহু ফি শরহে হিদায়াতুন নাহু	২৮০
৫	উসুলুশ শাশী মাআ' আহসানুল হাওয়াশী	২৯৯
৬	আল আরবাঈনুন নববিয়্যা ফি আহাদিসুল নববিয়্যা	১৫৫
৭	ইতকানুল ফিরাসাত শরহে দিওয়ানুল হামাসাত	৩২৫
৮	মিরাহুল আরওয়াহ মাআ' যিয়াউল আসবাহ	২৪১
৯	তাফসীরুল জালালাইন মাআ' হাশিয়াতি আনওয়ারুল হারামাইন (প্রথম খণ্ড)	৩৬৪
১০	দুরুসুল বালাগাত মাআ' শুমুসিল বারাআ'ত	২৪১
১১	আসিদাতুশ শুহদা শরহে কাসিদাতুল বুরদা	৩১৭
১২	নুযহাতুন নযর শরহে নুখবাতুল ফিকর	১৭৫
১৩	মুকাদ্দামাতুশ শায়খ মাআ'ত তুহফাতুল মারদিয়্যা	১১৯
১৪	আল আতিকুর রযবী আলা সহীহুল বুখারী	৪৫১
১৫	মুনতাখাবুল আবওয়াব মিন ইহয়াউল উলুমুদ্দীন	১৭০
১৬	আল কাফিয়া মাআ' শরহিহিল নাজিয়া	২৫২
১৭	শরহুল জামী মাআ' হাশিয়াতুল ফারহুন নামী	৪১৯
১৮	আনওয়ারু হাদীস	৪৬৬
১৯	আল হাক্কুল মুবিন	১৩১
২০	কিতাবুল আকাঈদ	৬৪
২১	ফয়যানে সূরা নূর	১২৮
২২	খোলাফায়ে রাশেদীন	৩৫২
২৩	কাসিদায়ে বুরদা ছে রুহানী ইলাজ	২২
২৪	শরহে মিয়াতু আমিল	৪৪

www.dawateislami.net

২৫	আল মুহাদিছাতুল আরাবিয়া	১০১
২৬	তালখীস উসুলুশ শাশী	১৪৪
২৭	নাহুমীর মাআ' হাশিয়ায়ে নাহুমীর	২০৩
২৮	সরফে বাহায়ি মাআ' হাশিয়া সরফে বেনায়ি	৫৫
২৯	তা'রিফাতে নাহভিয়্যা	৪৫
৩০	খাসিয়াতে আবওয়াবুস সরফ	১৪১
৩১	ফয়যুল আদব	২২৮
৩২	নিসাবে উসুলে হাদীস	৯৫
৩৩	নিসাবুন নাহু	২৮৮
৩৪	নিসাবুস সরফ	৩৪৩
৩৫	নিসাবুত তাজভীদ	৭৯
৩৬	নিসাবুল মানতিক	১৬৮
৩৭	নিসাবুল আদাব	১৮৪
৩৮	খুলাছাতুন নাহু	১২৪
৩৯	ফয়যানে তাজভীদ	১৫৯

اِنْ شَآءَ الله নিচে উল্লেখিত কিতাবাদি অতি শ্রিগ্রই পাবলিষ্ট হবে

৪০	তাফসীরে জালালাইন মাআ' হাশিয়াতে আনওয়ারুল হারামাইন (দ্বিতীয় খন্ড)	৩৭৪
৪১	শরহুল ফিকহুল আকবর	
৪২	তাইসির মুসতালাহুল হাদীস	২০০
৪৩	মুসনাদুল ইমামুল আযম	

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

*	কুরআন মজীদ	কালামে ইলাহী	***
নং	**কিতাবের নাম**	**মুসান্নিফ/লেখক**	**প্রকাশনা**
১	কানযুল ঈমান	ইমাম আহমদ রযা খান, ওফাত ১৩৪০ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
২	তাফসীরে জালালাইন মাআ' হাশিয়া	ইমাম জালাল উদ্দীন মুহাল্লী, ওফাত ৮৬৪ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
৩	সুনানে দারামী	আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান, ওফাত ২৫৫ হি:	দারুল কিতাবুল আরবী বৈরূত ১৪০৭ হি:
৪	সহীহুল বুখারী	মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল বুখারী, ওফাত ২৫৬ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৯ হি:
৫	সহীহ মুসলিম	মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুশাইরী, ওফাত ২৬১ হি:	দার বিন হিযম, বৈরূত ১৪১৯ হি:
৬	সুনানে আবি দাউদ	সুলাইমান বিন আশআ'স সাজিস্তানী, ওফাত ২৭৫ হি:	দারে ইহয়াউত তুরাছুল আরবী, বৈরূত ১৪২১ হি:
৭	মুসনাদুর রুয়ানী	আবু বকর মুহাম্মদ বিন হারূনুর রুয়ানী, ওফাত ৩০৭ হি:	মুওয়াসসাতে কুরতুবা, কাহিরা মিশর ১৪১৬ হি:
৮	নাওয়াদিরুল উসুল	মুহাম্মদ বিন আলী হাকিম তিরমিযী, ওফাত ৩২০ হি:	মাকতাবাতুল ইমাম বুখারী, কাহিরা মিশর ১৪২৯ হি:
৯	আল মু'জামুল আওসাত	সুলাইমান বিন আহমদ তাবরানী, ওফাত ৩৬০ হি:	দারে ইহয়াউত তুরাছুল আরবী, বৈরূত ১৪২২ হি:
১০	আল জামেউস সগীর	ইমাম জালাল উদ্দীন সূয়ুতী, ওফাত ৯১১ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪২৫ হি:
১১	আল মুকাদ্দামাকুল জাযারিয়্যা	ইবনুল জাযারী, ওফাত ৮৩৩ হি:	দারে নুরুল মাকতুবাত, জিদ্দা ১৪২৭ হি:
১২	আল মুকাদ্দামাতুল জাযরিয়্যা (অনুবাদকৃত)	ইবনুল জাযারী, ওফাত ৮৩৩ হি:	মাকতাবায়ে কাদেরীয়া
১৩	শরহে তাইবাতুন নাশর	ইবনুল জাযারী, ওফাত ৮৩৩ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৮ হি:
১৪	বারাকাতুত তারতীল	মুহাম্মদ আফরোয কাদেরী চরইয়াকোটি	ইদারাহ ফুরুগ ইসলাম, হিন্দ
১৫	শরহুশ শাতেবীয়াহ	মোল্লা আলী বিন সুলতান ক্বারী, ওফাত ১০১৪ হি:	মাতবায়ে মুজতাবায়ী, দিল্লি

www.dawateislami.net

১৬	আত তাইসির	হাফিয আবু আমর ওসমান বিন সাঈদ, ওফাত ৪৪৪ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত
১৭	ফাওয়ায়িদে মক্কীয়া মাআ হাশিয়া লুমআত শামসিয়া	ক্বারী আব্দুর রহমান মক্কী, ওফাত ১৩৪৯ হি:	নুরী কুতুবখানা, লাহোর
১৮	ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা	ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হি:	রেযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
১৯	বাহারে শরীয়ত	মুফতি মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হি:	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
২০	নামাযের আহকাম	মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
২১	হিলয়াতুল আউলিয়া	আহমদ বিন আব্দুল্লাহ শাফেয়ী, ওফাত ৪৩০ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৯ হি:
২২	ইহয়াউ উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হি:	দারে সাদির, বৈরূত ১৪১৯ হি:
২৩	মু'জামুস সাহাবাত	আব্দুল বাকী বিন ক্বানি; বাগদাদী, ওফাত ৩৫১ হি:	মাকতাবাতুল গুরাবাউল আছারিয়া, মদীনায়ে মুনাওয়ারা ১৪১৮ হি:
২৪	কিতাবুছ ছিক্বাত	আবু হাতিম মুহাম্মদ বিন হাব্বান, ওফাত ৩৫৪ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৯ হি:
২৫	আল মুয়াল্লিফ ওয়াল মুখতালিফ	আবুল হাসান আলী বিন ওমর দারে কুতনী, ওফাত ৩৮৫ হি:	দারুল গুরবুল ইসলামী, বৈরূত ১৪০৬ হি:
২৬	তারিখে বাগদাদ	আলী বিন আহমদ খতিব বাগদাদী, ওফাত ৪৬৩ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৭ হি:
২৭	তারিখে দামেস্ক লি ইবনে আসাকির	আল্লামা আলী বিন হাসান, ওফাত ৫৭১ হি:	দারুল ফিকির, বৈরূত ১৪১৫ হি:
২৮	গায়াতুন নিহায়াত লি ত্বকাতুল কুররা	ইবনুল জাযারী, ওফাত ৮৩৩ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪২৭ হি:
২৯	সিয়ারে আ'লামুন নুবলা	মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী, ওফাত ৭৪৮ হি:	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৭ হি:
৩০	তাহযিবুত তাহযিব	আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানী, ওফাত ৮৫২ হি:	দারুল ফিকির, বৈরূত ১৪১৫ হি:
৩১	শাযরাতুয যাহবি	ইবনুল ইমাদ হাম্বলী, ওফাত ১০৮৯ হি:	দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যা, বৈরূত ১৪১৯ হি:

www.dawateislami.net

৩২	আউলিয়াউ রিজালুল হাদীস	আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী, ওফাত ১৪০৬ হি:	মুসলাহুদ দ্বীন পাবলিকশনয, করাচি ১৪১৯ হি:
৩৩	মু'জামুল আদবা	ইয়াকুত বিন আব্দুল্লাহ হামভী, ওফাত ৬২৬ হি:	দারুল গুরুবুল ইসলামী, বৈরূত ১৯৯৩ হি:
৩৪	তিলাওয়াতের ফযিলত	মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি
৩৫	কামিয়াব তালিবে ইলম কওন?	মদীনাতুল ইলমিয়্যা মজলিস	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচি

★ কুরআনে মজীদের কপি ছোট করা মাকরুহ। উদাহরণস্বরূপ বর্তমান কিছু কিছু প্রকাশনা তাবীযী কুরআন ছাপিয়েছে যেগুলোর লিখাগুলো এতো ছোট যে, পড়াও যায় না,বরং হামাইলও ছাপাবেন না কেননা সেটার লিখাও অনেক ছোট হয়ে থাকে।

★ যদি কেউ শুধুমাত্র বরকতের জন্য নিজের ঘরে কুরআন মজীদ রাখে আর তিলাওয়াত না করে তবে গুনাহ নেই বরং তার এই নিয়্যতটি সাওয়াবের কাজ।

★ কুরআন মজীদকে মা'রুফ ও শায উভয় পদ্ধতি সহকারে একসাথে পড়া মাকরুহ এবং শুধুমাত্র কিরাতে শায সহকারে পড়া জঘন্যতম মাকরুহ। বরং সাধারণ লোকদের সামনে সেই কিরাত পড়বেন যেটার সেখানে প্রচলন রয়েছে কেননা কখনো যেনো এরকম না হয় যে, সে সেটার অজানার কারণে অস্বীকার করে বসে।

★ মুসলমানদের মধ্যে এই রীতি রয়েছে যে, কুরআন মজীদ পাঠকালীন যদি উঠে কোথাও যায় তো বন্ধ করে যায়, খোলা রেখে যায় না এটা হলো আদবের বিষয়। কিন্তু অনেক লোকের মধ্যে এটা বেশি প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, খোলা রেখে গেলে শয়তান পড়বে, এই কথাটির কোন ভিত্তি নেই।

★ কুরআন মজীদের উপর যদি অবমাননার নিয়তে পা রাখে তবে কাফির হয়ে যাবে।

Web: www.dawateislami.net
Email: ilmia@Dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❊ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন মাদানী কাফেলায় সফর এবং ❊ প্রতিদিন ‘পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা’ করার মাধ্যমে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: ‘আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।’ اِنْ شَآءَ اللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য নেক আমলের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য ‘মাদানী কাফেলায়’ সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net